প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৬ প্রকাশক : হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন,
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল) কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রচ্ছদ : শ্রীবিদ্যা অশোক,
মুদ্রণে : মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৬বি, মানিকতলা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

কয়েকটি কথা

শূন্য কবর, শনদেশের সন্দেশ, রোগমুক্তি ও চিঠি এই চারটি পূর্ণাঙ্গ ও একাংকিকা নিয়ে 'শূন্য কবর' নাটকের বইটি প্রকাশিত হল। শূন্য কবর নাটকটির মূল গল্পকার বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকৃষণ চন্দর। সনদেশের সন্দেশ নাটকটির মূল গল্পকার শ্রীতুষার পাল। রোগমুক্তি একাংকিকার প্রেক্ষাপট একটি লোকগাথা ও চিঠি নাটকটির মূল গল্পকার এক মারাঠী গল্পকার—যাঁর নামটি আমি স্মৃতি থেকে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছি না। সকলের উদ্দেশে এই অবকাশে ঋণ স্বীকার করছি।

নাটক চারটিই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত। এই অবকাশে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই নাটকগুলি বিভিন্ন সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পীপলস্ আর্ট সেণ্টার ও ঝংকার শাখা অভিনয় করেছে। চিঠি নাটকটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অভিনয় করেছে। তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শনদেশের সন্দেশ নাটকের শেষ গানটি রচনা করেছেন বন্ধু শ্রীঅরবিন্দ সরকার। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত সম্পর্ক নয়।

প্রকাশক হীরক রায় বন্ধুকৃত্যের জন্য ঝুঁকি নিয়েছেন বলা যায়। কারণ অখ্যাত নাট্যকারের নাটক সংকলন প্রকাশ করার মানসিকতা অর্জন কিছুটা কঠিন। তাঁকেই বা ধন্যবাদ জানাই কি করে!

নাটক সম্পূর্ণ হয় মূলত চারটি স্তরে। নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী ও দর্শক। কাজেই কোন নাটকই অভিনীত না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণতার স্বাদ দেয় না। সেই জন্য দ্বিতীয় জনকে বেশী শ্রমস্বীকার করতেই হয়।

শূন্য কবর নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে পরিচালকের স্বাধীন চিন্তার কিছুটা সুযোগ আছে। সে স্বাধীনতা তাঁরা তাঁদের কল্পনার সাহায্যে উপভোগ করতে পারেন।

পরিশেষে গণনাটকের ক্ষেত্রে যাঁদের অকৃত্রিম প্রেরণা ও শিক্ষকতা আমাকে এখনও চালিত করছে সেই কমরেড মহীতোষ নন্দী ও কমরেড কমল চট্টোপাধ্যায়কে নাট্য সংকলনটি উৎসর্গ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

শূন্য কবর

এথেল—আব্রাহামের ছোট মেয়ে

আব্রাহাম—এথেলের বাবা, ইহুদী বিজ্ঞানী

রোজা—আব্রাহামের বড় মেয়ে

পিটার—ডাক্তার

প্রথম জন
হানৎজ
দ্বিতীয় জন
উইলিয়াম
} গেষ্টাপো

ট্রুপ লিডার

সার্জেন্ট

লিওন—অধ্যাপক

জেন—লিওনের বান্ধবী

সিপাই

বৃদ্ধ—নিকোলায়েভ, একজন কৃষক

ক্যাথারিন—নিকোলায়েভের মেয়ে

ফ্যাসিবাদ আর নাজীবাদ একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। মুসোলিনী, হিটলার, তোজো—একই কক্ষে তিনটি বিষাক্ত ভয়াল সরীসৃপ। ওরা এগিয়ে আসছে। পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের মাতন সৃষ্টি করে ওরা এগিয়ে আসছে। ওরা ধ্বংস করতে চায় সভ্যতা, পৃথিবীর প্রবহমানতা। বুদ্ধিজীবী বলে কথিত আমাদের কি কোন ভূমিকা নেই এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার? কিন্তু কিভাবে? গেস্টাপোরা সমস্ত প্রচার যন্ত্র গোয়েবলসের নির্দেশ মত পাহারা দিচ্ছে। সন্দেহজনক সমস্ত ছাপাখানা ওরা জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে। হায় জার্মানী, বুঝতেও পারছো না ন্যাশনাল স্যোসালিস্ট পার্টি'র আলখাল্লা চাপিয়ে ওরা জঙ্গী একনায়কত্ব গড়ে তুলছে। গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়া যায় না।

কিন্তু কিভাবে প্রচার করা যাবে! কিভাবে সমগ্র জার্মান তরুণ তরুণীকে চিন্তার মোড় ফেরাতে সাহায্য করা যাবে!

[এথেল কফি নিয়ে ঘরে আসে। আব্রাহাম দেখতেও পায় না।]

সমস্ত পৃথিবী একদিন ভাবতো, হয়তো রাশিয়ার পর জার্মানী! দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে দেখা দেবে জার্মানী। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামিতা, বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এ সবই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জার্মানকে সেই মহৎ লক্ষ্যের কাছাকাছি।

এথেল — বাবা!

আব্রাহাম — (সচকিত হয়) কে? ও, তুই। রেখে চলে যা।

এথেল — বাবা! এ তুমি কি লিখছ?

আব্রাহাম — আমার তো এই একটাই অস্ত্র রে মা।

এথেল — কিন্তু বাবা, ওদের হাতে যদি এসব গিয়ে পড়ে।

আব্রাহাম — আমরা শেষ হয়ে যাব। আর যদি আমাদের লোকেদের হাতে গিয়ে পড়ে ওরা শেষ হয়ে যাবে। মরার আগেই মরব কেন বল!

এথেল — আমাদের মানে, তুমি কাদের কথা বলছ।

আব্রাহাম ঐ যে, যারা বাঁচলে পৃথিবী বাঁচবে। পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কথা।

এথেল কিন্তু আংকেল বলে, ওরা তো কমিউনিস্ট।

আব্রাহাম ওরাই তো এ যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তানের দল। যদি এ লেখা ওদের কারো হাতে পড়ে, তারা দুনিয়ায় লোককে বলতে পারবে, এই দ্যাখ, দ্যাখ জার্মানীর দার্শনিকেরা বৈজ্ঞানিকেরা কতটা যুদ্ধ বিরোধী ছিল তোমরা দ্যাখ। ওদের অনেকেই চেয়েছিল হিটলার ধ্বংস হোক।

এথেল কিন্তু বাবা!

আব্রাহাম কোন কিন্তু নয় মা। এটাই আমাদের বেঁচে থাকা। ঐ শোন, ঐ সুর কি বলছে। ঐ সুর বলছে, সংগ্রামই জীবন। তার মানে, তার মানে কি বল! হতাশাই মৃত্যু। তাই না?

এথেল কফিটা জুড়িয়ে যাচ্ছে!

আব্রাহাম (কফিতে চুমুক দিয়ে) আমার আর কি অস্ত্র আছে বল। (হাঃ হাঃ করে হাসে। একটা কলম দেখিয়ে) হিটলারের এ অস্ত্র নেই। ওর সঙীনটা শানানো, কলমটা ভোঁতা। হাঃ হাঃ হাঃ।

এথেল বাবা, আমার খুব ভয় করছে। দিদি বলছিল, গেস্টাপোরা ক'দিন ধরে এই গোটা চত্বরটায় টহল দিচ্ছে।

আব্রাহাম ভয় কিসের? যদি সুযোগ পাস মরার আগে অন্তত একটাকে মেরে মরিস। ধরা দিবি না। জীবন্ত যেন ওরা ধরতে না পারে।

এথেল (বাবাকে জড়িয়ে) বাবা!

আব্রাহাম নারে পাগলী মা, ভয় নেই। আমাদের ওরা ধরবে কেন? আমি বুড়ো লড়তেও পারবো না, মারতেও পারবো না। তোরা বাচ্চা।

এথেল কিন্তু আমরা তো জার্মান নই। আংকেল বলছিল—

আব্রাহাম ইহুদি তো কি হয়েছে। এ পৃথিবী কি শুধু জার্মানদের? নীল আকাশ, সোনার রোদ সব কি জার্মানদের? গমের ক্ষেতে যখন শীষেরা দোলে তা কি কেবল জার্মানদের? জার্মানদের দেহেই কি শুধু লাল রক্ত বয়? পৃথিবীর বাতাস কি শুধু জার্মানদের প্রজাদের জন্য? ইহুদিরা কি পুরাণের সেই রাজাদের দাসীগর্ভের সন্তান না কি!

এই প্রকৃতি, এই যন্ত্র জগত, এই মর জগত এ কি কারো একার। সূর্য কি তার তাপ বিকিরণ থেকে কাউকে বঞ্চিত করে? কথাটা মানবাত্মার। আমরা কেউই ইহুদি নই, আমরা কেউ জার্মানও নই। আমরা আকাশের নীচে, সূর্যের নীচে, বাতাসকে জড়িয়ে, জলকে সঙ্গী করে বাঁচি। আমরা মানুষ। মরি তো আমরা মানুষ হয়েই মরব, বেঁচে থাকি তো আমরা বাঁচবার মত বেঁচে থাকব। ছোট্ট মা আমার (এথেলকে আদর করে) আর একটু কফি দেবে? লেখাটা শেষ করতে হবে মা।

[এথেল চলে যায়। রোজা ঢোকে। এথেলের চেয়ে বড়। সুশ্রী।]

আব্রাহাম — কি ফোন এসেছিল?

রোজা — আংকেল করেছিলেন। ফোনে কিছুই বলেন নি! শুধু ডেকেছিলেন।

আব্রাহাম — সেটা শুনেছি। পিটার কি বল্ল।

রোজা — ঐ এক কথা। গেস্টাপোরা পাহারাদারি আরও জোরদার করছে।

আব্রাহাম — ওকে একবার আসতে বলনি?

রোজা — বলেছেন আসবেন।

আব্রাহাম — তুই তো এতটা যাওয়া আসা করলি, কি দেখলি?

রোজা — রোজকার মতই মোড়ে মোড়ে জটলা। তবে জটলায় নিত্য নতুন মুখ দেখছি। কোন একটা মুখই তো প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে না।

আব্রাহাম — হুম্। [পেছনে হাত দিয়ে সারা ঘর আবার পায়চারি করে। সুরটা শোনে। রোজা একটা কোচে বসে] ব্যাপারটা, বুঝলি রোজা, খুব একটা খারাপ নয়। চিন্তাটা হল, ওরা আমাদের নিয়ে কি আর করবে।

রোজা — কি আর করবে মানে? তুমি ওদের চেনো!

আব্রাহাম — ওরা নরপশু। পিশাচ। ওরা ইতিহাস জানে না, বিজ্ঞান জানে না, এমন কি নিজেদের ভবিষ্যৎও জানে না। এই তো—আর কি চিনবে!

রোজা — ওরা কি অত্যাচার করছে, তুমি জানো না।

আব্রাহাম সে তো ওরা, ঐ যা বল্লাম, কিছুই জানে না বলে করছে। খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন করে দেখছিস কেন, সামগ্রিক ভাবে বিচার কর। ওরা জড় বস্তু। ওদের মস্তিষ্ক নেই, হৃদয় নেই, স্মৃতি-সত্বা-ভবিষ্যতের ধারণা নেই। ওরা দেশ, কাল, সভ্যতা জানে না। ওরা ইতিহাসের হাতে সবচেয়ে মার খাওয়া একদল হিংস্র জানোয়ার মাত্র। আর জানোয়ার মানুষকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে!

রোজা আংকেল বললেন, তোমার সমস্ত লেখা গোপন করে ফেলতে। ছাপা বই পুড়িয়ে দেবেই। বিপদ তাতে নেই। কিন্তু এমন কি একটা চিরকুটও যদি ওদের বিরুদ্ধে ওরা পায়—

আব্রাহাম আমাদের পুড়িয়ে দেবে। এই তো। হ্যাঁ, পিটার ঠিকই বলেছে লেখাগুলো গোপন করতে হবে। তবে মাটিতে পুঁতে দেওয়া নয়। পারলে গোপনে বার করে দেওয়া।

রোজা কি করে করবে তুমি?

আব্রাহাম কাছে আয়। বলছি।

[রোজা কাছে আসে। প্রায় কানে মুখ লাগিয়ে আব্রাহাম কি বলে]

পারবি তো?

রোজা পারতেই হবে।

আব্রাহাম লেখাটা ভেতরে নিয়ে যা। শেষটুকু তাড়াতাড়ি করে দিচ্ছি। তুই লাইব্রেরীতেই যা। এথেল এদিকটায় আছে। বেচারি একেবারে ছোট্ট। খুব ভয় পেয়েছে।

রোজা পাবেই তো। [অন্যদিকে চলে যায়। এথেল কফি নিয়ে ঢোকে। আব্রাহাম টেবিলের সামনে বসে]

এথেল বাবা কফি।

আব্রাহাম দে। খুব কষ্ট হচ্ছে, না!

এথেল না।

আব্রাহাম হলেই বা কি করিব বল। গেস্টাপোরা তো ইহুদিদের ধোপা নাপিত

বন্ধ করে দিয়েছে। তা'দিলেই বা। শোন, আজ রাতের খাবার আমিই তৈরী করব।

এথেল তুমি কেন করবে। দিদি আছে, আমি আছি। বাবা, দিদি কখন আসবে?

[আব্রাহাম প্রশ্নটা এড়িয়ে যান]

আব্রাহাম হ্যাঁ, তারপর শোন, যা বলছিলাম। আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে। দুনিয়াকে তো আর ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

[আব্রাহাম বলছিলেন আর লিখছিলেন]

আমরা হয়তো মরে যাব। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি, বেঁচে থাকার মত বাঁচব। এমন কি মরার সময় যেন অনুতাপ না থাকে যে, কেন বেঁচে থাকতে থাকতে পৃথিবীর আগামী মানুষের কাছে বেঁচে থাকার পথটা জানিয়ে গেলাম না। জানিস এথেল, আমরা বাঁচি, মানুষ বাঁচে মানুষের কাজের মধ্যে, আমাদের কাজের মধ্যে।

এথেল বাবা জান, রেডিওতে বলছিল দু'সপ্তাহে ইংলণ্ড ছাড়া পুরো ইউরোপ দখল করে নিয়েছে হিটলার।

আব্রাহাম (কফিতে চুমুক দিয়ে) তা পারে!

এথেল ওরা যদি জিতেই চলে!

আব্রাহাম (কফিতে চুমুক দিয়ে) সভ্যতা মরেই চলবে।

এথেল কিন্তু বাবা।

আব্রাহাম কি রে?

এথেল আমাদের ওপর ওদের রাগ কেন?

আব্রাহাম সে তো বড় জটিল ব্যাপার রে মা।

[হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে, আব্রাহাম গিয়ে ধরে]

হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, আমি আব্রাহাম, হ্যাঁ হ্যাঁ বৈজ্ঞানিক আব্রাহাম বলছি। পিটার। কি বললে? সার্চ করবে? না, না। হ্যাঁ। ঠিক আছে। কখন আসবে? আচ্ছা। ঠিক আছে। [ফোন ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে এসে বসে]

এথেল আংকেল কি বলছিল!

[আব্রাহামের মুখ ভাবলেশহীন। ভেতরে ঝড় বইছে বোঝা যায়]

আব্রাহাম তুমি জানলার ধারে বসে থাক। কেউ আসছে কিনা নজর রাখো।

[এথেল বোবাদৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে জানলার ধারে গিয়ে সোফায় বসে]

আব্রাহাম রোজা, এ ঘরে এস।

[রোজা আসে। হাতে একটা কাগজ]

আব্রাহাম হয়ে গেছে ?

রোজা হ্যাঁ।

আব্রাহাম ফাইলটা চুলোতে ফেলে এস।

রোজা এটা একবার দেখে নাও।

[রোজা ফাইল নিয়ে চলে যায়। আব্রাহাম কাগজটা পড়ে, একটা খামে ভর্তি করে। তারপর পকেটে রাখে। এথেল বাবার দিকে তাকিয়েই কথা বলে]

এথেল দিদি কখন এলো বাবা ? আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো বলো নি।

আব্রাহাম তাই নাকি ! ইস্, ভারী ভুল হয়ে গেছে। শুনিনি মা।

এথেল লেখাটা পুড়িয়ে ফেললে।

আব্রাহাম আর তো ওরা আমাদের ধরতে পারবে না।

এথেল কেন পোড়ালে তুমি। ঐ রকম আর একটা লিখতে যদি আর না পারো—

আব্রাহাম তোমরা লিখবে। যত চেষ্টাই ওরা করুক, হিটলারের ধ্বংস হবেই।

এথেল তুমি ঠিক জান ?

আব্রাহাম ঠিক জানি।

এথেল বাবা আঙ্কেল আসছেন।

আব্রাহাম আসুক। তুমি কিন্তু ঐখানে থাকো। আরো লোক আসতে পারে।

এথেল গেস্টাপো !

আব্রাহাম হ্যাঁ, তারাও আসতে পারে। দেখতে আসবে, ধোপা-নাপিত বন্ধ করে কেমন জব্দ করেছি।

[পিটার ঢোকে]

পিটার গুড মর্নিং প্রফেসর।

আব্রাহাম গুড মর্নিং ডক্টর।

এথেল আঙ্কেল, তুমি আমাদের ঘেন্না কর. না ?

পিটার কেন রে ?

এথেল আমরা ইহুদী বলে।

আব্রাহাম মানুষ মানুষকে ঘেন্না করে না রে মা।

এথেল আঙ্কেল তো জার্মান।

আব্রাহাম একটু আগে বললাম না, ভালো লোকেরা শুধু মানুষ। খারাপ লোকেরা নানা ভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

পিটার কি বলছিস পাগলী মা। সব জার্মানরাও তোদের ঘেন্না করে না। তোদের ঘেন্না করে জার্মানীর একদল শয়তান। এবং বিপদ, তাদের হাতেই দেশের ক্ষমতা। তারাই দেশ চালাচ্ছে। তারাই যুদ্ধ লাগাচ্ছে। তারাই আগুন জ্বালাচ্ছে।

আব্রাহাম ডক্টর, এটা রাখো।

পিটার অন্য সব ঠিক আছে তো ? [কোটের ভেতরের পকেটে ঢোকায়] ফীগারে আছে তো !

আব্রাহাম হ্যাঁ।

পিটার ঠিক আছে। আর একবার সব দেখে নিলে হত না ?

আব্রাহাম না না, ঠিক আছে সব ! তবে ফাইলটা রোজা একটু আগে চুল্লীতে দিয়েছে।

পিটার একফোঁটা পোড়া কাগজ যেন না পায়। তুমি একবার যাও। পোড়ানো হয়ে গেলে পোড়া কাগজের সব ছাই তুলে, জলে গুলে, ড্রেনে, না, না, বাগানে ঝড়া পাতায় জায়গায় ফেলে দাও। ওরা সব খুঁটিয়ে দেখবে।

আব্রাহাম তুমি এত জানলে কেমন করে ?

পিটার আমাকে ওরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। তাই মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে থাকতেই হয়। ওরাই রাখে, যাতে তোমারাও আমাকে বিশ্বাস না কর। দাঁড়াও আমি ঘুরে আসছি। [পিটার ভেতরে যায়]

এথেল বাবা একদল লোক, হ্যাঁ গেস্টাপোরাই আসছে। কাঁধে স্বস্তিকার চিহ্ন। ওরা আমাদের বাড়ীর দিকেই আসছে। ওরা এসে পড়ল বলে।

আব্রাহাম (ভেতর দি:কে চেয়ে) পিটার শিগগীর এসো, ওরা এসে গেল বলে।
[পিটার তাড়াতাড়ি চলে আসে]

পিটার তুমি ডিভানটার শুয়ে পড়, তাড়াতাড়ি। (আব্রাহাম শুয়ে পড়ে। এথেল, ভেতরে যাও,। [এথেল চলে যায়] (হাতের ব্যাগ থেকে Pressure মাপার যন্ত্রটি বার করে। গলায় স্টেথিসকোপটা লাগায়, তারপর দেখতে থাকে। গেস্টাপো বাহিনীর দু'জন ঢোকে)

প্রথম জন সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে।

[পিটার মুখ ঘুরিয়ে দ্যাখে]

দ্বিতীয় জন হ্যাল্লো ডক্টর।

[পিটার, আব্রাহামকে ভাল করে দেখে ঘুরে দাঁড়ায়]

পিটার একটু আগে ফোনে অসুস্থতার খবর শুনে এলাম। সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে?

প্রথম জন হ্যাঁ। এই দেখুন অর্ডার।

পিটার একটু বস।

[আব্রাহাম ইংগতে সার্চ করতে বলে]

প্রথম জন আপনার লাইব্রেরীটা কোথায়?

[আব্রাহাম ইসারায় বাঁ দিকটা দেখিয়ে দেয়]

প্রথম জন উইলিয়াম, তুমি এখানে থাকো। হ্যাঁ বাইরের দিকে দরজা আছে।

[আব্রাহাম ইংগতে 'হ্যাঁ' জানায়। প্রথম জন লাইব্রেরীতে ঢুকে যায়]

পিটার যা করার একটু আস্তে করতে বল উইলিয়াম, হাজার হোক, অসুস্থ মানুষ।

[আব্রাহাম উঠে বসে]

আব্রাহাম হ্যাঁ ডাক্তার, আমার Prescriptionটা!

পিটার দিচ্ছি। [লিখতে থাকে]

আব্রাহাম [উইলিয়মকে] আপনাদের যা করার করুন। আমি এখন সুস্থ বোধ করছি।

[লাইব্রেরী থেকে চীৎকার, অট্টহাস্য, আলমারী সরানোর আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। বোঝা যায়, বাইরের দিকের দরজা খোলা হয়েছে। গেস্টাপো বাহিনীর অন্যান্যরা তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। সাথে আওয়াজ "হের হিটলার"। পীটার Prescriptionটা লিখে দ্যায়। চলে যেতে উদ্যত হলে]

আব্রাহাম আপনার fees-টা নিয়ে যান।

পিটার ডাক্তারের ধর্মে রুগী দেখেছি। জার্মানদের রক্ত শুষে জোঁক হয়েছে যে ইহুদি জাত, তার কাছ থেকে পয়সা নিতে আমি পারব না। হের হিটলার।

উইলিয়ম ধন্যবাদ। হের হিটলার। call না থাকলে থেকে যান না।

পিটার তা থাকতে পারি। তবে হানৎজ্-এর একটা অনুমতি নিতে হবে না?

উইলিয়ম ঠিক আছে আপনি যান। আমি বলে দেব।

পিটার ধন্যবাদ। হ্যাঁ (আব্রাহামকে) যে ওষুধগুলো লিখে দিলাম ঠিক খাবেন। আর এরপর আমাকে খবর দিতে হলে হানৎজ্ অথবা উইলিয়মের মারফৎ দেবেন। আর আমি আপনার Phone পেলেই চলে আসতে পারব না। হের হিটলার।

[পিটার চলে যায়। ভাবলেশহীন মুখে আব্রাহাম, উইলিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে এ ঘরেও। লাইব্রেরীর বই রাস্তায় আগুন লাগিয়েছে। সাদা পর্দার পেছনে একদল লোককে আগুনে বই ফেলতে দেখা যায়]

উইলিয়ম বৈজ্ঞানিক আব্রাহাম। ইহুদী না হয়ে আপনি যদি জার্মান হতেন!

আব্রাহাম জার্মান হয়ে আমি যদি কমিউনিস্ট হতাম!

উইলিয়ম হোয়াট ননসেন্স।

আব্রাহাম এখনও মরব, তখনও মরতাম।

উইলিয়ম আপনাকে মারার অর্ডার আমাদের নেই।

আব্রাহাম এর চেয়ে বেশী মারা আর কাকে বলে। সারা জীবনের সঞ্চয় তো ঐ (আগুনের দিকে হাত দ্যাখায়)।

উইলিয়ম যাবেই তো। একদল পণ্ডিত, একদল ইহুদি আর একদল সাম্রাজ্যবাদী ঐ ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স—এরা যখন জার্মান তরুণের সামনে থেকে দুনিয়ার জঘন্যতম পাপ ঐ ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে সব স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছিল—তখন কোথায় ছিল পণ্ডিতদের জ্ঞান। জার্মান তরুণদের কোন কাজে লেগেছেন আপনারা? জার্মানীর অঙ্গচ্ছেদ করে, জার্মানীর শিল্পকে ধ্বংস করে, জার্মানীর জনশক্তিকে কৃত্রিম ভাবে কমিয়ে দিয়ে, জার্মানীর শ্মশানে যখন সাম্রাজ্যবাদী শকুনিরা তাণ্ডব শুরু করেছিল—কি ভূমিকা নিয়েছিল আপনাদের অভিজ্ঞতা! আপনি পণ্ডিত আবার ইহুদি। জার্মানীকে-শোষণ করেছেন দু ভাবে। আমরা আশা পেয়েছি মহান ফ্যুয়েরার এর বাণী থেকে। ভাষা পেয়েছি তাঁরই দর্শনের মাধ্যমে। আমাদের ধ্যান, জ্ঞান, আরাধ্য, নেতা, দেবতা সব তিনি।

আব্রাহাম তোমার অভিযোগ আংশিক সত্য। কিন্তু সমাধানের যে পথ তোমরা রঙীন বলে ভাবছ তা ক্ষুরধার সম দুর্গম। সত্যি কথাটা তোমাকে বলি। তুমি ইতিহাস জ্ঞান, বোধ করি বুঝতে পারবে, এটা ঠিকই যে ভার্সাই শান্তি চুক্তিতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভ্রূণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মধ্যে বেড়ে চলেছে কমিউনিজমের বীজ। জানি, এই কথাটা বলার জন্যই আমাব মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের এই লেলিহান সর্বগ্রাসী শিখা পেরিয়ে যদি বেঁচে থাক, বেশী দিন নয়, মাত্র পাঁচ বছর পরে এই যুদ্ধের কথা একবার স্মরণ করো। সেদিন হয়তো আমার মৃত্যুর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তোমার আফশোষ হবে। কিন্তু এখুনি মরায় আমার দুঃখ নেই। কারণ, আমার কথাটা মিলিয়ে নেবার জন্য একজন তো অন্ততঃ বেঁচে থাকবে।

[উইলিয়ম কোন কথা না বলে পায়চারী করতে থাকে। আব্রাহাম

রোজা	(ফুঁপিয়ে) বাবা।

আব্রাহাম	হ্যাঁরে। একটা গান কতটা তেজী করে দ্যায়, মিলিয়ে নে। গান গা রোজা। এথেল তুইও ধর। গা, না।

[দুই বোন গান ধরে। গলা কাঁপতে থাকে। চোখে জল আসে। ধীরে ধীরে গলাটা ঠিক হয়। স্বর উঠতে থাকে। আব্রাহাম পায়চারী করতে থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ পরিকল্পনা বিভিন্ন ভাবে করা যাবে। মঞ্চটিকে ২৫´ × ২০´ করা যেতে পারে। তাহলে সামনের পর্দার পর ঠিক দশ ফুট দূরে আরো একটি কালো মঞ্চ-জোড়া পর্দা থাকবে। মঞ্চের সামনের অংশে অভিনয় হবে ফ্ল্যাডে, দ্বিতীয় মঞ্চে অভিনয় হবে স্পটের সাহায্যে। অন্যভাবে করতে হলে মঞ্চের পিছনে ২৫´ × ৫´ উঁচু মঞ্চ থাকবে। সমস্ত সময়েই স্পটের সাহায্যে অভিনয় চলবে।

পর্দা যখন খুলবে, দেখা যাবে কয়েকজন কোদাল-বেলচা দিয়ে গর্ত খুঁড়ছে। বিপরীত দিকে কয়েকটা কাঠের খুঁটি। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ক'জন নাৎসী সেনা। পরনে সৈনিকের পোষাক। ডান হাতে স্বস্তিকার চিহ্ন। তারা খনকদের পাহারা দিচ্ছে। নাৎসী সার্জেণ্ট দৃপ্ত ভঙ্গীতে সকলের কাজ গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখছে।

খনকদের মধ্যে আছে ইহুদী বৈজ্ঞানিক আব্রাহাম, তার দুই মেয়ে এথেল ও রোজা। লিওন ও জেন, একটি ছোট্ট ছেলে অ্যালবার্ট। বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধ ও শুভ্রকেশ। এথেল ও রোজা যথাক্রমে অষ্টাদশী ও ষোড়শী। জেন, লিওনের প্রিয়তমা সুন্দরী, দৃপ্তভঙ্গী। লিওন বৈজ্ঞানিকের সাথী ও বন্ধু। অ্যালবার্ট ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর। অন্যরা যখন গর্ত খুঁড়ছে, তখন সে চেনে বাঁধা অবস্থাতে নিজের মনে ঘুরছিল অকস্মাৎ সার্জেণ্টের হাঁক শোনা যায়]

সার্জেণ্ট হল্ট। স্টপ ওয়ার্ক। কাজ থামা।

[সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোদাল বেলচা গর্তের সামনে রেখে দেয়]।

[সৈনিকেরা অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়]

সার্জেণ্ট ট্রুপ লিডার !

[একজন এসে স্যালুট করে সার্জেণ্টের সামনে দাঁড়ায়]

কবরগুলো ঠিকমত কাটা হয়েছে কিনা দেখ।

[ঐ সৈনিকটি আবার স্যালুট করে চলে যায়। কবরগুলো দেখে ফিরে আসে। আগের জায়গায় দাঁড়ায়। স্যালুট করে।]

ট্রুপ-লীডার আজ্ঞে হ্যাঁ।

সার্জেন্ট বন্দীদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাও।

[সমস্ত সৈনিকরা দাঁড়িয়ে থাকা বন্দীদের পেছনে দাঁড়ায়। হাতে উদ্যত রাইফেল। বন্দীরা হাঁটতে আরম্ভ করে। আব্রাহাম, রোজা, এথেল, লিওন, জেন ও জেনের হাত ধরে অ্যালবার্ট হাঁটতে থাকে। হঠাৎ ট্রুপ লিডার আটকায় লিওনকে]

ট্রুপ-লীডার তুই এদিকে আয়।

লিওন কেন ? শেষ হাঁটাও একসাথে হাঁটতে দেবেন না।

ট্রুপ-লীডার না। তর্ক নয়। চলে আয়।

জেন শয়তান !

ট্রুপ-লীডার দু মিনিট বাদেই তো মরবি। এত সখ কেন ?

লিওন ইউ সোয়াইন, হোল্ড ইওর টাংগ।

[জেন হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রুদ্ধ চোখে লীডারের দিকে তাকায়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে অ্যালবার্টের গালে টোকা মারে। অ্যালবার্ট জেনের হাতের নাগাল পেরিয়ে হঠাৎ দেখতে না পাওয়া পাখীর সুরের সন্ধানে দৌড় দেয়। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই পেছন থেকে তার পিঠে এসে লাগে একটা গুলী। অ্যালবার্ট পড়ে যায়। একটু গড়ায়। তারপর একেবারে নিথর।
ফ্যাড অফ হয়ে যায়। স্পটে ধরা পড়ে দুজনের মুখে। লীডারের মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি। জেনের সারা মুখে ঘৃণা। নীরবতা। চলমান মৃত্যুর মিছিল যেন মুহূর্তের জন্য গতি হারায়।]

[সৈন্যরা বন্দীদের পিঠে রাইফেল-এর গুঁতো লাগায়। আবার মৃত্যুর মিছিল হাঁটতে থাকে]

আব্রাহাম রোজা মা, আমরা সত্যিই আর বাঁচছি না রে

এথেল — বাবা। চুপ করো। ওদের ক্ষমতা নেই তোমাকে মারে।

আব্রাহাম — কিন্তু আর তো কোন উপায় নেইরে এথেল, মরতে আমাদের হবেই।

রোজা — না বাবা। তুমি বেঁচে থাকবে তোমার কীর্তির মধ্যে।

আব্রাহাম — তোদের তো কত আগে চলে যেতে বলেছিলাম। তোরা কেন গেলি না।

এথেল — বাবা, ওদের মুখের কাছে তোমাকে ফেলে গেলেই কি আমরা বাঁচতাম ?

রোজা — এটা আমাদের গর্ব। ওরা না বুঝেই বিরাট সম্মান দিয়েছে বাবা। তুমি আমাদের জন্য মিথ্যেই ভাবছ।

আব্রাহাম — না রে, আমার বয়স হয়েছে। বাঁচলে পৃথিবীর আর কোন্ কাজেই বা লাগতাম। কিন্তু তোরা ? ফুলের মত মায়েরা আমার। তোদেরও বাঁচতে দিল না !

এথেল — এই তো আমাদের সবচেয়ে বড় বাঁচা বাবা। মা নেই, তুমি চলে যেতে। আমরা একদিন না একদিন তো মরতামই। তার জায়গায় তোমার সঙ্গে একসাথে দেশের জন্য আমরা মরছি। বাবা জান ! জেন কেন আজ এত সেজেছে ?

আব্রাহাম — কেন রে মা ?

এথেল — ও দেখাতে চায় নাজীদের হাতে মৃত্যু ওর কাছে মৃত্যুই নয়। রোজা ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

রোজা — হ্যাঁ বাবা। আমি বল্লাম আজ এত সাজলেন কেন ? তার উত্তরে উনি ঐ কথাই বললেন।

আব্রাহাম — তোমরা তো ওকে আগে চিনতে না। আমি চিনতুম। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে ওর পরিবারের অনেকেই মৃত্যু বরণ করেছেন। ওর বাবা, মা, ভাইও। সেই পরিবারের মেয়ে। আজ দুনিয়া জোড়া ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে ও প্রাণ দিচ্ছে। অবশ্য···[আব্রাহাম হঠাৎ চুপ করে যায়]

রোজা — কি হ'ল বাবা ?

আব্রাহাম — না। কিছু না। কত পরিবার শেষ হয়ে গেল।

এথেল সভ্যতা কিন্তু এগিয়েই চলেছে।

আব্রাহাম [হঠাৎ জোরে] অবশ্যই। নাজী হিটলার, ফ্যাসিস্ত মুসোলিনি তেজোকেও তার কাছে মাথা নীচু করতে হবে। আজ আমরা মরছি আগামী প্রজন্মকে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। [হঠাৎ নীরবতা] কিন্তু তোরাই তো আগামী প্রজন্ম রে।

এথেল তাতে কি হ'ল বাবা। আমরা যারা আজ শত্রু মারতে পারছি না, তারাও তো শত্রুর গুলিতে নিহত হয়ে শত্রুর অস্ত্র, সময়, শ্রম, এরও কিছুটা অংশ আটকে রাখতে পারছি।

রোজা এথেল ঠিকই বলেছে বাবা। আমাদের সকলের মৃত্যুতেও তো মানবজাতি বিনষ্ট হচ্ছে না। আমরা মরলেও মানুষ থাকবে, ফুল থাকবে। পাখী থাকবে। জনপদ থাকবে, বিজ্ঞান থাকবে।

আব্রাহাম সোনা মায়েরা আমার। জীবন শুরুর সূচনাতেই শেষের ঘন্টা বাজল তোদের জীবনে। কিন্তু তোরাও বেঁচে থাকবি মা। আমি বৈজ্ঞানিক আব্রাহাম। তোমার বাবা। জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে একটা কথাই বলবো, মৃত্যুকে নিহত করে তোরাও জেনের মত বেঁচে থাকবি চিরকাল। পৃথিবীর আয়ু বড় কম নয় রে। আর মানুষ—সে ও অসহায় নয়। [উত্তেজনায় আব্রাহামের গলার পর্দা অনেকটা ওপরে ওঠে]

জেন জানোয়াররা ফুলের মত বাচ্ছাটাকেও বাঁচতে দিল না।

আব্রাহাম ওদের তো শিশুদেরই সবচেয়ে বেশী ভয় মিস্ জেন। ওরা জানে, আজকের শিশুরাই কাল ওদের পৃথিবী থেকে মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলবে।

লিওন আসল কথাটাই আপনি বলেছেন প্রফেসর।

সার্জেন্ট আমি জানি, ভয় এর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনারা থানাই পানাই শুরু করেছেন।

জেন যা ভেবে আপনার পাশবিক প্রবৃত্তি তৃপ্তি পায়, আপনি তা আনায়াসে ভাবতে পারেন অফিসার। তবে জেনে রাখুন, দেশ প্রেমিক মানুষেরা ইস্পাতে গড়া।

লিওন অফিসার, আপনি জানেন আমরা মরছি কেন ?

সার্জেণ্ট আমার জানার দরকার নেই।

লিওন অবশ্যই আছে অফিসার। আজো যারা এই পৃথিবীব্যাপী দাবানল থেকে নিজের ঘরে নিজেকে বন্দী রেখে বাঁচার চেষ্টা করে চলেছে অথচ বাঁচবে না, তাদের অর্ধচেতন মনে ঘা মারার জন্যই আমাদের এই শহীদের মৃত্যুবরণ। একে আপনি তুচ্ছ ভাবলেও আমাদের মৃত্যুও সংগ্রাম।

এথেল কেন এই যুদ্ধ ? নিজেকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করেছেন ?

সার্জেণ্ট কোন দরকার নেই।

রোজা নেই বললেই তো আর বেয়নেটের আগায় সব কিছুর ফয়সালা হয় না অফিসার।

সার্জেণ্ট বধ্য ভূমিতে আপনাদের কোন কথা বলার অধিকার নেই। এটা মনে রাখবেন। আর কোন কথা নয়।

[সৈনিকরা বন্দীদের নিয়ে এসে প্রত্যেককে খুঁটির সামনে দাঁড় করায়। বন্দীদের হাত পেছনে বেঁধে খুঁটির সঙ্গে বাঁধে। রোজা ও এথেল, লিওন ও জেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সার্জেণ্টের নির্দেশে সৈনিকেরা লক্ষ্যও নির্দ্দিষ্ট করে দাঁড়ায়। সার্জেণ্ট প্রত্যেকটা বন্দীকে ভাল করে দেখে। হঠাৎ একজন সেপাই ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে। সার্জেণ্টের সামনে স্যালুট করে দাঁড়ায়।]

সিপাই স্যার লাশ জ্বালানোর ভাটিতে একজন লোক কম পড়ছে। নতুন বন্দীতো আসবে কাল।

সার্জেণ্ট কম পড়লো কেমন করে ? হিসেব করেই মারা ও জীইয়ে রাখার কাজ চলছে। ব্যতিক্রম হবে কেন ?

সিপাই [সন্ত্রস্ত ভাবে] তা স্যার, আমি ঠিক মানে—

সার্জেণ্ট তোমাকে কিছু বলছি না। কিন্তু গলদটা কোথায় ধরতে হবে। রোজ তো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার বন্দীকে বাঁচিয়ে রেখে বাদ বাকী সবাইকে মারা হচ্ছে। নতুন বন্দী এলে বাঁচিয়ে রাখা বন্দীদের মারা

হবে। এই তো চলছে। যাক্ দেখতে হবে। হুঁ, একটা লোকের দরকার ?

সিপাই — হ্যাঁ স্যার। [আবার স্যালুট দেয়]

স্যার্জেন্ট — ব্লোক ! কাকে দেওয়া যায়। পাঁচটার মধ্যে তিনটে মেয়ে, একটা বুড়ো, একটা জোয়ান। হুঁ।

[স্যার্জেন্ট সকলের দিকে তাকায়। সৈনিকদের দিকেও। তারপর অর্ডার দেয়।] Stand easy. কাকে দেব। [বন্দীদের দিকে তাকায়। হঠাৎ লিওনের ওপর তার দৃষ্টি থেমে যায়]

লিওন — না, আমি নয়। সার্জেন্ট এই দিনটা তুমি জেনকে দাও নয়তো আব্রাহামকে।

সার্জেন্ট — দিনতো মাত্র 'একটা' রে বাবা ! [চোখে ব্যঙ্গ ফোটে]

জেন — না, না, এই শয়তানদের কাছে আমি একটা মুহূর্তও আর বাঁচতে চাই না।

আব্রাহাম — রোজা।

রোজা — না, বাবা। বলো না।

আব্রাহাম — এথেল মা আমার !

এথেল — ক্ষমা কর বাবা। এই প্রথম আমি তোমার অবাধ্য হব।

সার্জেন্ট — কে যাবে তা তোমরা ইহুদী কুত্তারা ঠিক করবে না। সেটা করব আমি।

লিওন — [স্বগত] দিনতো একটিই। কিন্তু একদিনে কত নিঃশ্বাস, কত মিনিট কতো সেকেন্ড, কতো কল্পনা, কতো ছবি, কতো কবিতা। একদিনের আঁচলে কতো সাধ, নিবেদন, কামনা, কতো ফুল, কতো কলি ফুটে ওঠে। একটা দিন পুরো জীবন, পুরো শতাব্দী, পুরো ইতিহাস হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এই একটা দিনের যে কি মূল্য তা এই বোধশক্তিহীন নাৎসী বুঝবে কেমন করে। আমি বাঁচব। হোক একটা দিন।

সার্জেন্ট — শোন আব্রাহাম, তুমি মগজে যত শয়তানিই ভরে রাখো না কেন, গতরে তোমার কিছুই নেই। তুমি নয় [আব্রাহামের আনন্দ চাপা

থাকে না] জেন-এথেল-রোজা-সৈনিকদের বারোটা বাজাবার মত রূপ নিশ্চয়ই আছে।

জেন থাম্, কুত্তার বাচ্চা।

সার্জেণ্ট বৃথা উত্তেজনা [হাসি] সিপাই।

সিপাই [স্যালুট করে] স্যার।

সার্জেণ্ট লিওনকে পাবে। ট্রুপ লীডার উইলিয়াম, লিওনকে নিয়ে যাও।

আব্রাহাম অভিনন্দন লিওন। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে আশা করি।

লিওন ধন্যবাদ প্রফেসর। বিদায় জেন।

জেন বিদায় তোমাকে দিতে পারব না লিওন। তবে আজকের এই মুক্তি যেন নতুন দিগন্ত উন্মোচনে কাজে লাগাতে পার। ছোট্ট এ্যালবার্ট এথেল আর রোজারা যেন আর না শহীদ হয়, চেষ্টা করো।

আব্রাহাম আর জেন? জেনেরা কি মরবেই?

জেন না প্রফেসর, লিওনরা বেঁচে থাকলে, জেনেরা মৃত্যুহীন।

[লিওনকে নিয়ে চলে যায়]

সার্জেণ্ট এটেনশন !

—এইম্ !

—ফায়ার—

[আলো নিভে যায়। পর্দা পড়ে]

তৃতীয় দৃশ্য

[ভাঁটি খানা। একদিকে দুজন সৈনিক যেন প্রবেশপথে গার্ড দিচ্ছে। অন্যদিকে চারজন লোক উইং এর ধারে ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত করছে। একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ডের আভাস ঐ দিকের উইং এর ধার থেকে দেখা যাচ্ছে। ভীম আলোতে ঘন ধোঁয়া দেখাতে পারলে ভাল হয়। বোঝানো হচ্ছে বন্দীদের শবদেহ পোড়ানো হচ্ছে।]

১ম সৈনিক তাড়াতাড়ি হাত চালা। তোদের মুখ দেখে বাঁচিয়ে রাখা হয় নি।

২য় সৈনিক কাকে আর ফাঁকি দেবে সোনারা। শমন তো তোমাদের শিয়রে।

১ম সৈনিক আজ যাদের তোরা পোড়াচ্ছিস, কাল তাদের ছেলেরা হয়তো তোদের পোড়াবে।

প্রথম বন্দী সে তো ঠিকই। আজ তোমরা আমাদের মারছ, কাল লালফৌজ তোমাদের মারবে।

১ম সৈনিক তোদের স্বপ্ন নিয়েই তোরা থাক। সত্যি কোনদিন হবে না।

২য় সৈনিক কথা বলছ কেন বন্দীদের সংগে। এই, তোরা কাজ কর। আমরা মরি আর না মরি, তোরা যে মরছিস এটা তো ঠিক। কাজ কর, যা—।

১ম বন্দী সে তো বটেই। মৃত্যুর সেই দুঃস্বপ্ন দেখার সাহসই বা তোমাদের কোথায়?

২য় বন্দী আমরা তো মরবই। তবু আমাদের 'স্বপ্ন বেঁচে থাকবে। কিন্তু তোমরা মরবে, তোমাদের সমস্ত অত্যাচারের যন্ত্র নিয়েই।

[আবার সৈনিক দুজন হেসে ওঠে]

১ম সৈনিক ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ চার হাজার শবদেহ তোদের ছাই করে দিতে হবে।

২য় সৈনিক না হলে রেহাই নেই। চাবকে কাজ করিয়ে ছাড়বো। [বসে]

[হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ ওঠে। সৈনিক দুজন পরস্পরের দিকে তাকায়]

১ম সৈনিক নে বার কর [মদ বার করে]

২য় সৈনিক তোমাদের মৃত্যুর স্বাস্থ্য পান করি। [হাসি]

২য় সৈনিক কাল, বুঝলি, দুনম্বর ভাঁটিতে ডিউটি ছিল। আর কালকেই, বুঝলি না, একটা দারুণ দেখতে মেয়েছেলে·····হাঃ-হাঃ-হাঃ··· [মদ খায়]

১ম সৈনিক [ঝুঁকে পড়ে] তারপর তারপর।

২য় সৈনিক তারপর আর কি? সবাইকে পোড়ানোর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মেয়েটাকে পোড়ালাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ

১ম সৈনিক হাঃ-হাঃ—। [মদ খায়]

[হঠাৎ গোলমালের শব্দ]

১ম সৈনিক বোধ হয় 'দু' নম্বর ভাঁটি খানায় গোলমাল হয়েছে।

২য় সৈনিক লেগেই আছে।

[সাইরেন বেজে ওঠে]

১ম সৈনিক সাইরেন, কিন্তু কে যাবে!

২য় সৈনিক যদি বল আমি যেতে পারি।

১ম সৈনিক আমি একা পড়ে যাব।

২য় সৈনিক সে তো আমিও একা পড়ে যাব।

১ম সৈনিক কিন্তু দু'জন তো যাওয়া যায় না।

২য় সৈনিক তা তো বটেই।

১ম সৈনিক কিন্তু [গোলমাল বাড়তেই থাকে গুলির শব্দ]।

২য় সৈনিক কিন্তু কি? যেতে তো হবেই। গোলমাল আরও বাড়ছে। ঠিক আছে, আমি এখুনি চলে আসবো।

[দৌড়ে বেরিয়ে যায়]

১ম সৈনিক এ্যাই! এ্যাই! শুয়োরের বাচ্চা!
[লিওন চকিতে তিন সহবন্দীর সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে]

লিওন [চাপাস্বরে] মাত্র পঞ্চাশগজ দূরে স্বাধীনতা। একটা মাত্র সৈনিক। আমরা চারজন। [সকলে আবার দৃষ্টি বিনিময় করে।]

১ম সৈনিক কি হচ্ছে কি?

লিওন এই ভাঁটিটার মনে হচ্ছে আধ ঘণ্টার মধ্যে আর কাউকে ফেলা যাবে না।

১ম সৈনিক দেখি। [এগিয়ে এসে উইং এর ধারে ভাঁটিটা দেখতে দাঁড়ায়] না, এখন আর শবদেহ দেওয়া যাবে না।

[হঠাৎ লিওন সৈনিকের গলা পেছন থেকে ধরে ঝাঁকাতে থাকে]

লিওন একটা জীবন্ত মানুষের যথেষ্ট জায়গা আছে।

[সৈনিকটিকে ছুঁড়ে ভাঁটিখানায় ফেলে দেয়। জান্তব চীৎকার ওঠে। যেদিকে সৈনিকেরা গার্ড দিচ্ছিল সেইদিক দিয়ে চারজন বন্দী দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই সাইরেন বেজে ওঠে। বাইরে গোলমাল বেড়েই চলে। তারপর হঠাৎ ফায়ারিং এর আওয়াজ ভেসে আসে। আর্তনাদ, চীৎকার। দুজন সৈনিক দৌড়ে ঢোকে। ভাঁটিখানার দিকে যায়।]

৩য় সৈনিক ওকে মেরে পালিয়েছে। ঐ দ্যাখ জুতো।

[চতুর্থ সৈনিক উঁকি মেরে দেখে]

৪র্থ সৈনিক যাক্ দুই শয়তানকে শেষ করেছি।

৩য় সৈনিক আমাদের একজনে ওদের দুজন।

গ্রুপ লিডার সৈনিক ফুয়েরার বলেছেন, "আমাকে পৃথিবী এনে দাও, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি এনে দেব।" দুয়ের অনুপাতে আমরা একজন যদি মরি, সমৃদ্ধি ভোগ করবে কে ?

[দ্বিতীয় সৈনিক ঢোকে]

২য় সৈনিক মহান ফুয়েরারের করুণায় আমি রক্ষে পেয়েছি। কিন্তু জনকে মরতে হলো। [নকল কান্নার চেষ্টা] হায় হায়—জন রে—ও হো হো—।

৩য় সৈনিক পাহারাতে আরও লোক দিতে বলতে হবে। তা না হলে এমন ঘটনা ঘটেই চলবে।

২য় সৈনিক ওদের মধ্যে একজন বলছিল, তোমরা ইতিহাসের হাতে আসামী নাজী। তোমাদের ক্ষমা নেই। [নিস্তব্ধতা]

ট্রুপ লিডার	ওসব [কাষ্ঠ হেসে] কথায় কোন গুরুত্ব দিওনা বুঝলে। তা না হলে ঐ কথাই তোমাকে তাড়া করে ফিরবে।

৪র্থ সৈনিক	কিন্তু কোন্‌টা ঐ গুলির ঝাঁকের মধ্যেও পালাল সেটা তো এখনও জানা গেল না।

৩য় সৈনিক	বেশীদূরে যেতে হবে না : কুকুর নিয়ে এস. এস. বাহিনী বেরিয়ে পড়েছে।

২য় সৈনিক	তা যা বলেছ। এখুনি ইঁদুর বেড়াল খেলা শুরু হল বলে।

[আলো নিভে যায়]

চতুর্থ দৃশ্য

[পেছনের পর্দা সাদা। পেছন থেকে প্রজেকসনের সাহায্যে কিছু সিলুয়েট দেখান হবে। সমস্ত দৃশ্যটায় আলো ও সঙ্গীত ব্যবহৃত হবে; পেছনে আসবে খুবই সামান্য সংখ্যক মানুষ। যুদ্ধরত মানুষের ছায়া ভেসে উঠবে পেছনের সাদা পর্দায়। পর্দা যখন খুলবে দেখা যাবে সাদা পর্দায় আগুনের ছবি। তার মাঝে মাঝে ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দ, কামানের গোলা দাগার বিকট আওয়াজ। মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদ। মঞ্চে ঢোকে একজন জার্মান সৈন্য]

প্রথম সৈন্য জল, জল চাই একটু। আমাদের গুলী করো না, জল দাও।
[একজন রুশ সৈন্য হাতে স্টেনগান নিয়ে এগিয়ে আসে] জার্মান সৈন্য পালায়, একটা শব্দ ভেসে আসে। 'সমস্ত জগত তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রাশিয়া কখনও আত্মরক্ষাকারীদিগকে তার পুত্র বা কন্যা বলিয়া স্বীকার করবে না। যদি তারা একটি ক্ষেত্রেও পিছাইয়া পড়ে কিংবা যে মহৎ পথের তারা উপযোগী, উহার যোগ্যতা প্রমাণ না করে] রুশ সৈন্য স্টেনগান হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া টহল দিতে থাকে। পেছনের সাদা পর্দায় দেখা যায় দূরে একটি কূপ। তাহার দিকে জার্মান সৈন্যরা মার্চ করিতে করিতে আগাইতেছে। গুলি গোলা ছুঁড়িতেছে। পর্দায় মাঝে মাঝেই লাল আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর একজন রুশ সৈন্য ঢোকে]।"

দ্বিতীয় সৈন্য পর পর তিন রাত ওরা জল নিয়ে পালাতে পেরেছে। আহাম্মকের দল। যুদ্ধও বোঝে না। পৃথিবী গ্রাস করবে। স্তালিনগ্রাদে ওদের কবর খোঁড়া হচ্ছে।

প্রথম সৈন্য ওরা ভেবেছিল ছ'সপ্তাহে ইউরোপ দখল করার মতই সহজ হবে রাশিয়া বিজয়।

দ্বিতীয় সৈন্য আজ আর জার্মান সৈন্যকে জল নিয়ে পালাতে হবে না।

প্রথম সৈন্য আগুনে বোমা ওরাই প্রথম ব্যবহার করল। ভেবেছিল ওতেই আমরা শেষ হয়ে যাব। কিন্তু মূর্খের দল একবার ভেবেও দেখল-

না, সব জল শুকিয়ে গেলে জল পাবে কোথায়। আমরা করছি প্রতিরোধ যুদ্ধ, ওরা করছে আক্রমণ।

দ্বিতীয় সৈন্য এবার আমাদেরও আক্রমণে যেতে হবে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে গেলে প্রতিটি জার্মান সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে বার করে দিতে হবে। আমাদের পেছনে আর কোন জায়গা নেই। হয় সামনে—নয় মৃত্যু।

প্রথম সৈন্য কূপের চারধারে অপারেশন সাকসেসফুল?

দ্বিতীয় সৈন্য আর তো কিছুক্ষণ। দেখই না।

[পর্দায় তীব্র আলো পড়ে দুজনই শুয়ে পড়ে মাথা একটু উঁচু রেখে স্টেনগান চেপে ধরে। হঠাৎ পরপর বিস্ফোরণের শব্দ। সাদা পর্দা আবার লাল হয়ে যায়; ভেসে আসে আর্তনাদ] এদের স্টেনগান থেকে যেন গুলি ছোটে। অন্ধকার। পর্দায় লাল আগুনের শিখা যেন দিগন্তে আছাড় খায়। ভেসে আসে যন্ত্রস্বর।

"আমরা আমাদের অর্থাৎ স্বদেশের প্রত্যেকটি কোণা থেকে রাশিয়ার সীমাহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে, উক্রাইনের স্তেপ ভূমি থেকে, বারলো রাশিয়ার অরণ্য থেকে, ককেশাস পর্বতমালা থেকে, এবং বহু দূরবর্তী সাইবেরিয়া থেকে ভাঙগায় এই স্তেপভূমিতে আসিয়াছি।

"সমগ্র সোভিয়েট জনগণ সম্যক অবগত আছে যে কী ভয়ংকর বিপদ তাদের দেশের সামনে উপস্থিত এবং তারা তাদের সমস্ত আশা নিবদ্ধ রাখিয়াছে স্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরক্ষার উপর। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত দেশ থেকে আমরা হাজার হাজার চিঠি পাইতেছি, এবং এই সমস্ত চিঠিতে আমাদের অনুরোধ করা হইয়াছে—আমরা যেন আত্মসমর্পন না করি।

"আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, স্ট্যালিনগ্রাদকে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু, শেষ নিঃশ্বাস ও শেষ প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত রক্ষা করিব। আমরা শত্রুকে ভল্গায় পৌঁছিতে দিব না। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সামনে, হারিৎসিন রক্ষাকারী মহান যোদ্ধাদের সামনে, অন্যান্য রণাঙ্গনে, আমাদের সহযোদ্ধা রেজিমেন্ট সমূহের সামনে,

আমাদের পতাকা এবং আমাদের সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সামনে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমারা রুশ সমরাস্ত্রের গৌরবকে মসীলিপ্ত করিব না, আমরা শেষ পরিখাস্থল পর্যন্ত যুদ্ধ করিব। "যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিখা থেকে তোমাকে এই চিঠি পাঠাইতেছি আমাদের প্রিয় জোসেফ ভিসারিওনোভিচ, আমরা তোমার নিকট এই শপথ করিতেছি যে আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া স্ট্যালিনগ্রাদকে রক্ষা করিব। তোমার নেতৃত্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা জারিৎসিনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তোমার নেতৃত্বে আবার আমরা স্ট্যালিনগ্রাদের মহান যুদ্ধে জয়ী হইব"।

সাদা পর্দায় এককোনে প্রথমে স্টালিনের ছবি ভসিয়া ওঠে। পরপর জুকভ, ভরোসিলভের ছবি ভাসিয়া ওঠে। পর মুহূর্তেই ভাসিয়া ওঠে কর্মরত শ্রমিকদের ছবি, তাহারা যন্ত্র নির্মান কারখানায় কাজ করিতেছে।

মার্চিং এর সুরে সুরে গানের মত ভাসিয়া আসে

Every man a fortress

There is no ground left behind the Volga.

Fight or die.

প্রতিটি মানুষ যেন দুর্গ

ভল্গার ওপারে স্থান নেই পা ফেলবার।

যুদ্ধ অথবা মৃত্যু—এ শপথ সবাকার।

[যতক্ষণ এই কণ্ঠস্বরগুলি শোনা যাইতে থাকিবে, পর্দায় যুদ্ধের নৃশংসতার ও বীরপনার ছবি পড়িতে থাকিবে। আলো ও সুর এই দৃশ্যকে ধরিয়া রাখিবে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[একটি ছোট্ট বাড়ীর সামনের অংশ। কয়েকটি টুল বা মোড়া পাতা রয়েছে। এক শক্ত সমর্থ চেহারার বৃদ্ধ ও এক তরুণী কথা বলছে।]

তরুণী যুদ্ধ কবে থামবে বাবা ?

বৃদ্ধ	যুদ্ধ থামার তো কোন লক্ষণ দেখছি না। ষাটটা বসন্ত গ্রীষ্ম শীত বর্ষা আমার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। এর আগেও একটা মহাযুদ্ধ এসেছিল। কিন্তু এবার যেন অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে। কিছু নতুন কথাও শুনেছি।

তরুণী	কি শুনেছ?

বৃদ্ধ	তা কি আমি তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব? তবু মনে হচ্ছে একটা অন্য কিছু চলছে।

তরুণী	কিন্তু যুদ্ধে নতুন কি হতে পারে বাবা?

বৃদ্ধ	সেটাই তো ভাবছি। সেদিন একটা খবর শুনলাম। তাইতেই মনে হচ্ছে, ব্যাপারটায় নতুন কিছু আছে। লালফৌজ এতদিন শুধু পিছিয়েই চলছিল। নাজীরা এমন কি রাশিয়ার ভিতরেও ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু শুনলাম পাশার দান নাকি উল্টে যাচ্ছে। লালফৌজি একটা জায়গায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে, জার্মানদের আটকেও দিয়েছে। আরও বড় খবর হল, যে কোন মুহূর্তে নাকি লালফৌজ চারিদিক দিয়ে ঐ জার্মানীর নাজী সেনাদের ঘিরে ফেলতেও পারে।

তরুণী	তাহলে তো লালফৌজ জিতে যাবে বাবা।

বৃদ্ধ	ব্যাপারটা যদি ঐ ভাবে হয়, তা হলে তো জিতবেই, কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে।

তরুণী	কি?

বৃদ্ধ	স্ট্যালিন যে ভাবে ভাবছেন ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা সে ভাবে এখনও ভাবছে না। ওরা যদি স্ট্যালিনের কথামত রাজি হয়ে যায়, তাহলে নাজীদের আর এগুবার ক্ষমতা থাকবে না।

তরুণী	ওরা যদি না বোঝে! তাহলে! আচ্ছা বাবা, ওরা বুঝছে না কেন?

বৃদ্ধ	ঐ টা কে বলে। তবে কি জানিস, আমি গত ক'দিন আগেও তোর মতই ভাবতাম। কিন্তু ঐ কমিউনের সভায় সেদিন যা শুনলাম তাতেই একটা কথা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা চাইছে জার্মানরা খতম হোক, কিন্তু রাশিয়া যাতে মাথা তুলতে না পারে।

তরুণী বাঃ। এটা কেন হবে! ওরা যখন মার খাবে তখন রাশিয়া বাঁচাবে, আর রাশিয়া মার খেলে ওরা এগিয়ে আসবে না। কারণটা কি?

বৃদ্ধ ওরা জানে নাজীদের আটকাতে পারলে ওদের দুনিয়াজোড়া কারবার বেঁচে থাকবে, আর লালফৌজকে পাকে প্রকারে আটকাতে না পারলে ওদের সব যাবে। দুনিয়াজোড়া কারবার তো যাবেই। দেশের শাসন ক্ষমতাও হয়তো আর থাকবে না।

তরুণী এ তো বড় জটিল ব্যাপার। রাশিয়া ওদের সঙ্গে তাহলে আছে কেন?

বৃদ্ধ না রে পাগলী মেয়ে, জটিল কিছুই নয়। ওরা চাইছে, তবে বলছে না, যে নাজী আর লালফৌজ মারামারি করে মরুক। আর স্ট্যালিন চাইছে ঠিক উল্টোটা।

তরুণী উল্টোটা মানে।

বৃদ্ধ স্ট্যালিন বলেছেন, মানে আমার যা ওদের কথা শুনে মনে হয়েছে যে, আজ ফ্যাসীবাদ যখন শেষ হবে, সাম্রাজ্যবাদও তখন ভাঙনের মুখে আসবে। সেই জন্যে লালফৌজকে যত কষ্ট করতে হয়, তাই করতে হবে। তবে লালফৌজ নিজের জোরেই জিতবে।

[হঠাৎ ক্যাথারিন উঠে যায়। বাইরের দিকে তাকায়। তারপর বহিরাগত একজনকে দেখে বলে ওঠে]

তরুণী এই যে, শুনছেন, আপনি কাউকে খুঁজছেন?

নেপথ্যে হ্যাঁ মাদাম, যদি একবার আসতেন।

তরুণী আপনি আসুন না। আমার বাবার সাথে কথা বলবেন।

বৃদ্ধ কে রে মা?

তরুণী চিনি না। বার কয়েক গেটের পাশ দিয়ে যেতে আসতে দেখে ভাবলাম—হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন, আসুন, ঐ দিকটা দিয়ে আসুন।...... এই তো বাবা। ইনি এসেছেন।

[আগন্তুক ঢোকে। একমুখ দাড়ি। পরণে সাধারণ সার্ট প্যান্ট। পায়ে বুট। বলিষ্ঠ চেহারা।]

আগন্তুক সুপ্রভাত।

বৃদ্ধ আপনার পরিচয় ?

আগন্তুক আমার নাম জোসেফ ওয়েলেজ। কিছু কথা আছে।

বৃদ্ধ আমি একজন কৃষক। নিকোলায়েভ আমার নাম। এ আমার মেয়ে ক্যাথারিন, বলুন কি বলবেন ?

[জোসেফ একবার ক্যাথারিনের দিকে তাকায়]

বৃদ্ধ ঠিক আছে। যাও অতিথির জন্য কফি নিয়ে এস। আমারও একটু।

ক্যাথারিন তুমি কিন্তু চিনি পাবে না। [ক্যাথারিন চলে যায়]

জোসেফ ধন্যবাদ। আমি আপনাকে একাই চাইছিলাম।

বৃদ্ধ আপনি ক্যাথারিনের দিকে তাকাতেই আমি বুঝেছিলাম। বলুন।

জোসেফ কথাটা সরাসরিই বলি। আমি আশ্রয় চাই।

বৃদ্ধ মানে ? আপনি কে ?

জোসেফ এটা দেখুন [একটা চিঠি দেয়]

[বৃদ্ধ চিঠিটা পড়ে। তারপর একবার জোসেফের দিকে ভালভাবে তাকায়, জোসেফের সামনে এসে দাঁড়ায়। করমর্দন করে। ক্যাথারিন এ সময় কফি নিয়ে ঢোকে।]

বৃদ্ধ অভিনন্দন। [ক্যাথারিণের উদ্দেশ্যে] নে মা, তুই একজন বন্ধু পেলি। [ক্যাথারিণ বাবার দিকে তাকায়]

হ্যাঁ রে, ইনি এখন থাকবেন এখানে।

ক্যাথারিন নমস্কার।

জোসেফ নমস্কার।

বৃদ্ধ কমিউনের নির্দেশ, ইনি যে এখানে এখন থাকবেন, তা যেন গোপন থাকে।

ক্যাথারিন থাকবে। তবে কেউ জিজ্ঞেস করলে··· ?

বৃদ্ধ ঠিক। উত্তরটা ঠিক করে রাখতে হবে। কি বলা যায় ?

ক্যাথারিন লোকে বিশ্বাস করবে এমন একটা পরিচয় দিতে হবে।

বৃদ্ধ সে তো বটেই। তা তুই সেটা ঠিক করনা।

ক্যাথারিন আমি? কি বলব?

জোসেফ বলুন না একটা কিছু।

ক্যাথারিন তোমার কোন বন্ধুর আত্মীয়, ছেলে বা ঐ রকম কিছু একটা বললে হয়।

বৃদ্ধ হ্যাঁ তা হয়। কিন্তু কোন বন্ধুর কথা বলা যায় বলতো?

ক্যাথারিন তোমার ছোটবেলাকার অনেক দূরের কোন্ বন্ধুর কথা বলবে, যাকে এখানকার কেউ দেখেনি।

বৃদ্ধ মানে?

ক্যাথারিন তাহলে কোন কৌতুহল থাকবে না। যাতে কেউ কোন প্রশ্নই তুলতে না পারে?

বৃদ্ধ হ্যাঁ ঠিক।

জোসেফ তাই হোক। অনেক দূর পর্যন্ত আপনি ভেবেছেন।

বৃদ্ধ তাহলে মা ক্যাথারিন, তোমাকেই সব দায়িত্ব নিতে হয়।

ক্যাথারিন দায়িত্ব তো বিরাট। দুজনের জন্য যা করতাম তা এখন তিনজনের জন্য করতে হবে। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

জোসেফ কাগজটা চুল্লিতে ফেলে দিনতো [ক্যাথারিন চলে যাবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে জোসেফকে একবার ভাল করে দেখে।]

বৃদ্ধ যদি অসুবিধে না থাকে, যুদ্ধের হালফিলের ঘটনা কিছু বলতে পারেন?

জোসেফ ছোটবেলাকার বন্ধুর ছেলেকে কেউ আপনি বলে না।

বৃদ্ধ তাইতো ভারি ভুল হয়ে গেছে।

জোসেফ যুদ্ধের খবরই তো আপনারা আলোচনা করছিলেন। আমিও তো বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই ওখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনারা যা জানেন তার বেশী আমিও কিছু জানিনা। তবে আমার একটা জিনিষ আমার খুব আশ্চর্য্য লাগছে।

বৃদ্ধ কি?

জোসেফ — যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঝড় আপনাদের বা আশেপাশের গ্রামগুলোতে লেগেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তবু কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছে গ্রামের পর গ্রাম।

বৃদ্ধ — জোয়ান ছেলেরা গেছে যুদ্ধে। আমাদের মত বয়স্ক কয়েকজন ছাড়া বাকীরা গেছে বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠানে। মেয়েরা অনেকে গেছে বিভিন্ন খামারে। খাদ্যের যোগান তো ঠিক রাখতে হবে। অনেকে প্রাণও দিয়েছে।

জোসেফ — মানে মেয়েরা কৃষিকাজে লেগেছে বলছেন।

বৃদ্ধ — হ্যাঁ।

জোসেফ — এ গ্রামে তো চাষ দেখছি না।

বৃদ্ধ — যুদ্ধ চলছে, লোকজন কম। সেইজন্য একসাথে সব জমিতে চাষ হচ্ছে না। পর্য্যায়ক্রমে জমি নির্দ্দিষ্ট করে চাষ হচ্ছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

জোসেফ — করুন।

বৃদ্ধ — তোমার পেশাটা কি ছিল?

জোসেফ — বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম। পড়াতাম বিজ্ঞান। বোঝাতাম ছাত্রদের, মানুষের জীবন ও বিজ্ঞান কি রকম অচেছদ্য বন্ধনে বাঁধা। দেখাতাম প্রমাণ দিয়ে যে, যেমন বিজ্ঞানের জগতে তেমনি মানব জীবনেও কিছুটা নিয়মভঙ্গ হলেই কত বিপর্য্যয় ঘটে। শেখাতাম দ্বন্দ্ব, সংঘাত, প্রতিঘাত। কিন্তু যে মুহূর্তে আঘাত এল, দেখলাম ভিতটা আমার কত টলমলে। হাজার 'কেন' ঝাঁকে ঝাঁকে আমাকে ঘিরে ধরেছে। বুঝেছি শিক্ষা আমার সম্পূর্ণ হয়নি।

বৃদ্ধ — না না ঐ ভাবে দেখতে হবে না। এতে এত ভাবার কি আছে। আমরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার বাইরে এলে, মানে প্রস্তুতি না নিয়ে তার বাইরে আসতে বাধ্য হলে সকলেরই এমন হয়। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের বয়সই বা কত? জীবনে দেখেছই বা কতটা বল।

জোসেফ আমাদের ফাঁক ঐ জায়গাতেই। সেটা এখন বুঝছি।

বৃদ্ধ ও কথা ছাড়। এখন তুমি বিশ্রাম নাও। আমি একবার একটু বাইরে যাব। ক্যাথারিন রইল। ওর সঙ্গে গল্প কর। এখানকার হাল-চালটা জেনে নাও। ক্যাথারিন খুব বুদ্ধিমতী। ওর সঙ্গে গল্প করে তুমি আনন্দ পাবে। কোন অসুবিধা হলে ওকে স্বচ্ছন্দে বলতে পারো। কেমন? [বৃদ্ধ ক্যাথারিনকে ডাকে] ক্যাথারিণ!

নেপথ্যে যাই বাবা [ক্যাথারিন ঢোকে]

বৃদ্ধ শোন মা, আমায় তো এখন যেতে হবে। জোসেফ থাকল।

ক্যাথারিণ ঠিক আছে।

বৃদ্ধ চশমাটা কোথায় গেল। দেখেছ কাণ্ড।

ক্যাথারিণ এই তো টেবিলের উপরে।

বৃদ্ধ ও হো তাই তো। বুড়ো হয়েছি সবই ভুল হয়ে যায়। তাহলে জোসেফ! হ্যাঁ জোসেফই তো বললে তোমার নামটা। তাহলে তুমি বসে গল্প টল্প করো। আমি চললাম।

ক্যাথারিণ দেরী করো না যেন।

বৃদ্ধ না, না, এই যাবো আর আসবো। [প্রস্থান]

[একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। দুজনাই দুজনকে দেখে। কিন্তু কে কোন কথা দিয়ে নীরবতা ভাঙবে তা দুজনেই বুঝে উঠতে পারে না। জোসেফ নিজের মাথার চুল ঠিক করতে থাকে হাত দিয়ে। ক্যাথারিন বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনা হবার চেষ্টা করে। জোসেফই নীরবতা ভাঙ্গে]

জোসেফ কি ভাবছেন?

ক্যাথারিণ কিছু না।

জোসেফ আমি কি আপনাকে কোন কাজে সাহায্য করতে পারি।

ক্যাথারিণ না, না। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি বরং একটু ভেতরে যাই।

জোসেফ হাতে কাজ না থাকলে বসুন না। এখানকার গল্প বলুন।

ক্যাথারিণ এখানের আর কিই বা আমি বলব। সবই আপনি জানেন।

জোসেফ আপনার বাবার কাছে যা শুনলাম।

ক্যাথারিণ বাবার মুখে শুনেছি, আইনস্টাইন নাকি দেশছাড়া হয়েছেন ?

জোসেফ শুধু তিনি নন, জার্মানীর বহু নেতাকে হয় ইহুদী বলে নয়তো কমিউনিস্ট বলে, অথবা যুদ্ধের বিরোধী বলে খুন হতে হয়েছে, দেশত্যাগী হতে হয়েছে।

[ক্যাথারিন মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না।]

ক্যাথারিণ আপনি কি কমিউনিস্ট ?

জোসেফ কমিউনিস্ট হতে পেরেছি এ দাবি এখনও করি না। তবে সাধনা আমার কমিউনিস্ট হবার। আমাকেও দেশ ছাড়া হতে হল। তার আগে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। হারিয়েছি অনেক কিছু। পেয়েছিও কম নয়। এক সময় মনে হয়েছিল, এভাবে বাঁচার কোন মানে হয় না। কিন্তু এখন আমি বাঁচতে চাই। যা পেয়েছি তার জন্যই বেঁচে থাকতে হবে :

[ক্যাথারিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়]

যা পেলাম তা আমার সব কিছু হারানোর সমষ্টিকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

ক্যাথারিণ একটা কথা জিজ্ঞেস করব······

জোসেফ বলুন।

ক্যাথারিণ আপনার ফ্যামিলি !

জোসেফ কে কোথায় এখন তাতো বলতে পারবো না। তবে ..

ক্যাথারিণ কি ?

জোসেফ চোখের সামনে প্রিয়জনকে খুন হতে দেখলে কেমন লাগে ?

ক্যাথারিণ বুঝলাম না।

জোসেফ থাক। মা-বাবা কোথায় আছেন জানিনা। আদৌ আছেন কি না তাই বা বলি কেমন করে।

ক্যাথারিণ আপনার স্ত্রী ?

জোসেফ সুযোগ হয়নি।

(ক্যাথারিনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া ঢেউ তুলে যায়, তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নে)

যে স্ত্রী হতে পারত সে নেই।

ক্যাথারিণ তিনি খুন হলেন?

জোসেফ হ্যাঁ।

(উত্তেজিত অবস্থায় বৃদ্ধ ঢোকে)

বৃদ্ধ দারুণ খবর? দারুণ খবর।

জোসেফ কি রকম?

বৃদ্ধ হিটলারের অপরাজেয় প্যানজার বাহিনী পালাচ্ছে লালফৌজের মার খেয়ে। মস্কো দখল তো দূরের কথা বার্লিনকেই বোধ হয় জার্মানরা বাঁচাতে পারবে না।

ক্যাথারিণ তুমি যা বলছ তা বিশ্বাস করতে আমার ভয় করছে।

জোসেফ সত্যি, সত্যিই কি নাজীরা হারছে।

বৃদ্ধ একেবারে দিবালোকের মত সত্যি। তবে যে পথ দিয়ে তারা পালাচ্ছে সেখানকার সবকিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম ইউক্রেন পেরিয়ে লালফৌজ এগিয়ে আসছে এদিকে। তার মানে তাদের আগেই এখানে এসে পড়বে নাজীরা। এটাই একমাত্র বিপদ এবং ভয়ংকর বিপদ।

জোসেফ তাতে আর কি হয়েছে? ওরা পালাচ্ছে এটাই একমাত্র সত্য।

ক্যাথারিণ তার মানে ওরা হারছে। যুদ্ধ কি শেষ হয়ে এল?

বৃদ্ধ তা কেন? এখনই শেষ একথা বলা যায় না।

(হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ ও আর্তনাদ ভেসে আসে। কামানের শব্দ আছড়ে আছড়ে পড়ে। উন্মত্ত ফায়ারিং।)

শয়তানরা বোধহয় এসে পড়েছে।

জোসেফ আত্মরক্ষার উপায়!

বৃদ্ধ গোপনে আর কতটা সম্ভব? নাজীরা তো আর নাজীদের বাধা দেবে না।

জোসেফ তার মানে?

ক্যাথারিণ আপনি আসল ব্যাপারটাই জানেন না। এ গ্রাম নাজীরা দখল করেছে অনেকদিন আগেই। বেঁচে আছে খুব সামান্য সংখ্যক মানুষ।

বৃদ্ধ নাজীদের বুকের উপর আমরা বসে আছি জোসেফ। সবটাই গোপন ব্যাপার। তোমাকে এখানে যারা পাঠিয়েছে তারা ঐ সুযোগটাই নিয়েছে। কে আর সেধে হাঁড়িকাঠে মাথা রাখতে চায়।

জোসেফ তার মানে, আপনি আমাকে সব সংবাদ দেন নি।

বৃদ্ধ অন্যায় করিনি জোসেফ, তোমাকে চাঙ্গা রাখার জন্যই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম।

জোসেফ কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন না, কি বিপদের ঝুঁকি আপনি নিয়েছেন।

বৃদ্ধ মৃত্যুর চেয়ে তো কিছু বড় শাস্তি দিতে পারবে না।

জোসেফ আর ক্যাথারিন ?

বৃদ্ধ ঝড় ওকেও কম সহ্য করতে হয়নি। ও শুধু আমার মেয়েই নয়, ও দেশের নাগরিক। রাজনীতি ও জানে না। তবে প্রয়োজনে ও অসাধ্য সাধন করতে পারে।

ক্যাথারিণ আমার একটা স্বপ্ন আছে। আপনাকে দেখে আমি সেই স্বপ্নটা প্রায় হারিয়েই বসছিলাম। এ ভালই হল। আমার স্বপ্ন উজ্জ্বলই রয়ে গেল। আমি মরতে চাই না। নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা আমার জীবনে বারে বারে নেমেছে। কিন্তু তবু আমি বাঁচতে চাই। দেখতে চাই, সভ্যতার বিরোধী বর্বরদের চির মৃত্যু। আমার হারাবার আর কিছুই নাই।

জোসেফ বেঁচে যদি থাকি, পৃথিবীর মানুষকে প্রথম সুযোগেই এই মহৎ বাবা ও মেয়ের কথা আমি প্রচার করে যাব। আমার নিজেকে খুব ধন্য মনে হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ী আপনাদের মধ্যে এসে পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলে।

ক্যাথারিণ আপনি বলছিলেন না, আর সে আলো জ্বালাতে গেলে রক্ত তো ঝরবেই। ঠিকই। মৃত্যু আমাদের ভয় পাক্। তবে বাঁচাটা হোক সাধনা। সংগ্রামী মৃত্যু মহৎ। মহৎ সংগ্রামের জন্য বেঁচে থাকা মহত্তর।

[আওয়াজ আরো কাছে চলে আসে। হঠাৎ চার পাঁচ জন নাজী সেনা ঢোকে। হাতে উদ্যত স্টেনগান, রাইফেল, গ্রেনেড]

সার্জেণ্ট — হ্যাণ্ডস্ আপ্ [সকলে হাত তোলে]
নিকোলায়েভ তোর মরার বড় সখ না রে ! তুই জানিস না ইহুদীকে বাঁচিয়ে রাখা, লুকিয়ে রাখার শাস্তি মৃত্যু।

বৃদ্ধ — জানি। কিন্তু আমার বিচার করবে কে ? ইতিহাসের হাতে তোমরাই আসামী।

সার্জেণ্ট — শোন্ বুড়ো, হারামীর বাচ্চা। তোকে এবার মরতেই হবে। যে ইহুদী জাতটা সমগ্র জার্মানকে নিঃস্ব রিক্ত করে দিয়েছে তাদের বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মহান ফুয়েরারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমতুল্য। তোকে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুবরণ করতে হবে।

বৃদ্ধ — মিথ্যেই তড়পাচ্ছ অফিসার। তোমার দেওয়া মৃত্যুকে একটু সম্মান যদি আমি করতাম, তাহলে এসব কথাগুলো মানে পেত। তোমার দেওয়া মৃত্যু আমার কাছে অর্থহীন।

সার্জেণ্ট — শেষ করে দেব। সব শুয়োরের বাচ্ছাদের শেষ করে দেব। জার্মানী আজ কাউকে ক্ষমা করবে না।

জোসেফ — মৃত্যুভয়ে তো পালাচ্ছে জানোয়ারের দল। এত কথা আসে কেমন করে ?

সৈনিক — দিন না স্যার ইহুদী কুত্তাটাকে শেষ করে।

সার্জেণ্ট — না ! ওকে মারতে হবে মহান ফুয়েরারের নির্দেশ মতো !

জোসেফ — তার আগে তোমাদের মহান ফুয়েরার ধ্বংস হবে না তো।

সার্জেণ্ট — কে ধ্বংস করবে ? স্ট্যালিন। একটা মুচীর বাচ্ছা ! আর্যসন্তান অত সহজে ধ্বংস হয় না।

জোসেফ — লেখাপড়া বোধহয় বেশীদূর নয় ! তাই না !

২য় সৈনিক — চোপ ব্যাটা ইহুদী কুত্তা !

সার্জেণ্ট — আমার নাম কাইটেল। মানুষের রক্ত দেখলে আমি উৎসাহ পাই। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায় আমার একটি হুকুমে। সমগ্র রাশিয়ায় আমি রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছি। ইউক্রেনের ঘরে ঘরে

আমাদের শত্রুরা আমার নামে নিথর হয়ে যায়। তোর কথা শেষ করে দেব—শেষ করে দেব তোদের স্ট্যালিনকে।

ক্যাথারিণ মাস ছয়েক পরে আবার এদিকে এলে কেন জানোয়ার। যাবার কথা তো তোমাদের মস্কোর দিকে। স্ট্যালিন তো জার্মানে নেই। স্ট্যালিনকে শেষ করবে তো মস্কোর দিকে যাও। জার্মানীর দিকে পালাচ্ছ কেন?

সার্জেন্ট এটাকে নিয়ে যা।

ক্যাথারিণ কোথায় নিয়ে যাবে। আজ সমস্ত পৃথিবী তোমাদের তাড়া করে আসছে। তোমরা ইতিমধ্যেই মৃত। তোমাদের শবদেহগুলো আমার কি ক্ষতি করবে বলো?

সার্জেন্ট যা এটাকে নিয়ে যা। [ক্যাথারিনের পেটে লাথি মারে]

[দুইজন সৈনিক ক্যাথারিনকে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে যায়]

জোসেফ বিদায় ক্যাথারিন। হয়তো আর দেখা হবে না। লাল সেলাম।

বৃদ্ধ জান, আমার এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না। আমি...আমি বুঝতেই পারছিনা, আমি তো ক্যাথারিনের বাবা। আমিতো ওকে এতটা সাহসী করে তুলিনি। তবে কি···ওর শিক্ষক কে জোসেফ।

জোসেফ সময় আর ইতিহাস ওকে শিখিয়েছে। যুগ সন্ধিকালের চেতনাই ওকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সার্জেন্ট প্রেরণা? এই এটাকে বাঁধ [সৈনিকদের প্রতি]
শালা ইহুদী বাচ্চার কথা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।
[জোসেফকে সৈনিকরা পিছ মোড়া করে বাঁধে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দু-হাঁটুতে মারে। জোসেফ নীরবে সহ্য করে। চোখে ঘৃণা।]

বৃদ্ধ সাধারণ ভদ্রতাও তোমাদের নেই। বন্দীকে বিচারের আগেই মারা কোন নিয়মেই নেই।

জোসেফ কাদের নিয়ম শেখাচ্ছেন মিঃ নিকোলায়েভ। এরা কি মানুষ! একদল জানোয়ার। হিটলারের রাজত্বে কোন নিয়ম মেনে চলে?

সার্জেন্ট চোপ্ শালা জারজ। বেজম্মার বাচ্ছা!

বৃদ্ধ মরণ খিঁচুনী ধরেছে তোমাদের।

সার্জেণ্ট এবার শালা তোর পালা। এই তোরা দু-জন আয়।

[দু-জন সৈন্য এগিয়ে আসে]

আমি এক দুই সংখ্যা গোণার সাথে সাথে পায়ের পাতা থেকে খুঁচোতে খুঁচোতে তোমরা ওপরে উঠবে।

'এক' [দুটো বেয়নেট দুটো পায়ের পাতায় খুঁচিয়ে উঠে আসে]

জোসেফ একেবারে মারছ না কেন ?

সার্জেণ্ট কোন কথা নয়।

'দুই' (দুটো হাঁটুর মাথায় বেয়নেট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উঠে আসে, বৃদ্ধ হুমড়ী খেয়ে পড়ে যায়।)

সার্জেণ্ট 'তিন' (পাছায় আঘাত করে দুটো বেয়নেট)

অফিসার 'চার'—'পাঁচ'—'ছয়'—'সাত'—'আট'—'নয়'—'দশ' ·····

(পেটে খোঁচা পড়ে। বৃদ্ধ যন্ত্রনায় গড়িয়ে যায়। দ্রুতগতিতে অফিসার সংখ্যা গুণে চলে। পিঠে, বুকে, গলায়, গালে, মাথায় সর্ব শরীরে বেয়নেটের খোঁচা। দশ গোণা শেষ হয়। বৃদ্ধের দলিত মথিত রক্তাক্ত দেহ নিথর হয়ে পড়ে যায়।)

জোসেফ শয়তান ! (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

অফিসার প্যাক্ আপ্।

(বন্দী জোসেফকে নিয়ে সৈন্যরা বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধের দেহে লাথি মেরে অফিসার বেরিয়ে যায়।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মঞ্চ দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুরূপ। সার্জেন্ট কাইটেল ও দুজন সৈনিককে দেখা যায়।)

সার্জেন্ট — কাজ অত্যন্ত দ্রুতলয়ে করতে হবে। ফুয়েরারের নির্দেশ।

নেপথ্য কণ্ঠ — (কণ্ঠ ভেসে আসে) "ক্যাম্পগুলোর সমস্ত চিহ্ন যেন মুছে দেওয়া হয়। যাতে হিটলার-শাহীর পীড়ন ও অত্যাচারের নমুনা কিছু না পাওয়া যায়।"

সার্জেন্ট — ফুয়েরার কি চান সবাই বুঝলেন। এবার নতুন বন্দীদের আনো। (একজন সৈনিক বেরিয়ে যায়; একটু পরেই তিনজন বন্দীকে নিয়ে ঢোকে। সঙ্গে আরও তিনজন সৈনিক। বন্দীদের দাঁড় করিয়ে সৈনিকরা অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।)

সার্জেন্ট — (জোসেফের কাছে এসে)
জোসেফ, এই তালিকায় ১৮২ জন বন্দীর নাম আছে যাদের একের পর এক তালিকা অনুযায়ী ১৮২টি কবরে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। তোমার গ্রুপের তিনজনকে প্রত্যেকটা কবর খুঁড়তে হবে। যে কার্ড কবরের মধ্যে দেওয়া আছে তা বার করে তালিকার সঙ্গে মেলাতে হবে। মেলাবার পর গেড়ে দেওয়া লাশগুলো বাইরে বার করে ভাঁটিতে পুড়িয়ে দিতে হবে। আর ঐ কবরগুলোকে পাশাপাশি মাটির সঙ্গে পাট করে সমান করে দিতে হবে। যাতে পরে কেউ বুঝতে না পারে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। এবং এই সমস্ত কাজ আজই করতে হবে।

জোসেফ — আজই! অসম্ভব। খোঁড়া, পোড়ানো, গর্তভরাট, কম কাজ?

সার্জেন্ট — তা আর একদিন না হয় বেশী নাও। একদিনে আর কি এসে যায়। লাল ফৌজ আছে অনেক পিছনে। যত সময়ই নাও, বাঁচতে তোমরা পাবে না। নাও স্টার্ট।

(বন্দীরা কাজে হাত লাগায়)

(হঠাৎ এককোণে রাখা ট্রানসমিটারে লাল আলো জ্বলে ওঠে। টুঁই, টুঁই আওয়াজ হতেই সার্জেন্ট রিসিভার তুলে নেয়।)

সার্জেণ্ট একটু জোরে বলুন। কি বল্লেন? লালফৌজ ইউক্রেন ছাড়িয়ে আরও পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে এসেছে। এ্যাঁ……অনেকগুলো ক্যাম্প বেদখল হয়ে গেছে? কি বল্লেন? ……এ্যাঁ! বলুন বলুন। দু-দিন সময়ও পাব না। যা করতে হবে আজকের মধ্যেই। আচ্ছা……আচ্ছা। হ্যাঁ……হ্যাঁ নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো স্যার। হেইল হিটলার। (রিসিভার রেখে দেয়।)

কাজে ফাঁকি নয়। দিন রাত কাজ করতে হবে।

(বন্দীরা একে একে গোটা দশেক কবর ততক্ষণে খুঁড়ে ফেলেছে। কবরগুলো দ্বিতীয় উইং এর ধারেই যেন আছে, এই ভাবে মঞ্চ সাজাতে হবে।)

জোসেফ ভাঁটিখানা প্রস্তুত? তাহলে দশটা লাশ আমরা তুলতে পারি।

সার্জেণ্ট দাঁড়াও, দাঁড়াও, লিস্ট-এর সঙ্গে চেক্ করতে হবে। আগে দশটা কবর থেকে কার্ড বের করে, সেই সেই কবরের সামনে চাপা দিয়ে রাখ। আমি নাম বলব, কার্ড মিলিয়ে নেবে।

(লিস্ট দেখে পড়ে)

"আব্রাহাম এরেনবুর্গ"।

১ম বন্দী হ্যাঁ, ঠিক আছে। লাশ মজুত আছে।

সার্জেণ্ট "রোজা এরেনবুর্গ"।

১ম বন্দী ঠিক আছে।

সার্জেণ্ট "জেনু ওয়েলেজ"।

২য় বন্দী মজুত।

সার্জেণ্ট "উইলিয়ম লিওন"।

জোসেফ কবর খালি সাহেব।

সার্জেণ্ট এ্যাঁ! কবর খালি? কেমন করে তা সম্ভব! না, না, খালি কেমন করে থাকল। (কোমরের রিভলবারটায় হাত দেয়)

নাৎসী তালিকায় তো কোন ভুল থাকতে পারে না। সবগুলোকে আমরা মেরেছি। এক এক করে পুঁতেছি। লাশ কবরে মজুত থাকতেই হবে।

জোসেফ — কিন্তু লাশতো কবরে নেই।

সার্জেণ্ট — তাহলে মরা গেল কোথায়? জলদি বল?

(একটা সৈনিকের রাইফেল নিজের হাতে নেয়)

না হলে তোদের সব ক'টাকে গুলি করে মারব।

(হঠাৎ একটা আলোর ঢেউ কবর খানার ওপর দিয়ে চলে যায়। অন্য বন্দীরা শঙ্কিত। জোসেফ নির্বিকার।

সার্জেণ্ট — জলদি, আমাকে বেকুব বানান চলবে না। (গলা কেঁপে ওঠে) আরে লাশতো আর কবর থেকে নিজের পায়ে হেঁটে কোথাও গায়েব হতে পারে না।

(হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ। সার্জেণ্ট ট্রানস্‌মিটারের কাছে গিয়ে খবর পাঠাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যন্ত্র বিকল। বিরাট কোলাহল ভেসে আসে। নাৎসী সৈন্যরা দিক বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে ছুটতে থাকে। সার্জেণ্ট কাইটেলও একদিক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। জোসেফ তাকে ধরে ফেলে প্রচণ্ড ঘুঁসি মারে। রাইফেল পড়ে যায়। তারপর এক লাথিতে তাকে শুইয়ে, রিভলবার কেড়ে নিয়ে তার দিকে তাক করে। জোসেফ তাকে উঠে দাঁড়াতে বলে। সার্জেণ্ট উঠে দাঁড়ায়।

জোসেফ — চল, শূন্য কবর নিজের চোখে দেখবে।

(সার্জেণ্ট সামনে, পেছনে রিভলবার সার্জেণ্টের পিঠে ঠেকিয়ে জোসেফ, অন্যবন্দীরাও জোসেফের পিছনে হাঁটতে থাকে। শূন্য কবরের সামনে এসে সবাই দাঁড়ায়।)

দ্যাখ সার্জেণ্ট কাইটেল। ভালো করে দ্যাখ। কি দেখছ?

সার্জেণ্ট — কবর শূন্য। (ভয় জড়ানো গলা)

জোসেফ — সার্জেণ্ট কাইটেল! নাৎসী তালিকাতেও তাহলে ভুল থাকে?

সার্জেণ্ট — হ্যাঁ।

জোসেফ — হ্যাঁ। মানুষের স্বাধীনতার আকাংখাকে তোমরা হিসেবে ধরতে ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা ভুলে গিয়েছিলে—পৃথিবী দ্রুত পাল্টাচ্ছে আর ইতিহাসও বদলে যেতে পারে। সার্জেণ্ট কাইটেল

আমি জোসেফ ওয়েলেজ নই। আমি উইলিয়ম লিওন। এই কবর আমার জন্যই খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু দেখছো তো এই কবর খালি ?

সার্জেণ্ট   হ্যাঁ (ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ে)

লিওন   বুঝছ কিছু ?

সার্জেণ্ট   না (মাথা নাড়ে)

(প্রচণ্ড আলোক উদ্ভাসিত হবার পরে পরেই বোমার বিস্ফোরণে শব্দ।)

লিওন   আওয়াজ শুনছ ? বিজয়োৎসব। এই খালি কবরে এখন নাৎসী-বাদকে কবর দেওয়া হবে।

(সকলে মিলে কাইটেলকে বেঁধে ফেলে। তারপর লালফৌজের উদ্দেশ্যে সাদা জামা তুলে নাড়াতে থাকে।)

শনদেশের সন্দেশ

বিভিন্ন দিনের অভিনয়ে যারা অংশ নিয়েছিল

চারণ — শ্রাবণী কুণ্ডু / স্মৃতিদাস / স্বাতী দাস / গঙ্গা অধিকারী / তৃষ্ণা নিয়োগী

রাজা — মহুয়া ভট্টাচার্য / স্বাতী দাস

মন্ত্রী — গঙ্গা অধিকারী / তৃষ্ণা নিয়োগী / সোম সরকার

সভাসদ — সৌম্য সরকার / কাজরী সরকার

যুবরাজ — স্বপন অধিকারী

পরিচারিকা— কাজরী সরকার / আত্রেয়ী ভট্টাচার্য / ময়না দত্ত

কোটাল — অভিজিত ভুঁইয়া / সুজিত ভুঁইয়া

রক্ষী — সুজিত ভুঁইয়া / তারক দাস

মতীয়া — মণিকা মুখার্জী / রত্না ভুঁইয়া

প্রজা ১ — গীতা অধিকারী / পান্না ঘোষ / রাণা ঘোষ

প্রজা ২ — রোমিও ঘোষ / নিতাই রায়

লর্ড — তৃষ্ণা নিয়োগী / স্বাতী দাস /

কুবের — গঙ্গা অধিকারী / স্বাতী দাস / রুমা ভট্টাচার্য

বরুণ — কাকলী বসু / স্মৃতি দাস /

গোবিন্দ — প্রীতি ঘোষ / সুকুমার রায় /

ঘোষাল — শম্ভু সিংহ / পীযূস পাল /

[পর্দা উঠলে দেখা যায় তিনজন চারণ প্রবেশ করে। নাচতে নাচতে গাইতে থাকে। ঢোল বেজে যায় তালে তালে।)

চারণ (গান) শোন শোন সর্বজন শোন দিয়া মন
শনদেশ-গঠন কথা করিব বর্ণন।
শক ও হূণ জাতিরা এই দেশে ছিল
মিলে মিশে তারা সবাই শন হয়ে গেল।
শনদেশের সন্দেশ করিব বর্ণন
শোন শোন সর্বজন, শোন দিয়া মন।
আহা শোন দিয়া মন ॥
সেই দেশের রাজার শাসন অতি চমৎকার।
একমুখে কত কথা কহিব তাঁহার।
শক্তের ভক্ত নরমের যম রাজা মহাশয়
সবাই মিলে বল জয় মহারাজের জয়।
জয় মহারাজের জয় ॥
রোগী মেরে রোগ সারান তাহার মহৎ কাজ
(তাই) শনদেশে কোন সমস্যা নেই আজ।
কাজী সাহেব লজ্জা পাবেন বিচার শুনে তাঁর
এ হেন শনদেশের রাজা ভারী চমৎকার।
আহা ভারী চমৎকার ॥
এখন আমার কাজ ফুরাল দেখুন নয়ন মেলে
ত্রিশ উর্দ্ধ যুবক কেমন ছোট্ট কচিছেলে।
শৈশব আর কাটছে নাকো জীবন থেকে তার
শনদেশ সন্দেশ কথা দারুণ চমৎকার।
নিজেরা বিচারি দেখ কেমন তর দেশ
সকল দেশের চাইতে সেরা মোদের শনদেশ ॥
আহা মোদের শনদেশ।
আহা মোদের শনদেশ।

(ধীরে ধীরে চারণেরা গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়)

প্রথম দৃশ্য

[রাজসভার দৃশ্য। মহারাজ মন্ত্রী পরিষদ উপস্থিত। সময় সকাল। রাজা পায়চারী করতে থাকেন, এমন সময় পর্দা উঠবে।]

রাজা — মহামন্ত্রী, অদ্যকার বিষয়বস্তু বিবৃত করুন।

মন্ত্রী — মহারাজ দুষ্ট প্রজাকুলের একাংশ অত্যন্ত গোপনে সুনিপুণ তৎপরতায় আমাদের শনদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে।

রাজা — তাহাদের বক্তব্য ?

মন্ত্রী — তাহারা আমাদের শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়।

রাজা — তাহাদের অভিপ্রায় ?

মন্ত্রী — তাহারা আমাদের পরম পূজ্য দেবসদৃশ্য মহারাজের অধীনে থাকিতে নারাজ।

সভাসদ — অসম্ভব। ইহা রাজদ্রোহীতার প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মন্ত্রী — ইহা গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা।

সভাসদ — ইহাকে অংকুরে বিনষ্ট করিবার আদেশ দানের আমি পক্ষপাতী।

রাজা — আপনারা উত্তেজিত হইবেন না। আপনাদের অভিপ্রায়ই প্রতিপালিত হইবে। মন্ত্রী মহাশয় আমার আদেশ শনদেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রেরণ করুন। যেহেতু আমার পিতাই দেশটির নামকরণ করিয়াছিলেন সুতরাং, ইহা কোন বিচারের অপেক্ষা রাখে না যে, শনদেশের সহিত আমারই নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। সুতরাং, জনস্বার্থের খাতিরে এই যোগ-সূত্র যাহাদের থাকিবে তাহারাই কেবল দেশের কর্ণধার হইবার যোগ্য। প্রজাকল্যাণ করিবার মত কঠোর আত্মত্যাগের ব্রতপালন অপর কাহারও সাধ্যাতীত। ইহা ছাড়া এটিও প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন দেশ-গঠনের জন্য আরও সময় লাগিবে।

মন্ত্রী ও সভাসদ } সাধু! সাধু!

রাজা — মন্ত্রীমহাশয়, আপনি ভাবনা মুক্ত ?

মন্ত্রী — তথাপি কিঞ্চিৎ বর্তমান।

রাজা — যথা—।

মন্ত্রী — সারা দেশে খাদ্যের প্রচণ্ড অভাববোধ হইতেছে, অথচ এ বৎসর উৎপাদন অভূতপূর্ব।

রাজা — খাদ্য সংকট মোচনে আমার পূর্বপ্রদত্ত বিধান কার্যকর করা হইয়াছে ?

মন্ত্রী — হ্যাঁ মহারাজ, তাহা প্রচারিত হইয়াছে এবং পালিতও হইতেছে

রাজা — উত্তম—অতি উত্তম।

সভাসদ — মহারাজ আমাদের প্রচণ্ড দূরদর্শী।

মন্ত্রী — জয় মহারাজের জয় !

মন্ত্রী ও সভাসদ — জয় মহারাজের জয় !

রাজা — বেশ ! বেশ !

মন্ত্রী — কিন্তু মহারাজ, আপনার আদেশে কোন কাজের কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

রাজা — আমার আদেশ কিরূপ ছিল ?

[আলো নিভে যায়। রাজসভা অন্ধকার। একজন ঘোষক ও রক্ষীর প্রবেশ। ঘোষক ও রক্ষীকে শুধু আলোর দেখা যায়]

ঘোষক — কাহাকেও না খাইয়া মরিতে দেওয়া হইবে না—। লক্ষ্মীস্বরূপা জমি যাহতে দরিদ্রের হাতে পড়িয়া নষ্ট না হয়—প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য যাহাতে বিনষ্ট না হয় তার জন্য সদাশয় রাজা মহাশয় বিশেষভাবে সচেষ্ট—। সেই জন্য ভূমি ব্যবস্থা পূর্ববৎ বহাল থাকিবে—। কাহাকেও না খাইয়া মরিতে দেওয়া হইবে না—।

[ঘোষক ও রক্ষী চলে যায়। আলো জ্বলে ওঠে। রাজসভার পূর্বের দৃশ্য ফিরে আসে]

মন্ত্রী — দেশের অবোধ প্রজাদের মাথায় টুপী পরাইয়া ছিলাম। অবশ্য নগর কোটাল আমাকে এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আর

প্রত্যেক মানুষকে পরস্পরের টুপীতে চাষাবাদের আদেশ দিয়াছিলাম।

রাজা — সুন্দর! অতীব সুন্দর! মন্ত্রী মহাশয় আমার আদেশের ফল?

[মন্ত্রী নিরুত্তর]

রাজা — মন্ত্রী মহাশয়, আমার আদেশের ফল?

মন্ত্রী — দুর্ভিক্ষ! ওফঃ

রাজা — [চঞ্চল হয়ে ওঠে] তার মানে?

সভাসদ — আ—আ—আপনার আদেশ বিফলে যায় নাই মহারাজ। অন্ততঃ দুর্ভিক্ষ উৎপাদিত হইয়াছে।

মন্ত্রী — হ্যাঁ—নতুন ফসল।

সভাসদ — মহারাজ, বিচলিত বোধের কোন কারণ নাই মহারাজ। দেশের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন নতুন সামগ্রী তো উৎপাদিত হইবেই।

রাজা — না না—না না—বিচলিত হব কেন? বিচলিত হব কেন? মন্ত্রী মহাশয় বিচলিত বোধের কোন কারণ নাই। অতঃপর আরো দুর্ভিক্ষ বাড়াও। ওফঃ

সভাসদ — হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাহাতে আরো লোক পটল তুলিবে।

মন্ত্রী — উভয় ক্ষেত্রেই সুরাহা হইবে?

সভাসদ — বেশ পটল উৎপন্ন হইবে এবং জনসংখ্যা বৈজ্ঞানিকভাবে হ্রাস পাইবার ফলে খাদ্য সংকট অচিরেই মিটিবে।

মন্ত্রী — মহারাজ, কথায় বিশ্বাস হইবে না; যাহারা মরিতেছে তাহারা কিছু করিতেছে না; কিন্তু যাহারা মরিতেছে না তাহারা মুষ্টি বদ্ধ হাত উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্বক আমাদের মারনের নিমিত্ত গগন বিদারী চিৎকার করিতেছে।

রাজা — ভাবনার প্রয়োজন নাই মন্ত্রী মহাশয়। মানবজাতি মরণশীল। মরিবেই। কিন্তু তাহাদের চিৎকারের হেতু? কেহ কি না খাইয়া মরিতেছে?

মন্ত্রী কেহ নহে মহারাজ, কেহ নহে— ।

সভাসদ কাহারো স্কন্ধে তো দুটি মস্তক নাই যে রাজ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবে ।

মন্ত্রী তাহারা শাক পাতা খাইয়া—

সভাসদ তাহারা বায়ুসেবন করিয়া—

মন্ত্রী গঙ্গাজল পান করিয়া—

সভাসদ খাবি খাইয়া—

মন্ত্রী ও সভাঃ ম—রি—তে—ছে— ।

রাজা ঈশ্বর তাহাদের স্বর্গারোহনে সহায়ক। পরিচারিকা—পরিচারিকা--

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা আদেশ করুণ মহারাজ ।

রাজা সভাসদগণের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা কর ।

পরিচারিকা কি ধরণের পানীয় মহারাজ ?

রাজা [উত্তেজিতভাবে] 'বিশেষ ধরনের পানীয়।' এটাও প্রতিদিন বলে দিতে হবে। জাননা, আমার রাজসভায় সমস্ত ব্যবস্থাই বিশেষ ব্যবস্থা ।

পরিচারিকা যথা আজ্ঞা মহারাজ ।

রাজা যাও এখুনি নিয়ে এসো । আমি ভীষণ তৃষ্ণার্ত ।

পরিচারিকা এখনি আনছি মহারাজ । [প্রস্থান]

রাজা মহামন্ত্রী, সমস্যা নিরসন হইয়াছে আশা করি ।

মন্ত্রী তথাপি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট মহারাজ যদিও এটা তেমন কিছু— ।

রাজা তবুও আমি তা সমাধানে সমান আগ্রহী মন্ত্রী মহাশয় ।

মন্ত্রী মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিয়াছে মহারাজ ! কেহ পাইতেছে—কেহ পাইতেছে না ।

রাজা যথার্থ সমস্যাই প্রতীয়মান হইতেছে । মন্ত্রী মহাশয় এ সমস্যা সমাধানে নতুন বিধান করার প্রয়োজন ।

মন্ত্রী মহারাজ, যেটুকু সামগ্রী মিলিতেছে তাহাতে উল্লম্ফন দিয়াও প্রজাকুলেরা তাহার দরের নাগাল পাইতেছে না ।

রাজা	কি বিধান করা যায় মন্ত্রী মহাশয় ?
মন্ত্রী	আমি কি বলবো বলুন ? [চিন্তিতভাবে]
রাজা	সে তো বটেই ! সে তো বটেই ! আপনার নিজস্বতা কিছু থাকলে আমার রাজসভায় মন্ত্রী হইতে পারিতেন ?
সভাসদ	রাজাই সর্বময় ! রাজাই শেষ। রাজাই একমাত্র।
মন্ত্রী	আমরা তো তাতে সমর্পিত প্রাণ।
সভাসদ	উপলক্ষ মাত্র।
রাজা	বেশ ! বেশ ! কিন্তু কি বিধান করা যায় ?
	[পরিচারিকার প্রবেশ। খাদ্য ও পানীয় সহকারে]
পরিচারিকা	গ্রহণ করুন মহারাজ।
	[পরিচারিকা সকলকে পরিবেশন করে প্রস্থান করে। সকলে তা গ্রহণ করতে ব্যস্ত। এমন সময় উত্তেজিত ভাবে কোটালের প্রবেশ।]
কোটাল	দুঃসংবাদ মহারাজ ! ঘোর দুঃসংবাদ !
মন্ত্রী	কি দুঃসংবাদ কোটাল ?
রাজা	চুপ করে কেন ? বল—বল কি দুঃসংবাদ ?
কোটাল	মহারাজ, অন্ধকার অনিশ্চিত ঘোরতর দুর্দিন নেমে আসছে মহারাজ।
রাজা	তার অর্থ ?
কোটাল	মহারাজ যেখানেই যাই সেখানেই কেবল গুজ্ গুজ্, ফুস্ ফুস্ ! ফুস্ ফুস্, গুজ্ গুজ্ ! লক্ষণ ভাল নয় মহারাজ। সমস্ত গ্রাম সহর বস্তীতে একই চিত্র মহারাজ। কেবল গুজ্ গুজ্, ফুস্ ফুস্ ! ফুস্ ফুস্, গুজ্ গুজ্। লক্ষণ ভাল নয় মহারাজ।
রাজা	আর কোন সংবাদ ?
কোটাল	মহারাজ, আরও সংবাদ নিয়ে জানলাম তারা সরব হচ্ছে। মাঝে মাঝে সকলে একত্র হয়ে চিৎকার। উঃ কি চিৎকার। বুকটা আমার ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্। ঢিপ্ ঢিপ্। ঢিপ্ ঢিপ্ !—করছে। অবশ্য আমার সামনে নয়। আমার সামনে কেবল গুজ্ গুজ্ ! ফুস্ ফুস্ ! ফুস্ ফুস্ ! গুজ্ গুজ্। ভয় হচ্ছে মহারাজ !

রাজা সীমান্তে শত্রুর রণসজ্জা, অভ্যন্তরে প্রজাবিশৃঙ্খলা, মন্ত্রী মহাশয় এখনই মন্ত্রী মণ্ডলীর জরুরী সভা ডাকার প্রয়োজন মন্ত্রী মহাশয়।

মন্ত্রী মহারাজ, আমি তারই ব্যবস্থা করি তাহলে। [প্রস্থানোদ্যত]

[যুবরাজের প্রবেশ। মন্ত্রী ফিরে আসেন]

যুবরাজ কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রজাকল্যাণ অধ্যায়ের বিশেষ বিধিগুলি প্রয়োগ করুন। তাতেই সবদিক রক্ষা পাবে।

রাজা এই বিধিগুলি প্রয়োগের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত করছি।

যুবরাজ আমি এখনই তা সমস্ত দেশে ঘোষণার নির্দেশ দিতেছি।

মন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর সভা ব্যতীত কি করে সম্ভব মহারাজ।

সভাসদ সম্ভব! সবই সম্ভব! আমাদের রাজার রাজত্বে সবই সম্ভব।

রাজা মন্ত্রী মহাশয়, অহেতুক চিন্তা পরিহার করুন। অন্যথায় বিপদ বৃদ্ধি পাবে। আজকের এই সংকট মোচনে আমাদের অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই একমাত্র কর্তব্য।

যুবরাজ যাও কোটাল-ঘোষককে নিয়ে এখনই সমগ্রদেশে ঘোষণায় বেরিয়ে পড়। [কোটাল ও যুবরাজের প্রস্থান।]

মন্ত্রী ও সভাঃ জয় মহারাজের জয়। জয় মহারাজের জয়।

[রাজা উৎফুল্লভাবে পায়চারী করে। আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সহরের হাট বাজারের নিকটবর্তী একটি জনবহুল স্থান। সময় সকাল। বেচা কেনা সেরে মানুষজন ফিরছে। কেউ কেউ অন্য কাজেও যাচ্ছে। ঘোষক প্রবেশ করে সঙ্গে রক্ষী। প্রজারা ধীরে ধীরে জড় হয়, শোনে, মন্তব্যও করে।]

ঘোষক. দয়াময় রাজার প্রজাকল্যাণ বিধিমত—

"কাহাকেও না খাইয়া মরিতে দেওয়া হইবে না—। দেশের উৎপাদিত সকল সামগ্রী বিদেশে পাঠানো হইবে—। কেহ পাইবে—কেহ পাইবে না—এই অসাম্য বলিতে পারে না—।"

"সমস্ত চাষী ও মজুরকে সকল রকম আবদার ত্যাগ করিয়া আরও পরিশ্রমী হইতে হইবে—।"

যুবক প্রজাকল্যাণে রাজার আর ঘুম নেই।

কৃষক তাইতো দেখছি, ফসল তৈরী করে ভূস্বামীদের গোলায় তুলে দেব।

যুবক খেটেও তোমাদের ভাত জুটছে না—আমরা তাহলে কাজকর্ম পাবো কি করে?

কোটাল এই—কোন কথা নয়। হ্যাঁ বলো—বলো—।

ঘোষক দেবসদৃশ্য রাজার প্রজাকল্যাণ বিধিমত—

"রাজার অনুমোদন ছাড়া কেহ কিছু লিখিতে পারিবে না—।

রাজার অনুমোদন ছাড়া কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

যুবরাজের অনুমোদন ছাড়া কেহ কিছু ভাবিতে পারিবে না—।"

কোটাল কিরে—শুনলি তো—। কোন কথা নয়—।

[ঘোষক ও কোটালের প্রস্থান]

ছাত্র আমাদের রাজার রাজত্বে শুধু নেই—নেই—নেই—নেই। কেন নেই? কিন্তু কিন্তু কেন নেই? আমাদের বেলায় নেই আর যাদের রয়েছে তাদের আরও বাড়ছে।

কৃষক ঠিকই তো ফরমান দিয়ে গেল, দেখলে না?

মতীয়া হ্যাঁ, ই সব ফরমান আদমী কো ভালাই কে লিয়ে। আরে ও গোবিন্দ ভাই, রাজাকো নয়া ফরমান শুনা?

[একজন শ্রমিক, গোবিন্দ প্রবেশ করে]

গোবিন্দ হ্যাঁ, তা তো শুনলাম। ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানান দিয়ে গেল দেখলাম তো।

ছাত্র মুখ বুজে সহ্য করলে ওরা আরো পেয়ে বসবে। একটা কিছু করার দরকার।

গোবিন্দ রাজাকে আমাদের দুঃখের কথা অনেক জানিয়েছি—এখনও জানাচ্ছি। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার নানান ভাবে বাড়িয়েই চলেছে।

মতিয়া বড়ী তাজ্জব কি বাত-শুনা? রাজা ফরমান দিয়া কই আদমী কুছ নেহি লিখনে শকেগা, কুছ নেহি বলনে ভী শকেগা, উস্‌কো পহেলে রাজাকো পারমিশন লেনা পড়েগা। আউর কুছ সোছনে কা আগাড়ী যুবরাজকা পারমিশান লেনা পড়েগা।

গোবিন্দ হাজার হাজার মানুষকে ধরে আটক করছে—হত্যা করছে। মানুষের কথা বলার উপায়ও রাখছে না।

ছাত্র একটা কিছু করার দরকার। চল ওদের সাথে পাঞ্জা কষে দেখি অত্যাচার তাতে বন্ধ হয় কিনা।

কৃষক পারবে না, ওদের অনেক শক্তি। অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

গোবিন্দ পারবো না কেন? আমরা যদি সবাই এক হতে পারি রাজার ক্ষমতা আছে আমাদের দিয়ে ফসল উৎপন্ন করায়, রাজার ক্ষমতা আছে আমাদের দিয়ে অন্যান্য সামগ্রী উৎপন্ন করায়? আমরা যদি না করি? আগে আমাদের ঠিক হতে হবে বুঝলে — এক হতে হবে।

মতীয়া ইয়ে বাত ঠিক হ্যায় গোবিন্দভাই লেকিন উস্‌কো দাওয়াই দেনা পড়েগা। সমঝা?

গোবিন্দ দাওয়াই দিতে হবে। ঠিক ব'লছো। তোমরা সকলে একই কথা বলছো। কিন্তু দাওয়াই দেওয়ার আগে রোগটা ধরতে হবে তো? তবে তো দাওয়াইয়ে কাজ হবে।

ছাত্র হ্যাঁ যে গুরুর যে দক্ষিণা। আরে! কোটালই তো ঐ দেখ, কোটাল আসছে। চল চল সরে পড়ি।

[সকলে সরে পড়ে। কোটালের প্রবেশ।] কোটাল ছাত্রকে দৌড়ে ধরে ফেলে। তাকে প্রশ্ন করে আর মারতে যায়। কিন্তু মারতে সাহস পায় না।]

কোটাল — তুই জটলা করছিলি? রাজার ফরমান জানিস না? বল বেটা বল?

ছাত্র — আমি তো জটলা করিনি। রাজার ফরমানগুলো অন্যদের জানাচ্ছিলাম।

কোটাল — আবার কথা বলছিস্। তোকে কথা বলতে কে বলেছে? জানিস না কথা এখন বন্ধ, কিরে উত্তর নেই কেন? কি রে—।

[মারতে যায়]

ছাত্র — বলছি তো আমরা রাজার ফরমানগুলো জানাচ্ছিলাম।

কোটাল — আবার কথা বলছিস। তোকে কথা বলতে কে বলেছে? কে বলেছে?

ছাত্র — কেন আপনি তো?

কোটাল — আবার কথা বলে? তোকে কথা বলতে কে বলেছে? কোন কথা নয়। কথা বন্ধ কাজ কর। [পুনরায় মারতে যায়]

[মতীয়া, যুবক গোবিন্দ ও ছাত্রের প্রবেশ]

মতীয়া — আচ্ছা কোটাল ভাইয়া—তুমার কথা বন্ধ হবে না?

কোটাল — আমার? হাঃ হাঃ হাঃ-জানিস্ না মুর্খ আমি রাজদরবারের লোক। আমরা যত খুশী কথা বলতে পারি। বুঝলি মুর্খ বিধান কখনো রাজার লোকের জন্য হয় না—বিধান হয় প্রজাদের জন্য।

মতীয়া — আচ্ছা কোটাল ভাইয়া তুমারা পরিবার পরিজন কো এ বিধান মান্‌নে হোগা?

কোটাল — জরুর! [হঠাৎ পরিবর্তন] এই! এই! এসব কথা কেন? এতো খুব মুস্কিল ব্যাপার। তারা তো রাজকর্মচারী নয় তবে মানবে না কেন? মানতে হবে। এই—এই—তোরা আবার কথা বলছিস্। কোন কথা নয়। "কথা বন্ধ কাজ কর।"

গোবিন্দ তোমার পরিবার পরিজনদের জমি জায়গা জমিদারদের কাছে চলে যাবে। ফসল উৎপন্ন করে তাদের গোলায় তুলে দেবে। তারা কাজ করবে কিন্তু খেতে পাবে না। রাজার ফরমানে তো এটাই আছে। তুমি তাদের কথা ভাববে না।

কোটাল দ্যাখ্ তোদের সংগে কথা বললে আমার মনটা কেমন, কেমন হয়ে যায়। তোরা বড় প্যাচানো কথা বলিস্। রাজা যুবরাজ এমন প্যাচানো কথা বলে না। তোদের সাথে কথা না বলতে যুবরাজের নিষেধ আছে জানিস্? তার ওপর সেই-ই সব কিছু দেখা শুনা করছে।

[একজন রক্ষীর সাথে যুবরাজের প্রবেশ]

কোটাল এই খবরদার, কোন কথা নয়। তোরা সবাই এঁনাকে মানবি কেমন? হ্যাঁ কোন কথা নয়—। "কথা বন্ধ কাজ কর।"

যুবরাজ নতুন সব প্রজাকল্যাণ কর্মসূচীতে তোমাদের কতটা ভাল হল তা দেখতে বেরিয়েছি। এই সব নতুন চিন্তা ভাবনা সব আমার —বুঝলে? দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে—বুঝলে?

কোটাল কিরে বুঝলি তো?

গোবিন্দ হ্যাঁ বুঝেছি। অনেক ভাল করেছেন, আরও ভাল করার বাসনা আপনার রয়েছে। আপনাকে ধন্যবাদ।

যুবরাজ তোমার কথাগুলো সোজা বলে মনে হচ্ছে না তো। তোমাদের সম্পর্কে আমাকে একটু বিশেষভাবে ভাবতে হবে বুঝলে?

মতীয়া কেন্-ও, ওবাত তো সিধাই হ্যায়। আপলোক হামারা ভালাই করতা রহে ইস্‌লিয়ে আপলোগোকো বহুত বহুত সে সুক্রিয়া।

কোটাল খবরদার—কোন কথা নয়। বুঝলি? "কথা বন্ধ কাজ কর।" চলুন চলুন যুবরাজ। আপনার এখন অনেক পরিক্রমা বাকি রয়েছে। চলুন—চলুন।

যুবরাজ হ্যাঁ চল—চল। আমাকে আবার সন্ধ্যার আগেই রাজধানীতে ফিরতে হবে। একটা জরুরী পরামর্শ আছে। হ্যাঁ—তোমাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট বুঝলে? [রক্ষীসহ যুবরাজের প্রস্থান]

কোটাল কিরে শুনলি তো ?

[কোটালের প্রস্থান]

গোবিন্দ মতীয়া তুমি যুবরাজকে ঐ ভাবে কথাগুলো বলতে পারবে ভাবতে পারিনি।

মতীয়া কেন বলবো না ? ওর কাছে হামার ভাত কাপড়ের বন্দোবস্ত আছে ? ওকে কেন ডর করবো ?

গোবিন্দ না, না খুব বদ মানুষতো সেইটাই ভয়।

যুবক ওর ভয়ে মানুষ দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়।

মতীয়া ও হাম জানতা। হামারা গাঁওকা সবুকা আদমী ভী জানতা। উসকে খেয়াল রুখনে কে লিয়ে সব আদমী একতাই বনতা রহে।

গোবিন্দ তাই না কি ? মানুষ তাহলে জাগছে ?

মতীয়া উসকো—দাওয়াই দেনা পড়েগা। ও দাওয়াই কো বাত সমুচা আদমী লোগকো সমঝানা হোগা।

ছাত্র গোবিন্দদা সিপাই আসছে। তাড়াতাড়ি সরে পড়। আবার কি মতলবে আসছে কে জানে।

গোবিন্দ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস্। আজকাল সিপাহীদের টহল খুব বেড়ে গেছে। কোন কথা বলার উপায় নেই। চল আমরা একটু আড়ালে যাই। [গোবিন্দ, মতীয়া, ছাত্র ও যুবকের প্রস্থান।]

[টহল দিতে দিতে সিপাহীর প্রবেশ]

সিপাহী হুঁ!

[আলো নিভে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজসভা। সময় বিকাল। রাজা উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করতে থাকেন। সভাসদ ও মন্ত্রী পাশে পাশে পায়চারী করেন। রাজা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে ওঠেন]

রাজা — না-না-না আমার রাজত্বে এই বিশৃঙ্খলা কেন হবে? আমি প্রজাপালক হিসাবে কাজে কোন ত্রুটী রাখিনি। প্রজাবৃন্দের ক্ষোভের কোন কারণ থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট-চক্রের প্ররোচনা প্রজাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। আমি শাসনভার নেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কত কল্যানকর কাজ করিয়াছি তাহা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আপনারা অস্বীকার করতে পারেন? [ধমক দিয়ে ওঠেন]

মন্ত্রী — অস্বীকার? বলেন কি মহারাজ? দিনকে কি কখনো রাত করা সম্ভব?

সভাসদ — কখনই না। প্রজাদের কল্যানে এত সুন্দর ব্যবস্থা স্বয়ং রাজা অশোক পর্যন্ত করতে পারেন নি।

রাজা — তাহলে? আপনারাই বলুন?

মন্ত্রী — মহারাজ, একথা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে মহারাজ?

রাজা — কেন আমাকে সিংহাসন থেকে সরাতে চায়? আমার তো সিংহাসনের প্রতি একবিন্দু লালসা নেই। সেবা—জনসেবা আমার প্রতিটি রক্তবিন্দুর সাথে মিশে আছে। তা ছাড়া দেশবাসী একবার যখন আমাকে পাঠিয়েছে তখন কেন আমি তাদের কথায় সরিয়া আসিব? এখন তারা না চাইলেও আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব। আমি তো আর ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিতে পারি না। আমি শাসন প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্ত কিছু আমার পাশে টেনে নেব। সে ক্ষমতা আমার আছে এবং আমি তা করবোও। দেখি, সিংহাসনের ওপর অধিকার রক্ষা করিতে পারি কি না? আপনারা কি বলেন? [উত্তেজিত ভাবে]

মন্ত্রী নিশ্চয়ই—রাজা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না তো প্রজারা করবে ?

সভাসদ আপনি এমন কথা বলেন না—হেঁহেঁ—হেঁহেঁ—হেঁহেঁ হাসি পায় বুঝলেন—হাসি পায়। প্রজাদের ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে ? এ্যাঁ—হেঁহেঁ—হেঁ—হেঁ—হাসি পায় বুঝলেন হাসি পায়।

রাজা আপনারা আর যাই বলেন ন্যায় নীতিকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। পরিচারিকা—পরিচারিকা—ওহ্ কাজের সময় কাহাকেও পাওয়া যায় না। পরিচারিকা—পরিচারিকা—।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা থাকো কোথায় তোমরা ? কাজের সময় দীর্ঘ ডাক দিয়েও পাওয়া যায় না।

পরিচারিকা রাণীমা একবার ডেকেছিলেন।

রাজা রাণীমার কাছে থাকাটা তোমার কাজ নয়! আর রাণীমা ডেকেছিলেন কেন ?

পরিচারিকা কিছু কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

রাজা কথা ? কথা কেন ? জান না, আমার অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলা যাবে না। এটা আমার প্রজাকল্যান বিধির প্রধান নির্দেশ। যাও পানীয়ের ব্যবস্থা কর।

পরিচারিকা যাচ্ছি মহারাজা !

[পরিচারিকার প্রস্থান]

মন্ত্রী মহারাজ, রাজদরবারের মানুষদের জন্য তো এ বিধি নয় মহারাজ।

রাজা তোমাদের মত মূর্খের স্বর্গে বাস করি বলেই আমার দেশে এত বিশৃঙ্খলা। মানুষের ভালমন্দ বিচারের—ন্যায় অন্যায় বোধের ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে।

সভাসদ কি বলছেন মহারাজ ?

রাজা ঠিকই বলেছি। বিধান কখনো রাজ দরবারের মানুষদের জন্য ছাড় বা শিথিল হয় না। আমার বিধানে ছাড় শুধুমাত্র রাজ পরিবারের জন্য এমন কি আপনাদের ক্ষেত্রেই এই বিধান সমান-ভাবে প্রযোজ্য।

মন্ত্রী ও সভাসদ মহারাজ।

[যুবরাজের প্রবেশ]

যুবরাজ ঠিকই বলেছেন মহারাজ। অনেক গভীরভাবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বিধান স্থির হয়েছে।

মন্ত্রী ও সভাসদ মহারাজ।

যুবরাজ যখন দেখি, আমার প্রিয় দেশবাসী কোন দুষ্ট চক্রের ফাঁদে পড়ে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, আরো যখন দেখি আমার দেশমাতৃকা জন্মভূমি কুটীল চক্রান্তের বলি হয়ে আমারই চোখের সামনে শেষ হতে চলেছে তখন পারিনা স্থির থাকতে। দেশের নায়ক হিসাবে আমারও তো কর্তব্য দেশবাসীকে—জন্মভূমিকে এই দুর্দিনের সময় রক্ষা করা। আমি তাই-ই করেছি মাত্র।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা পানীয় এনেছি মহারাজ। গ্রহণ করুন।

[সকলকে পরিবেশন করে প্রস্থান]

রাজা মন্ত্রী মহাশয় প্রজা বিশৃংখলার কারণ অনুধাবন করেছেন ?

মন্ত্রী মহারাজ, দেশের মানুষের কর্মসংস্থান করা যাইতেছে না। শিক্ষিত মানুষ বাড়িতেছে। উপরন্তু দিনের পর দিন আরও মানুষ কর্মহীন হইতেছে। সেই কারণে সমগ্র দেশ অগ্নিগর্ভ।

যুবরাজ আমি সমাধানের নির্দেশ দিতেছি মহারাজ। ঘোষণার আদেশ দিন--

[সব আলো নিভে যায়। একজন রক্ষী ও ঘোষকের প্রবেশ। শুধুমাত্র ঘোষক ও রক্ষীকে আলোতে দেখা যাবে]

ঘোষক দেবাদিদেব রাজা মহারাজের পরামর্শ—
"নিম্নবর্ণের মনুষ্যের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই—। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য যে স্বয়ং রামচন্দ্র বেদপাঠের অপরাধে শূদ্রকের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। শনদেশের শাশ্বত বাণীই হ'ল, "সেবা"। পুরাকালে ছিল 'দেব সেবা'—বর্তমানে তাহা 'রাজ সেবা'। দেবাদিদেব রাজা মহারাজের পরামর্শ—নিম্নবর্ণের মনুষ্যের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই—।

[ঘোষক ও রক্ষীর প্রস্থান]

[পুনরায় সব আলো জ্বলে ওঠে। রাজসভার পূর্বের দৃশ্য]

মন্ত্রী তা ছাড়া কথায় আছে "লেখাপড়া করে যে গাড়ী চাপা পড়ে সে"

সভাসদ "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে কাল হল হেলে গরু কিনে।" কি দরকার লেখাপড়ার।

যুবরাজ শিক্ষা আনে চেতনা—আর চেতনা মানেই তো আমরা শেষ।

রাজা কিন্তু এতেই কি বিশৃঙ্খলার অবসান হবে।

যুবরাজ মহারাজ, আমি নিজের চেষ্টায় একটা শিবির স্থাপন করেছি মহারাজ। যে সকল তরুণ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে তাদের কিছু কিছু সাহায্যের নাম করে আমাদের ব্যবহারিক শিক্ষা শেষে প্রজাবিশৃঙ্খলা দমনের কাজে লাগাব।

রাজা সুন্দর অতীব সুন্দর।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা মহারাজ, প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধিরা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী মহারাজ। [কোটালের প্রবেশ]

কোটাল মহারাজ! অন্ধকার, অনিশ্চিত, ঘোরতর দুর্দিন নেমে আসবে মহারাজ।

রাজা আঃ—দুর্দিন, দুর্দিন আর ঘোরতর দুর্দিন !

কোটাল মহারাজ, রাজপুরীর সম্মুখে হাজার হাজার প্রজার জমায়েত মহারাজ। আর তাদের কয়েকজন আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী মহারাজ।

সভাসদ প্রজারা কি ভীষণ ক্ষিপ্ত ?

কোটাল অন্ধকার অনিশ্চিত ঘোরতর দুর্দিন নেমে আসছে মহারাজ।

রাজা আঃ ! শুধু দুর্দিন, দুর্দিন আর ঘোরতর দুর্দিন। কয়েকশত নিরীহ প্রজার ভয়ে ভীত। শোন কোটাল—রাজবাড়ীতে প্রজারা যেন প্রবেশ করিতে না পারে। আর তাদের অনতিবিলম্বে রাজপুরী ত্যাগ করাবার ব্যবস্থা কর। হ্যাঁ, আর শোন বরুণ কুবেরকে একবার খবরটা পাঠিও ! লর্ডকেও পারলে একবার আসতে বলো। যাও এখনই যাও। ওদের পরামর্শ আমার বিশেষ প্রয়োজন। [কোটালের প্রস্থান]

যুবরাজ এ খবর আমি এখনই পাঠাচ্ছি মহারাজ। [যুবরাজের প্রস্থান]

রাজা [উত্তেজিত ভাবে] আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত !—আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী প্রজারা আমার সাক্ষাৎ প্রার্থী ! হাজার হাজার প্রজাকে জমায়েত করে আমার রাজপুরী আক্রমণ করার সমুচিত জবাব আজ পাবে। আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত !

[বাহিরে আর্তনাদ ও গোলাগুলির শব্দ]

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ—আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ—প্রজারা আজ সমুচিত জবাব পাচ্ছে হাঃ হাঃ হাঃ— । রাজার ক্ষমতা কত বিরাট তার কিছুটা নমুনা মাত্র ! হাঃ হাঃ হাঃ—আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী প্রজারা আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী ! হাঃ হাঃ হাঃ রাজরক্ত আমার শিরায় শিরায়--দেশের শাসন ভার আমার বংশের ন্যায্য অধিকার। হাঃ হাঃ হাঃ—আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— ।

[কোটালের প্রবেশ]

কোটাল মহারাজ !

রাজা এ্যাঁ ! [ভীত হয়ে]

কোটাল সব ধান্দা মহারাজ সব ধান্দা। আমাদের সিপাহীদের আক্রমণে প্রজারা হতচকিত ও ছত্রভংগ। কয়েকশো প্রজা নিহত কয়েকশত বন্দী মহারাজ।

রাজা শোন কোটাল, রাজপুরীতে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা কর।

কোটাল যথা আদেশ মহারাজ।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা মহারাজ আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায়—।

রাজা [ধমক দিয়ে] আবার কারা এলো।

পরিচারিকা শনদেশের প্রধান ধনপতি কুবের, ভূস্বামী শ্রেষ্ঠ বরুণ এবং দেবস্থানের মহান প্রতিনিধি লর্ড—মহারাজ সন্দর্শনে উপস্থিত।

রাজা ওহ ! তাই বলো। কোটাল !

কোটাল আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা পরিচারিকাকে অনুসরণ কর।

কোটাল যথা আজ্ঞা মহারাজ। [পরিচারিকা ও কোটালের প্রস্থান]

মন্ত্রী ও সভাঃ জয় ! মহারাজের জয় ! জয় ! মহারাজের জয় !

[কোটালের সাথে কুবের, বরুন ও লর্ড প্রবেশ করে। সকলে রাজার সাথে নমস্কার বিনিময় করে।]

লর্ড কুবের ও বরুন নমস্কার।

রাজা নমস্কার। আপনাদের উপস্থিতিতে রাজসভা ধন্য হউক। উপবেশন করে কৃতার্থ করুন। বিশৃংখল প্রজাদের আজ সমুচিত জবাব দিয়েছি। সে সংবাদ আপনারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

কুবের সে সংবাদ আমরা পেয়েছি মহারাজ। সে জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

[সকলে উপবেশন করে]

বরুন মহারাজ আপনার শাসনে আমাদের সম্পত্তি সুরক্ষিত, কিন্তু প্রজা বিশৃংখলা ক্রমবর্ধমান।

রাজা — প্রজা কল্যানের জন্য আমার সিপাহীরা দিবারাত্র সমগ্র দেশে বিচরণ করিতেছে। আর কি কাম্য বলুন।

কুবের — মহারাজ সিপাহীদের সাথে যুবরাজের উত্তম মধ্যম বাহিনীকে নিয়োজিত করুন।

বরুন — দেশের বনিক ও ধনিক সম্প্রদায় আপনার নিকট আরও সাহায্য প্রত্যাশা করে। আর তাছাড়া আমরা তো আপনার আমোদ প্রমোদেরও খরচ বহন করি।

রাজা — আহা! কি কি প্রত্যাশা বলুন।

বরুন — আমাদের আরও কর ছাড় আরও ঋণ ও অর্থসাহায্য প্রয়োজন।

রাজা — আপনারা যখন অসুবিধার কথা বলিতেছেন তখন আপনাদের প্রত্যাশা পূরণের আদেশ দিতেছি।

কুবের — আপনার ব্যক্তিগত তহবিলে এই কয়েক শো কোটী টাকা রক্ষিত হউক।

রাজা — ধন্যবাদ। মন্ত্রীমহাশয় যথাস্থানে রাখুন। [লর্ডের প্রতি] দেবস্থানের মহান প্রতিনিধির কি অভিমত বলুন।

লর্ড — ডেবস্ঠানের বিশেষ বার্টা নিয়ে হামি এসেছি মহারাজ। হামাদের বিভিন্ন যে বহুজাটিক কোম্পানী রয়েছে টাডের সামগ্রী এডেশে তৈয়ারীর লাইসেন্স ডিতে হইবে। এণ্ড উহা বিক্রয়ের বাজার ছাড়িয়া ডিতে হইবে। এণ্ড ইট ইস এ মাস্ট।

মন্ত্রী — কি কি সামগ্রী বলুন?

লর্ড — উহা হামরাই টাইম টু টাইম ঠিক করিব। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? একটু থেমে আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

রাজা — ইয়েস্ ইয়েস্ আই হ্যাভ আণ্ডারস্টুড। আমি বুঝিয়াছি।

লর্ড — টাইলে ইট ইজ টু বী পারমিটেড্ ইমিডিয়েট্লী। সট্বর করিতে হইবে।

রাজা — মন্ত্রী মহাশয়, নেসেসারি এ্যাকশনস্ টু বী টেকেন্ ইমিডিয়েটলী।

মন্ত্রী — এখনি যাচ্ছি মহারাজ।

[সভাসদ ধীরে ধীরে কোটালের কাছে যায়]

সভাসদ — মহারাজ বিদেশী কি ভাষায় কথা বলছেন ? আমি তো কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

কোটাল — আরে—আমাদের বোঝার দরকার কি ? মানুষজন যাতে বুঝতে না পারে তার জন্যই তো বিদেশী ভাষার দরকার। তুমি আমার থেকেও মূর্খ মাইরী।

সভাসদ — আরে—তুমি কি বোকা ! মূর্খ না হলে এই রাজ সভায় ঠাঁই পেতাম ?

কোটাল — চুপ ! শুনে ফেলবে।

[সভাসদ ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় ফিরে আসে]

লর্ড — মহারাজ, আর একটা কঠা আছে মহারাজ।

রাজা — বলুন।

লর্ড — আপনার দেশে প্রজাকল্যাণের জন্য হামাডের কিছু কিছু পরামর্শ হাপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশৃঙ্খলা ডমনের জন্য প্রজাডের মেধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ডিতে হইবে। এটে হামাডের ডেশের সহায়টা সব সময়েই পাইবেন।

রাজা — আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আজকের এই দুঃসময়ে আপনাদের সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

লর্ড — হামাডের পরামর্শ গ্রহন করিলে হাপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিব। উয়া হামাডের কর্টব্য আছে। হামি টাহলে এবার চলি মহারাজ। নমস্কার—গুড্ বাই—।

রাজা — নমস্কার। নমস্কার।

কুবের ও বরুন — আমরাও চলি মহারাজ।

রাজা — হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আসুন।

সভাসদ — মহারাজ আমাদের দয়ার সাগর।

মন্ত্রী — মহারাজ আমাদের দান সাগর।

রাজা — মন্ত্রী মহাশয় ! [উত্তেজিত ভাবে]

মন্ত্রী — আজ্ঞে ! [চমকে ওঠে]

রাজা মন্ত্রী মহাশয়, আমি কোন কথা শুনিতে চাই না—আমি চাই কাজ। যান, এখনই সিপাহী পেয়াদা উত্তম মধ্যম বাহিনী নিয়ে বিশৃঙ্খল প্রজাদের পল্লীতে পল্লীতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। যান এখনই যান—ও হ্যাঁ একটা কথা মন্ত্রী মহাশয়—এতে যেন হিংসার আশ্রয় নেবেন না—। যান এখন ঝাঁপিয়ে পড়ুন। অবাধ্য প্রজাদের বাঁচিয়ে রাখার কোন অর্থ থাকতে পারে না।—পরিচারিকা—পরিচারিকা—পানীয়, আরও পানীয়—আমার অশান্ত দেশকে ঠাণ্ডা করতে হবে। পানীয়, আরও পানীয়—বিশৃঙ্খল প্রজাদের ঠাণ্ডা করতে হবে।—পানীয় আরও পানীয়—পরিচারিকা—।

[আলো নিভে যায়]

[নগরের রাস্তা। সময় রাত্রি। চারিদিকে সন্ত্রস্ততা বিরাজ করে। দুজন সিপাহী টহল দিতে দিতে প্রবেশ করে।]

কোটাল এই! এই! কাছে কাছে থাকনা মাইরী।

রক্ষী কেন? ভয় করছে না কি ?

কোটাল দ্যাখ, ঐ ভয়ের কথা আমাকে বলিস্ না। ভয় করবে কেন? এই! এই! তোকে বলছি কাছে কাছে থাক।

রক্ষী কেন তোমার তো ভয় করে না।

কোটাল না-না-তোর ভয় করতে পারে তো, সেই—জন্যই বলছি।

রক্ষী কেন মিছে কথা বলছো বলতো? আমার থেকেও তুমি মাইরী ভীতু।

কোটাল দ্যাখ ঐ ভয়ের কথা আমাকে বলিস্ না। জানিস্ সেবার যখন দেশে খুব গণ্ডগোল, রাজা আমাকে সাতশো সিপাহী দিয়ে প্রজা-বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালো উলুপ রাজ্যে। সেখানকার প্রজারা এমন বদ্ ছিল যে, কোন সিপাহী দেখলেই ক্ষেপে উঠতো। আমরা জাল ঘেরা গাড়ীর মধ্যে থেকে বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তায় বেরোতাম। আর রাতের বেলায়? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—প্রজারা যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে সেইজন্য অনবরত গুলি চালাতাম। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ—এতে অবশ্য নিরীহ মানুষই বেশী মারা পড়তো।

রক্ষী — সে কি? তোমরা নিরীহ মানুষকে মারতে?

কোটাল — কেন মারতাম জান? সন্ত্রাস! সন্ত্রাস! সন্ত্রাস সৃষ্টি করতাম চারিদিকে। নারী শিশুরাও বাদ যেত না।

রক্ষী — তোমরা নারী শিশুদেরও হত্যা করতে?

কোটাল — বাঃ-বাঃ-বাঃ! রাজা জানতেন যে প্রতিদিন কত মানুষ নিহত হ'ল, কত মানুষ বন্দী হ'ল। এসব প্রতিদিন জানতে চাইতেন। এসবে রাজার কড়া হুকুম ছিল।

রক্ষী — বল কী? আচ্ছা—এত কিছু করার পরেও তুমি ভয় পাচ্ছ?

কোটাল — তুই নতুন তো সেইজন্য-সবকিছু জানিস না। জানবি, ধীরে ধীরে জানবি। জানিস্, একবার একটা পল্লীতে গাড়ীতে চড়ে টহল দিচ্ছি—হঠাৎ একটা প্রচন্ড জোরে আওয়াজ। মানে বোমা ফাটার—কি করবো। আমাদের গাড়ী প্রচন্ড গতিতে পল্লী থেকে ছুটে পালিয়ে আসছে—মাঝ পথে এসে দেখি একটা লরী, টায়ার ফেটে পড়ে আছে। তারপর আমরা হাঁফ ছাড়লাম। বল্ দেখি, হেঁ হেঁ—হেঁ হেঁ সাহস না থাকলে ঐ ভাবে পালিয়ে আসতে পারতাম? তুই আমাকে ভীতু বলছিস। এই! এই! কাছে কাছে থাকনা মাইরী। প্রজারা ক্ষেপে আছে জানিস তো। আমরা তাদের ওপর অত্যাচার কম করছি না তো। এ্যাঁ—কারা আসছে—এ্যাঁ—

[কোটাল ছুটে গিয়ে রক্ষীকে জড়িয়ে ধরে। রক্ষী ছাড়াতে চায়।]

রক্ষী — আঃ ছাড় না-দেখি! ভয় কিসের।

কোটাল — না-না—চল পালাই, কেমন।

[কোটাল রক্ষীকে কোলে তুলে নিয়ে প্রস্থান করে]

[মতিয়া, গোবিন্দ, ছাত্র প্রবেশ করে]

গোবিন্দ — অত্যাচার অনেক হচ্ছে। তবে ভয় পেলে আমাদের চলবে না। আমাদের এবার তৈরী হতে হবে। পারবে, আমাদের শেষ করতে?

ছাত্র আমরা তো শেষ হয়েই আছি। নতুন করে কি আর শেষ করবে। কিন্তু আমরা লড়ে মরতে চাই। আর্জি জানাতে গিয়ে কুকুর শিয়ালের মত মরতে চাই না।

মতীয়া কেনে মরবো? হামরা ভী মারবো।

গোবিন্দ মাথা ঠাণ্ডা রাখো মতীয়া। ওদের হাতে অনেক অস্ত্র অনেক সিপাহী।

মতীয়া ও হাম জানতা। লেকীন হামরা কমতি আছি?

গোবিন্দ আমাদের প্রধান অস্ত্র মানুষজন। তাদের একজোট করেই এর প্রতিবিধান করতে হবে।

ছাত্র আমরা লড়বো, পাঞ্জা কষবো ওদের সাথে।

মতীয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ, হামরা লড়বো, আউর জিতিবো।

গোবিন্দ ঠিক আছে মতীয়া, আমরা লড়বো এবং আমরা জিতিবো। কিন্তু আমরা সবাই মিলে লড়বো, তবে তো জিতিবো। চল, তোমাকে আরো একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

মতীয়া আরে! ডর কা বাত বোলতা? হামারা ডর নেহী। তুম লোগ সামালকে চলা যাও।

[মতীয়া এগিয়ে যায়। গোবিন্দ ও ছাত্র ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পরে কোটাল মতীয়াকে ধরে নিয়ে প্রবেশ করে]

কোটাল এই তুই এখানে কি করছিলি? আর সকলে কে কে ছিল? গেল কোথায় সব?

মতীয়া হাম ইধার আয়া দাওয়াইকে লিয়ে।

কোটাল দাওয়াই! তার মানে ওষুধ। কার ওষুধ?

মতীয়া ও তুমার জানতে মানা আছে।

কোটাল আমার মানা আছে? তুই বড় বেড়েছিস্। চল, তোকে যেতে হবে।

মতীয়া কিধার যাউংগা?

রক্ষী রাজার কাছে। তোকে বন্দী করলাম।

মতীয়া কেন?

কোটাল — কেন? তুই রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিস্। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। তোরা তিন চারজন রাজাকে হত্যা করবার কথা বল্যবলি করছিলি। কে কে ছিল রে? বল? নাম বল?

[মারতে চায়]

মতীয়া — মাৎ বলুংগা উস্‌কো নাম। মাত বলুংগা।

কোটাল — মাৎ বলুংগা [ব্যঙ্গ করে]! তোকে বলতেই হবে।

মতীয়া — ম্যায় মরনে ভী শক্‌তা লেকীন উস্‌কো নাম বলুংগা নেহি।

কোটাল — বল্, নাম বল্। কিরে বলবি না? [প্রচণ্ড মারতে থাকে] কি কথা বলছিলি বল্?

মতীয়া — তুমারা রাজাকো দাওয়াই দেনা পড়েগা, সমঝা? তুমারা রাজাকো হঠানেকে লিয়ে দাওয়াই।

কোটাল — তাই নাকি, রাজাকে হঠাবি? [মারতে থাকে] চল, তোকে রাজার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি। রাজাকে হঠাবি? চল রাজাকে হঠাবি চল।

মতীয়া — জরুর! জরুর! জরুর!

[মারতে মারতে মতীয়াকে নিয়ে যায়]

[আলো নিভে যায়]

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজসভার দৃশ্য। রাজা, সভাসদ, মন্ত্রী ও যুবরাজ উপস্থিত। সকলের বেশ উৎফুল্ল ভাব। সময় বিকাল।]

যুবরাজ — আপনি আস্বস্ত থাকতে পারেন পিতা, গত তিনদিনের অভিযানে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছি।

রাজা — আমি শুনে অত্যন্ত খুশী পুত্র। আমার উত্তরাধিকার যে সত্যই যথেষ্ট বুদ্ধি ও কৌশল রাখে তাহা জানিয়া আমি আনন্দিত।

যুবরাজ — না পিতা, আপনার প্রজাকল্যাণ অধ্যায়ের সংশোধিত বিধিগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

রাজা — আমি জানি, জানি তোমার চেষ্টাতেই আমার দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সিংহাসনের ওপর তোমার অধিকার এত অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। মন্ত্রী মহাশয় আপনি ?

মন্ত্রী — কল্পনার অতীত মহারাজ।

যুবরাজ — শত্রুরা কোণঠাসা। গ্রামের পর গ্রাম, বসতির পর বসতি যেখানেই শত্রুর বিচরণ সেখানেই আমার সেবকরা অগ্নি সংযোগ করে ধুলিস্যাৎ করেছে। অত্যাচারে অত্যাচারে বিশৃংখল প্রজাদের শেষ করেছে।

সভাসদ — রাজা মহাশয়ের পাশে যুবরাজ না থাকলে দেশের অবস্থা যে কি হতো ভেবে পাচ্ছি না।

মন্ত্রী — মহারাজও আমাদের কম কিসে ? তিনি দেশের সেবক। তিনি না চাইলে এত তাড়াতাড়ি শান্তি ফিরিয়ে আনা যেত ? অবশ্য যুবরাজ ছিলেন বলেই—

রাজা — আপনারা তাহলে বুঝিয়াছেন আমার পরিকল্পনা কত সার্থক আর আপনাদের যুবরাজ কত কর্মঠ।

সভাসদ — নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তা আর বুঝতে পারবো না ?

মন্ত্রী — মহারাজ, আমরা কি কোন দিন কোন কিছু না বুঝেছি মহারাজ।

সভাসদ — মহারাজের পরবর্তী বাসনা পূর্ণ হোক।

রাজা — চিন্তার কোন কারণ নাই। আমার পরে এই সিংহাসনে বসিবার মত যোগ্য ব্যক্তি তো সমগ্র দেশে একজনই। তিনি তোমাদের যুবরাজ।

সভাসদ — মহারাজ, এক্ষণে এই শুভক্ষণে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি—।

রাজা — নিবেদন করুন।

সভাসদ — সভার কাছে আমার অনুরোধ, মহারাজকে শনদেশের সর্বোচ্চ উপাধী শন পাপড়ীতে ভূষিত করা হউক।

মন্ত্রী — উত্তম, উত্তম। [স্বগতঃ] ব্যাটা মন্ত্রীত্ব বাগিয়ে নিল। আর কি এমন দাঁও পাওয়া যাবে ? [মাথা চুলকিয়ে হঠাৎ] মহারাজ আমার অনুরোধ—আমাদের যুবরাজকে শনদেশের সেরা বীরের সম্মান—শনঝটিকায় ভূষিত করা হউক।

রাজা — উত্তম প্রস্তাব—অতি উত্তম প্রস্তাব।

সভাসদ — [স্বাগতঃ] ব্যাটা আমাকে ল্যাং মারল! দাঁড়া, আমিও হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো। চাকরী—লাইসেন্স—পারমিট কম বাগিয়েছে ?

রাজা — [করজোড় বিনীত ভাবে, হাসিমুখে, মাথা দোলাতে দোলাতে] ঠিক আছে, আমি আপনাদের প্রদত্ত সর্বোচ্চ উপাধী "শন পাপড়ী" সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রী — আমাদের পরমপূজ্য রাজা মহাশয় দীর্ঘজীবী হোন।

মন্ত্রী ও সভাসদ — জয় মহারাজের জয়। জয় মহারাজের জয়। জয় মহারাজের জয়।

যুবরাজ — [উদ্ভট ভঙ্গীতে] আমি রাষ্ট্রের সেরা বীরের সম্মান শনঝটিকায় নিজেকে ভূষিত করিলাম। এই—এই—তোমরা সব—তোমরা সব বল—আঃ চুপ করে কেন ?—বল—বল—তোমরা বল—বল—জয়—তোমরা বল—জয় যুব—বল—জয় যুবরাজের—

মন্ত্রী ও সভাসদ — জয়! জয় যুবরাজের জয়। জয় যুবরাজের জয়।

যুবরাজ — হ্যাঁ—বল—বল—। কোটাল—

যুবরাজ — সিপাহী—রক্ষী এদের বন্দী কর। কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ কর।

গোবিন্দ — কেউ আসবে না। হাজার হাজার মানুষের বাঁধ ভাঙ্গা বন্যায় সব ভেসে গেছে।

রাজা — মন্ত্রী মহাশয়, তাহলে উপায় ?

মন্ত্রী — উপায় ! উপায় তো কিছু আর দেখছি না।

গোবিন্দ — আপনি দেশের শাসনে থেকে আমাদের দারিদ্র্যকে সীমাহীন করেছেন। অত্যাচারের পর অত্যাচার করে আমাদের শেষ করে দিতে চেয়েছেন। আর না—ধনীদের সেবা করে অনেক প্রজাকল্যাণ করেছেন। এবার প্রজাদের মত করে প্রজারা দেশ শাসন করবে।

মতীয়া — রাজা সাহেব, দাওয়াই মিলা ? এ দাওয়াই বহুত সে আচ্ছা রাজা সাহেব—বহুত বহুত সে আচ্ছা।

গোবিন্দ — আপনারা এখন আমাদের হাতে বন্দী।

সকলে — বন্দী ! [সকলে স্থির হয়ে যায়]

[তিনজন চারণ প্রবেশ করে]

চারণ [গান]

শোন শোন সর্বজন শোন দিয়া মন
শনদেশের শেষ কথা করি নিবেদন।
যুগে যুগে দেশে দেশে এমন যেথা হ'ল,
প্রজাবৃন্দ সে সব দেশে শাসনভার নিল ॥
আহা শাসনভার নিল ॥
চাষীরা সব জমি পেল মজুরী মজুরেরা
বিদেশী ধনিকরা সব হ'ল দেশ ছাড়া।
নতুন এই বিধান ক'রে প্রজাদের শাসন
সব মানুষে কাজ দিয়ে আনে নতুন জীবন ॥
আহা আনে নতুন জীবন ॥
যে সব দেশে শনের মত একই চিত্র রবে
মজুর কিষাণ সেই দেশের শাসনভার লবে।
আহা শাসনভার লবে ॥
দমন পীড়ন অত্যাচার শেষ কথা নয়
জনগণ জনগণই শেষ কথা কয় ॥

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

———

রোগ মুক্তি

টগর (মহিলা)

ভজহরি (লোকটা)

মহাদেব

ভিখারি

দত্ত

রাখাল

গাজনের সন্ন্যাসী

সাতকড়ি

সতীশ

মঞ্চ সজ্জা সাধারণ। কৃষক বাড়ীর সামনের দাওয়া। দড়ি টাঙিয়ে কিছু আধা ময়লা, আধাছেঁড়া কাপড় চোপড় ঝোলানো যেতে পারে। সুযোগ সুবিধা-মত সাধারণ আরও কিছু উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্দা যখন খুলবে তখন নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে থেমে থেমে একটা আর্তনাদ শোনা যাবে।

ও বাবা, ও মা। আমি মরে যাব।

[একজন মহিলা ঢোকে। সাধারণ চেহারা]

মহিলা ছেলেটা মরে যাবে। তবু যদি মুখপোড়া মিনসের হুঁস হয়! কবে থেকে বলছি, এটা ডাক্তারের কম্মো নয়। ঠাকুর দেবতা কর। তা নয়। বাবুর বুজরুকীতে বিশ্বেস নেই। ছেলেটা মরলে ও যেন বাঁচে।

[নেপথ্যে আর্ত চীৎকার—মা, ও মা, মা]

মহিলা কেন, তোর গলাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। তুই মর, আমিও গলায় দড়ি দিয়ে জুড়োই। ও থাক ওর ধ্যাতাং ধ্যাতাং নিয়ে।

[হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে]

ষাট ষাট। তুই মরবি কেন, শত্তুর মরুক। যাই বাবা। যাচ্ছি।

[মহিলা চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে একজন ঢোকে। ভিখারী, গান গাইতে গাইতে ঢোকে]

ভজ গৌরাঙ্গ জপ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে জন আমার প্রাণরে।

মাগো কিছু ভিক্ষা দেবে?

[নেপথ্যে—এখন যাও, বাড়ীতে অসুখ]

ভিখারী হবে না!

[নেপথ্যে—বল্লুম তো বাড়ীতে অসুখ]

ভিখারী পেত্যেক দিনই তো বল বাড়ীতে অসুখ। তা কি অসুখ মা! ডাক্তার কবরেজ দেখালেই হয়।

[মহিলা বেরিয়ে আসে]

মহিলা ডাক্তার কবরেজের কম্মো হলে তো কথাই ছিল না।

ভিখিরী তাহলে ঠাকুরের থানে হত্যে দাও। আমার জন্যে বলছি না। রোগটা তো সারাতে হবে।

মহিলা তাতো হবে বাবা। ডাক্তারের ওষুধ তো কাজেই লাগছে না কিন্তু ঠাকুরের ওপর ছেলের বাবার ভক্তি ছেদ্দা নেই।

ভিখারী [জিভ বার করে, নাক মুলে] রামঃ রামঃ। তাহলে কিছু হবে না মা !

মহিলা কেমন করে দিই বলতে পার ! বাড়ীতে অসুখ রেখে ভিক্ষে দেওয়া যায় কেমন করে !

ভিখারী তাহলে যাই !

মহিলা তুমি বলতে পার, কোন ঠাকুরের থানে হত্যে দিলে হয় !

ভিখারী শুনেছি কেষ্টপুরে কার নাকি ভর হয়। তার কাছে গেলে হয় না !

মহিলা সে তো অনেক দূর। কে যায় বলতো !

ভিখারী কেন ছেলের বাবা যাবে।

মহিলা যে দেশে ঘরেই যেতে চায় না সে অতদূর যাবে !

ভিখারী তাহলে ছেলে মরুক।

মহিলা ছোটলোক কোথাকার। বেরোও বাড়ী থেকে। ঝাট্ ঝাট্।

ভিখারী না মা, আমি তা বলিনি।

মহিলা মুখে আগুন মিনসে। তবে রে, [একটা ঝ্যাঁটা তুলে এগিয়ে যায়]

[ভিখারী দৌড়ে পালাতে যায়, সেদিক দিয়ে একজন ঢোকে, ধাক্কা লাগে। ভিখারী দাঁড়িয়ে পড়ে]

মহিলা চরে ফিরলে ! এদিকে এই শতেক খোয়ারীর ব্যাটা ছেলের মরণ কামনা করে পালাচ্ছে, সে খবর রাখো।

লোক মানে !

ভিখারী না, মানে, আমি বলছিলুম কি—

মহিলা খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব।

লোক থামো না। কি হয়েছে! কি বলেছে!

ভিখারী মানে, মা বল্ল ছেলের অসুখ,……

লোক ডাক্তারের ওষুধে কাজ হচ্ছে না!

ভিখারী তাই আমি বল্লুম, কেষ্টপুরে একজনের ভর হয়, তার কাছে যেতে। [থেমে যায়]

লোক [মহিলাকে] তুমি ও তো তাই চাও।

মহিলা ছোটলোক কি সব কথা বলেছে!

ভিখারি তা উনি বল্লেন, কে যাবে?

লোক তুমি বল্লে, আমি যাব।

ভিখারী তা মা বল্ল, বাবু যাবে না। তাই আমি বল্লুম, তাহলে ছেলে মরুক।

লোক মরুক। যাও।

[ভিখারী চলে যায়, মহিলা এবার স্বামীকে নিয়ে পড়ে]

মহিলা হ্যাঁ ছেলে মরুক। এই আমি বলে দিচ্ছি, একফোঁটা ছাই পাঁশও আর ছেলেকে খাওয়াতে দোব না। তোমাকে আজই কেষ্টপুর যেতে হবে।

লোক কেষ্টপুরে গিয়ে কোন লাভ নেই। তা ছাড়া আমি কোন পুরেই যাব না। ডাক্তারবাবু যদি সারাতে না পারেন, অন্য ডাক্তারবাবুর কাছে যাব। তবে টাকা যোগাড় করতে পারলে।

মহিলা কত মুরোদ। নুন আনতে পানতা ফুরোয়। ছেলেটা পনেরো দিন একাশ্বজ্বরী। তার কিছু জোটাবার নাম নেই। বড় ডাক্তারবাবু!

লোকটা টাকাতো নেই। তাইতো বল্লাম, যোগাড় করতে পারলে বড় ডাক্তার বাবুর কাছে যাব।

মহিলা অত টাকা কোথায় পাব! কে দেবে আমাদের। লক্ষীটি এতদিন তো ডাক্তার ওষুধ করলে। ছেলেটা আরো ভুগলে বাঁচবে না। একবার যাও কত লোক তো যায়।

লোকটা কেন বোঝ না, ওসবে কিছু হয় না। মাঝখান থেকে কষ্ট বাড়ে। যদি সত্যিই ওসবে কিছু হত, তাহলে কি এত ডাক্তার, এত ওষুধ, এত হাসপাতাল এসব থাকতো।

মহিলা অহলে যাদের সারে!

লোক — কারোর সারে না। মানে ঠাকুর দেবতার জন্যে সারে না। হয় ওষুধে সারে। নয়তো বিশ্রামে সারে।

মহিলা — এই আমার মাথার দিব্বি, তুমি আজ কেষ্টপুরে যাও, নয়তো আমার মরা মুখ দেখবে। তার আগে ছেলেকেও আমি মারব। তুমি তোমার জেদ নিয়ে থাকবে।

লোক — পাগলামো করবে না। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এখন কোথায় উপায় ভাববো তা না, মাথার দিব্যি দিয়ে যাচ্ছো।

মহিলা — তুমি চাওনা, ছেলেটা বাঁচুক।

লোক — একটাও বাজে কথা বলবে না।

[ভেতর থেকে আর্ত চীৎকার ভেসে আসে, মাগো, মা]

মহিলা — যাইরে, যাচ্ছি। [মহিলা চলে যায় লোকটা জামা খুলে তাবের ওপর ফেলে দেয়। ভজহরি, ভজহরি বলতে একজন আসে]

আগন্তুক — আরে এই তো ভজহরি, খোকা কেমন আছে ?

ভজহরি — একই রকম, আচ্ছা মহাদেব দা, নতুন ডাক্তারটা কেমন বলতো ? জ্বর তো ছাড়ছেই না।

মহাদেব — কিছুই তো জানি না। হরিহর ডাক্তার যখন ছিল, তখন যমকে কাঁচকলা দেখাতাম। বুড়োর মেজাজটা খারাপ ছিল। কিন্তু রুগী হাতে নিলে বোধহয় যমও কাঁপত। সেই ডাক্তারটা একদিনের জ্বরে মরে গেল। খুব বিপদ ভজহরি। নতুন ডাক্তারকে অবশ্য এখনও বাড়ীতে নিতে হয় নি।

ভজহরি — এদিকে তো আমার বউ ঠাকুরের থান, ঠাকুরের থান করে জ্বালিয়ে মারছে।

মহাদেব — ওর আর দোষ কি বল! মায়ের প্রাণ। ও চাইছে ছেলেটা যাতে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠে।

ভজহরি — কিন্তু আমার তো প্রাণ বার করে দিল। কদিন ধরে একটানা বলে চলেছে এক কথা।

মহাদেব — কিন্তু জ্বরটা যে ছাড়ছে না—এটাও তো বিপদের কথা।

ভজহরি — তাতো ঠিক। কিন্তু ঠাকুর দেবতা করলে কি সারবে ?

ভজহরি — ওর ঠাকুর ওকে শান্ত করবে। আমাকে জ্বালিও না।

মহাদেব — নাঃ তোরা দুজনেই দেখছি ক্ষেপে আছিস। তোর এখন কি মাথা গরম করার সময়!

[দূর থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, বলে ব্যোম তারক ব্যোম। ভোলে বাবা পার করে গা, জটা ধারী পার করেগা, ব্যোম ব্যোম, তারক ব্যোম]

[আওয়াজ শুনেই মহিলা ভেতরে ঢুকে যায়]

ভজহরি — ঐ শালা বাবার বাচ্ছারা চলল। কোঙার ঠিক বলতো সংকট যত বাড়বে, বাবা তত বাড়বে।

মহাদেব — কোন কোঙার! ও তোদের সেই নেতা কোঙার। যে নিজের বাপের গোলা পার্টির ছেলেদের দিয়ে লুট করিয়ে ছিল সেই কোঙার! কি যেন নামটা!

ভজহরি — কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। [মহিলা আসে]

মহিলা — এই সওয়া পাঁচ আনা পয়সা ওদের কাউকে দিয়ে আসুন না, ওরা আমার ছেলের নামে বাবা তারকনাথের পুজো দেবে। আর একটু প্রসাদ আর প্রসাদী ফুল আনতে বলে দেবেন। [মহাদেব এগিয়ে যায়]

ভজহরি — তুমি বাবা তারকনাথের কত নম্বর মেয়ে বলে দিলে না।

মহিলা — পশুর প্রাণে তোমার চেয়ে বেশী মায়া!

ভজহরি — বটেই তো, ওদের ডাক্তারও নেই, ঠাকুরও নেই। কারণ পশু মানুষ নয় বলেই পশু, মানুষ পশু নয় বলেই মানুষ। অবশ্য সব মানুষই মানুষ নয়। সবাইকে মানুষ হতে হয়।

[ইতিমধ্যে মহাদেব ফিরে আসে]

মহাদেব — কি গোলোক ধাঁধার মত কথা বলে যাচ্ছ। পশু মানুষ, মানুষ পশু।

ভজহরি — ঠিকই বলেছ, তবে পশুদের মধ্যে মানুষ থাকে না। মানুষের মধ্যে অনেক পশু থাকে।

মহিলা — যেমন তুমি একটি। আস্ত পশু।

মহাদেব — বৌমা ভেতরে যাও। না, থাক আমিই চলি।

ভজহরি — যাবে কেন; ঠাকুর ডাক্তার ঠাকুর ডাক্তার, খেলায় মেতেছ, খেলা শেষ না করেই যাবে!

মহিলা — কথার ছিরি শুনলে গা জ্বালা করে।

ভজহরি — ঠাকুরের থানে হত্যে দিলে জ্বলুনী কমে।

মহিলা — ঠিক আছে, আমিই ছেলেকে নিয়ে কেষ্টপুরে যাব।

ভজহরি — খবরদার রুগ্ন ছেলেকে রোদে বার করলে আমিই তোমাকে মেরে ফেলব।

মহাদেব — দ্যাখ ভজহরি, একটি কথা তোমাকে বলতেই হবে। তুমি যে এত ডাক্তার ডাক্তার করছ, সেই ডাক্তাররাই তো বলে ওষুধ দেবার [illegible] দি[illegible]। মারা, বাঁচা ভগবানের হাত।

ভজহরি — তাদা ভগবানও জানে না। ডাক্তারীও জানে না।

মহাদেব — মানে?

ভজহরি — তোমাদের মত। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনিও বলবে আবার খাবারের তো পা নেই যে নিজে নিজে হেঁটে এসে মুখে ঢুকবে—এসবও বল। হাতে ব্যাগ কেন?

মহাদেব — তোমার মাথাটা আজ বেশ গরম দেখছি।

ভজহরি — হাতে ব্যাগ কেন বললে না! মহাদেব দা জান, অন্য কেউ ঠকালে ধরার সুযোগ থাকে। কিন্তু নিজেই নিজেকে ঠকালে বোঝাই যায় না ঠকাচ্ছি। ধরা তো দূরের কথা।

মহিলা — পেটের ভাত যোগাড়ের মুরোদ নেই। মিনসে আমার নেতা হয়েছে। নেতাদের মত বক্তিতে শিখেছে। কত কথা। বক্তিমে শিখতে পার, রোজগার করতে শিখতে পার না। তাহলে না হয় বড় ডাক্তারই হত।

ভজহরি — এই তো ভালোমানুষের মেয়ের মত কথা। মহাদেব দা দ্যাখ না মাইরী, সত্যিই কিছু টাকার দরকার। রাঙ রত্তি বেচার মত আর কিছুই নেই। এই ভিটেটা বেচে শহরের বস্তীতে যে যাব, তাহলে মাথা গোঁজার জায়গা আর কোনদিন করতে পারব না। মিল

খুলবেই। খোলাতেই হবে। কিন্তু যার জন্যে এত কথা কাটাকাটি, তাকে সারাতে ভিটে বেচলে পরে তাকে দাঁড়াতেই হবে পথে।

মহাদেব কিন্তু কে শুধু হাতে টাকা দেবে বল?

ভজহরি হ্যান্ড নোট দেবে।

মহাদেব মুখ্যু হলে না হয় হত। তোকে একশ টাকা ধার দিয়ে তো হাজার টাকা লেখাতে কেউ পারবে না। আমাদের দুদিকেই কাটেরে। সরকারী ফৈজত্ মহাজনী হুজ্জুৎ। তুই যে ব্যাঙ্কের কাছে বাড়ী বাঁধা রাখবি তার হাজার বায়নাক্কা। আর মহাজনের কাছে? সে লেখা থাকবে এক হিসেব, মুখে চাইবে আর এক। তোর সেদিকেও বিপদ। তুই যে অনেক কিছুই জানিস। কে আর যেচে হাড়ী কাঠে মাথা দেবে বল। তুই বরং নতুন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বল।

মহিলা না এই ডাক্তারের ওষুধ আমি আর ছেলেকে খাওয়াব না।

মহাদেব মাথা গরম কর না। খোকা তোমার মত ওরও ছেলে। তুমি ভেতরে যাও।

মহিলা [থতমত খেয়ে যায়] না ওর ওষুধে তো

মহাদেব বৌমা ভেতরে যাও। [মহিলা দুজনের দিকে দেখে চলে যায়] ভজহরি।

ভজহরি উঁঃ। [তাকায়]

মহাদেব আমি দেখছি টাকা যোগাড় করা যায় কিনা তুই না হয় বৌমাকে শান্ত করার জন্যই একবার কেষ্টপুরে গেলি।

ভজহরি না।

মহাদেব এ তোর ভারী অন্যায় জেদ। একটু বোঝাপড়া করে চল।

ভজহরি মিছিমিছি একটা মিথ্যের সঙ্গে রফা করে কেন যে চলতে বলা।

মহাদেব তোর কথার ঠিক কি জবাব তা আমি জানি না। তবে সারাটা জীবনই তো আর সব সাচ্চা দিয়া আমরা কেউই চলি না। এমন কি পান না মেশালে খাঁটি সোনার গয়নাও হয় না।

ভজহরি — আর পান মেশাতে শুরু করলে পরে সোনাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখ, মহাদেব দা মিথ্যেটা খুব সোজা, সত্যি টা খুবই শক্ত।

মহাদেব — যাক্ যা করার করবি। তবে সব দিক সামলে চলাই ভাল।

[মহিলা আসে]

মহিলা — আমি প্রধানের কাছে যাব।

মহাদেব — হঠাৎ

মহিলা — প্রধানকেই জিজ্ঞেস করব, এ সময় গাজোয়ারী ঠিক কিনা। আমার ছেলে যাতে সারে, আমি তা করতে পারব না কেন ?

ভজহরি — প্রধান কি করবে ?

মহিলা — প্রধান বিচার করবে।

ভজহরি — আবার পাগলামো শুরু করেছ ?

মহিলা — বার বার এক কথা বলবে না। ঘরে দেখ গিয়ে ছেলেটা আমার কেমন নেতিয়ে পড়েছে। যা খাওয়ালাম সব তুলে দিল। না খেয়ে খেয়েই তো ছেলেটা মরে যাবে।

ভজহরি — যদি তোমাদের ভগবান বাঁচাতে পারত, কেউই মরত না।

মহিলা — সে তো তোমাদের ডাক্তারবাও পারে না।

ভজহরি — ডাক্তার পারে না যখন রোগটা সারাবার নয়, আর ভগবান পারে যখন রোগটা মারবার নয়। বুঝলে !

মহাদেব — পাঁচালী বন্ধ কর। ছেলেটাকে একবার দেখে আয় দরকার হলে এখুনি একটা কিছু করতেই হবে।

মহিলা — [হঠাৎ মহাদেবের পায়ের কাছে পড়ে] আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দিন। এ আর অন্য কোন ভাবে সারবে না। বাপের পাপে ছেলে ঠাকুরের কোপে পড়েছে। আপনি ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিন।

ভজহরি — তবেই বোঝ তোমার ঠাকুর কত বড় শয়তান আমার সঙ্গে না পেরে উঠেবাচ্চাটাকে নিয়ে পড়েছে।

মহাদেব — কি হচ্ছে ভজহরি—এখন কি এ সমস্তর সময়। ওঠ বৌমা। (উঠে পড়ে)

মহিলা মুখপুড়ী। ঠাকুর দেবতা নিয়ে খেলা! আর কত সর্বনাশ করবে! সব শেষ হয়ে ঠেকেছে তো একটা ছেলে আর একটা লোহাতে। [বাঁ হাতটা কপালে ছোঁয়ায়] যম সেটাকেও খাবে। [একজন লোক ভজহরি বলতে বলতে আসে। পরনে ধুতি, ফতুয়া, চটি, মহিলা ভেতরে চলে যায়]

ভজহরি আরে আপনি। বসুন দত্তমশাই।

দত্ত বসার কি আর উপায় আছে বাবা। আরে মহাদেবও যে এখানে কি ব্যাপার। যাক দুজনকেই একসঙ্গে পেয়ে গেলাম।

মহাদেব হ্যাঁ, এখুনি একটু ভজহরির কাছে এসেছিলাম।

দত্ত তা ভাল। সেই বল না মন খেতে চায় চিনি, যোগায় চিন্তামণি। তা ভালোই হল, তোমার কাছে তো যেতেই হত। এ একসঙ্গে দুজনকেই পেয়ে গলাম।

ভজহরি হ্যাঁ মানে আপনারটা…

দত্ত আমারটা আমাকেই বলতে দাও। কি বল হে মহাদেব—

মহাদেব মানে আমি আর

দত্ত কি বলবে হ্যাঁ। হাঃ হাঃ হাঃ। তা তোমাদের তো বলার কিছুই নেই। বলব আমি, দেবে তোমরা, তাই না! এতদিন তোমরা বলেছ, আমি দিয়েছি, আজ একটু পাশাটা উল্টো চাল। কতদিন আর তোমাদের চিত হাতে আমাকে উপুড় হাত হয়ে থাকতে হবে বল। তারও তো একটা সীমা আছে। এবার আমার হাত চিত : তোমাদের হাত যে বাবা উপুড় করতে হয়।

ভজহরি আপনার অসুবিধেটা বুঝি, কিন্তু,—

দত্ত মহাদেব, তোমার কথা—

মহাদেব ভীষণ জড়িয়ে পড়েছি।

দত্ত তাই দুজনেই আমাকে শুধু হাতে ফিরতে বলছ কেমন ?

ভজহরি কি যে বলি। মানে আপনার চিন্তামণি আমার যে চিনি যোগায় না।

দত্ত কথা তুমি কোনদিনই খারাপ বল না। তবে কিনা ঘুমন্ত সিংহের মুখে হরিণ ঢোকে না, এটাও তো জান।

ভজহরি — ঐখানেই তো গোলমাল।

দত্ত — গোলমাল কিছুই নেই বাবা, জগত চালায় চিন্তামণি, কিন্তু সেটা তিনি তোমাকে দিয়েই করিয়ে নেন। আমরা যে চলি, সেও তাঁরই ইচ্ছে।

ভজহরি — কিছু মনে করবেন না, এই যে আমরা খালি চিত হাতে আছি উপুড় হাত করতে পারছি না, বা আপনি শুধু উপুড় হাত করে আছেন, চিত হাত করতে পারছেন না, এও তো সেই চিন্তামণিরই ইচ্ছে। তাহলে আপনি কেন চিন্তামণির ইচ্ছেয় বাধা দিচ্ছেন।

দত্ত — তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসি নি। ঠাকুর দেবতা নিয়ে ছেলে খেলা কর না। আমার টাকায় কি হবে।

মহাদেব — দ্যাখ ভজহরি তোকে পই পই করে বলেছি, তুই যা বিশ্বেস করিস, তা নিজের মনে রাখ। আমাদের সমাজ নিয়ে, সংসার নিয়ে ঘর করতে হয়।

দত্ত — তা তো ঠিক।

মহাদেব — তা নয়, ছেলের রোগ নিয়ে করবি ঐ এক খেলা।

দত্ত — কি রকম!

মহাদেব — ওর ছেলের রোগ নতুন ডাক্তার সারাতে পারছে না। ওর বৌ ছেলেটার জন্যে পাগল হতে বসেছে। সেই তার কথাতেও ও ঠাকুর দেবতার নামে একবার মাথাটা নীচু করতে যেতে পারছে না। কি হতে কি হয় তা সব হয়ত বলা যায় না, কিন্তু বৌটাতো শান্তি পায়। আবার ছেলেটাও সুস্থ হতে পারে।

দত্ত — তা ভজহরি বলে কি! কিগো কি বলছ!

ভজহরি — ডাক্তার যা পারে করুক।

দত্ত — তার তো টাকা লাগে! সেটা আসছে কোত্থেকে!

ভজহরি — ধার কর্জ করে চালাতে হচ্ছে।

দত্ত — সেখান থেকেই আমারটা মিটিয়ে দাও।

ভজহরি — তাহলে গরীবের ছেলে টাকার অভাবে চন্নমেত্তর ওপর পড়ে যাক —এটেই আপনি বলছেন।

দত্ত	আমার কথা একটাই, চিকিচ্ছের জন্যে টাকার যোগাড় করতে পারলে আমারটাও মেটাও।

ভজহরি	তাহলেও তো এটা প্রমাণ হয় না যে ঠাকুর দেবতা রোগ সারাতে পারে।

দত্ত	কে কি পারে—তা তুমি তোমার মত করে ভাব। দুদিনের ভেতর টাকা আমার চাই।

ভজহরি	এখন কোথা থেকে দেব। কিছু টাকা পেলে বড় ডাক্তার এনে ছেলেটাকে দেখাতুম। তাই পাচ্ছি না।

মহাদেব	ভজহরি আমাদের অত আদিখ্যেতা সাজে না।

ভজহরি	তুমি চুপ কর। বলেছিলে টাকা পারলে যোগাড় করে দোব। পারলে ভাল, না পারলেও চলবে।

দত্ত	এ্যাঁ মহাদেব! তুই নাকি টাকা যোগাড় করে দিবি? তা আমারটাও একসাথেই দিয়ে দিস বাবা।

মহাদেব	না মানে আমি ওকে বলেছিলাম। কে আর টাকা দেবে বলুন, সে তো আপনার কাছেই যেতে হত।

দত্ত	শুধু হাতে আর চিঁড়ে ভিজবে না রে।

ভজহরি	কিন্তু আমরা তো মেরে দেব না।

দত্ত	রামঃ রামঃ, মারার কথা উঠছে কেন বাবা, বলছি আমাকে বাঁচা।

ভজহরি	কারখানা না খুললে কিছুই দিতে পারব না।

দত্ত	তা বললে কি হয়। আর মহাদেবের তো কারখানাও নেই, মহাদেব কি করে মেটাবে।

মহাদেব	এবারেও যদি খরাটা না হয়, পরপর দু' তিনটি মরশুম ভাল বর্ষা পেলে—দেখবেন সব দিয়ে দেব।

দত্ত	তেঁতুল বীচি ছড়িয়ে কি খাজনা মেটান যাবেরে! জমি ছাড়!

মহাঃ ও ভজঃ মানে!

দত্ত	ধারের বদলে জমি লিখে দে। তোদের তো আর ঠকাচ্ছি না। যত টাকা তোদের কাছে পাব, সেই মত জমি লিখে দে।

ভজহরি	কিন্তু আমরা তো আর শুধু হাতে টাকা নিই নি।

দত্ত — মাল বুঝে ফেরত নিয়ে আসবি। আমি তোদের যত টাকা দিয়েছি, সেটা আর যা সুদ হয় সেই পরিমাণ টাকার বদলেই জমি নেব। সে এক কাঠা হয় এককাঠা এক বিঘে হয় তাই।

মহাদেব — কিন্তু জমিই বা কই, খাস জমি যেটুকু পেয়েছি তা আপনাকে লিখে দিলে, তারপর ?

দত্ত — ভজহরি—তোর কি মত ?

ভজহরি — আমার এই ভিটে ছাড়া আর কিই বা আছে।

দত্ত — তাহলে তোরা আমার সঙ্গে কোর্টেই দেখা করিস। দেখা হবে। ব্যাঙ্ক ঋণ, পঞ্চায়েত, ফুড ফর ওয়ার্ক—নাম তো খুব কম শোনালি না বাবা। হরির শত নামের মত ভজা পাওয়া ভার। তা যাক্ কোর্টেই দেখা করিস।

মহাদেব — কিন্তু এখন ভজহরির ছেলেকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি আর কটা দিন সবুর করুন। হাত জোড় করছি।

দত্ত — তোদের হাতজোড় করলে চলে। আমার টাকা দিয়ে দে। তোদের ভিটে, জমি তোদেরই থাকবে। আর তা না হলে আঙুল তো বেঁকাতেই হবে রে।

[মহিলা ঢোকে। এসেই দত্তের পায়ে পড়ে]

মহিলা — আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি বাবা। এখন একটু জিরেন দেন। আমাদের এই বিপদে অন্যায় দাঁড় করাবেন না। কথা দিন।

ভজহরি — টগর ভেতরে যাও।

দত্ত — আরে পা ছাড়। এ সব কথায় কি তোমার থাকা উচিত! নাঃ নাঃ এ ভাল নয়। তোমার স্বামী টাকা ধার করে শহরের ডাক্তার আনতে পারে, আমার টাকা শোধ দিতে পারে না।

টগর — সে কথা আমি অনেক বলেছি।

দত্ত — সে তোমাদের মেয়ে পুরুষের কথায় আমার দরকার নেই। কিন্তু ঠাকুর দেবতা নিয়ে ছেলেখেলাও ভাল নয়। এই বলে দিলুম। অবিশ্যি সেটা ভজহরির ব্যাপার। পা ছাড়।

[জোরে পা টানে, টগরের মুখেই লাথি লাগে]

টগর — লাথি মারুন, ঝাঁটা মারুন, মেরে ফেলুন, ভিটেটায় হাত দেবেন না।

ভজহরি — ভিটেয় হাত দিলেই হল? এটা কি মগের মল্লুক! পা ছাড় ভেতরে যাও।

দত্ত — মগের মল্লুক কেন হবে! তোদের মল্লুক। আমিও দেখব তোদের মল্লুকে বিচার পাই কি না। কোর্টেই দেখা হবে।

[পা ছাড়িয়ে চলে যায়]

ভজহরি — ভিটে লিখে দেব। আবদার। শুনলে তো গরীবের ছেলের রোগে বড় ডাক্তার দেখাতে নেই। এই তো তোমাদের ঠাকুরের বিচার!

টগর — ওগো তুমি আর ঠাকুরের কোপ বাড়িও না। তোমা ছেলেটা ঘরে। তোমার কাজ নেই। মহাজন শাসিয়ে গেল। আর কোপ বাড়িও না। [হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে]

ভজহরি — এ কি শুরু করলে। অসুখ কি আর কারো ছেলের হয় না? লক্-আউট কি একা আমার বেলায় হয়েছে। না মহাজন শুধু আমাকেই একা শাসায়।

টগর — আমি কিচ্ছু জানি না। তুমি না যাও আমি কেষ্টপুরে যাব। মা তারা ভীষণ জাগ্রত। ভালো করলেও মঙ্গল, খারাপ করলেও তাই।

ভজহরি — মালিকের লাভ ছাড়া কথা নেই। পাওনাদারের টাকা ছাড়া কথা নেই, বাড়ীতে ঠাকুর ছাড়া কথা নেই। আমার কি কোন কথা থাকবে না।

টগর — তুমি যা চাও তাই বল। শুধু আমার একটা কথা রাখ। রাখালকে একবার ডেকে আন আমি রাখালের সঙ্গেই যাব।

মহাদেব — ভজহরি, মনের কথা মনেই রাখ। বৌমাকে যেতে দাও।

ভজহরি — আমি কিছু জানি না।

মহাদেব — আমি না হয় রাখালকে ডেকে আনছি। [চলে যায়]

ভজহরি — যা খুশী কর। কিন্তু যা ওষুধ আছে, তা বন্ধ করা চলবে না।

টগর — তাই হবে।

[উচ্চৈস্বরে গান গাইতে গাইতে অন্য আর একজন আসে গাজনের সন্ন্যাসী]

তারকব্রহ্ম তারকনাথে ডাক্‌রে আমার মন
বাবা শ্মশানে থাকে, গায়ে ভস্ম যে মুখে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে দিলেন দরশন।
বাবার নামটি মৃত্যুঞ্জয় তারে শমন করে ভয়,
ভক্তি ভরে ডাকলে পরে বিপদ নাহি রয়।

ভজহরি — এত চেঁচাচ্ছ কেন, ভিক্ষে টিক্ষে হবে না।

টগর — না, না বাবা। কিছু মনে কর না। বাড়ীতে অসুখ। এখন তো দিতে নেই।

লোকটা — বাবা তারকনাথের নামে দিলে দোষ নেই মা।

ভজহরি — বল্লাম তো হবে না।

টগর — তুমি চুপ কর। [সন্ন্যাসীকে] তুমি বলছ দোষ নেই!

ভজহরি — আরে এতো ভালো বিপদ হল।

[বছর চোদ্দ পনেরোর একটা ছেলে আসে]

এই যে, এসে গেছে তোমার ভাই।

টগর — রাখাল, একবার কেষ্টপুর যাব।

রাখাল — হ্যাঁ মহাদেব কা তো বল্ল। এখন যাবি তো।

টগর — হ্যাঁ, হ্যাঁ এক্ষুনি।

লোকটা — মা।

টগর — না, না হবে না। যাও।

[লোকটা টগরকে একবার ভাল করে দেখে চলে যায়]

আমি এক্ষুনি তৈরী হয়ে আসছি। [টগর ভেতরে যায়]

ভজহরি — শালাবাবু তাহলে তুমি দিদিকে নিয়ে চললে?

রাখাল — হ্যাঁ মহাদেব কা বল্ল দিদিকে কেষ্টপুর নিয়ে যেতে হবে। বাবাও সব শুনেছে। এসে পড়ল বলে।

ভজহরি — যাও, যা দেখবে শুনবে সব এসে বলতে হবে, কেমন?

রাখাল — মানে!

ভজহরি — মানে ঐ যার ওপর ভর না কি হয়, সে কেমন করে সব শুনল, কেমন করে ভাবল, কেমন করে কি কি বল্ল, এই সব!

রাখাল	তাতে কি হবে ?

ভজহরি	যারা যাদু দেখায়, তারা কত ভান করে দেখেছ তো ?

রাখাল	ধ্যাৎ, ঠাকুর আর যাদু এক হ'ল।

ভজহরি	হ্যাঁগো শালাবাবু—সব এক।

রাখাল	কি যে বলেন।

[দুদিক দিয়ে টগর, মহাদেব ও আরও একজন ঢোকে]

টগর	বাবা তুমি এসে গেছ। ভালোই হল, রোগা ছেলেটার কাছে থাকতে পারবে। আমি যাচ্ছি। [টগর আর রাখাল চলে যায়]

ভজহরি	বসুন।

মহাদেব	তোমাকে তো সবই বল্লাম সাতকড়ি দা। এদিকে ছেলেটার বাড়া-বাড়ি অসুখ। তোমার মেয়ে তো ঠাকুর ঠাকুর করে পাগল হয়ে উঠেছিল। তারপর দত্ত মশাই-এর হুমকী। হ্যাঁ, ভাল কথা। ভজহরি প্রধানের সঙ্গে দেখা হল। সব বলেছি।

ভজহরি	কি বল্ল।

মহাদেব	সব শুনল। তোমার কাছ থেকেও শুনবে বল্ল।

ভজহরি	সময় করে একবার যেতে হবে।

সাতকড়ি	এখনই যাও না। আমি আর মহাদেব তো আছি।

ভজহরি	তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দেখি চা করার মত কিছু আছে কিনা!

সাতকড়ি	ওসবের দরকার নেই।

ভজহরি	সকাল থেকে আমারও কিছু খাওয়া হয় নি। ও তো না খেয়েই গেল।

সাতকড়ি	তাহলে দ্যাখ। [ভজহরি ভেতরে যায়]

মহাদেব	দ্যাখ কিছু আছে কিনা! নয়তো আমাকেই উঠতে হবে। আমার বন্ধু হলেও, তোর শ্বশুর বলে কথা।

সাতকড়ি	আর শ্বশুর জামাই। সবাইকার মাথাই এক হাঁড়িকাঠে।

মহাদেব	তা যা বলেছ।

[একজন আসে। পরনে ধুতি আর শার্ট। পায়ে চটি]

মহাদেব	আরে প্রধানও তো এসে গেল দেখছি। সাতকড়ি, এই আমাদের

এবারে প্রধান হয়েছে। সতীশ মণ্ডল। আর এ হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভজহরির শ্বশুর। সাতকড়ি দাস।

[দুজনেই আলতো করে হাতজোড় করে]

সতীশ চলেই এলাম।

সাতকড়ি ভালোই করেছ। এই রে তুমি বলে ফেল্লাম !

সতীশ ঠিক আছে, ঠিক আছে।

সাতকড়ি অবিশ্যি তুমি বোধহয় টগরের বয়সীই হবে। তাই না মহাদেব।

মহাদেব দু' এক বছরের বড় হতে পারে।

সাতকড়ি ঐ একই ব্যাপার।

সতীশ ভজহরি কোথায় !

মহাদেব ভেতরে আছে, ডাকছি।

সতীশ আসুক না ! সময় আছে।

[ভজহরি একটা কাঁসিতে কিছু মুড়ি, কাঁচা পেঁয়াজ নিয়ে আসে]

ভজহরি আরে সতীশ তুমি এসে গেছ। চা কম পড়বে।

মহাদেব ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ভজহরি চা টা নিয়ে আসছি। [ভজহরি চলে যায়। সকলে মুড়ি খেতে থাকে। ভজহরি কেটলি আর গেলাস নিয়ে আসে]

ভজহরি আগে চা মুড়ি হোক, তারপর সব বলব সতীশ, কেমন।

সতীশ [একগাল মুড়ি চিবুতে চিবুতে হাত তুলে] ঠিক আছে।

[সবাই খেতে থাকে এমন সময় টগর আর রাখাল ঢোকে]

ভজহরি কি হ'ল, গেলে না।

টগর [সবাইকার দিকে পেছন দিয়ে, জামার ভেতর থেকে কি একটা বের করে ভজহরির হাতে দ্যায়]
এইটা বেচে খোকার জন্যে বড় ডাক্তার নিয়ে এস।

ভজহরি কি হল। [টগর চলে যায়]

মহাদেব কি ব্যাপার বল তো।

সাতকড়ি এই রাখাল, তোরা ফিরে এলি কেন ?

রাখাল	আমরা আর গেলাম কই।
সাতকড়ি	কেন গেলি না ?
রাখাল	গিয়ে কি লাভ হত ?
মহাদেব	কেন ?
সাতকড়ি	কি হয়েছে সব বল।
রাখাল	আমরা তো যাচ্ছিলাম। বাস রাস্তার মোড়ে দেখা একটা লোকের সঙ্গে দেখা, দিদি তাকেই কেষ্টপুরের কথা জিজ্ঞেস করল। লোকটা বল্ল যে সে তার বাড়ীতে কাজ করে। ওর মুখেই শুনলুম তারায় ভর হওয়া বাবা এখন কেষ্টপুরে নেই কলকাতা গেছে।
ভজহরি	এটা কোত্থেকে পেল ? [রুপোর মল দেখায়]
রাখাল	ঐ শুনেই তো দিদি বাড়ী গেল। মাকে কি সব বল্ল। মা এটা দিল।
ভজহরি	ব্যাপরটা পরিষ্কার হল না।
রাখাল	দিদিকে জিগ্যেস কর, আমি আর কিছু জানি না।

[সাতকড়ি ঘরে গিয়ে টগরকে ডেকে আনে]

মহাদেব	বল বৌমা, কি বল্ল লোকটা ?
টগর	[চোখ ভর্তি জল, বোঝা যায় কাঁদছিল] বাবা কলকাতা গেছে। আমি মার থেকে আমার ছোট বেলার মল জোড়ার এক পাটি নিয়ে এলাম। বেচে খোকাকে ডাক্তার দেখাবার জন্যে নিয়ে এসেছি।
সতীশ	ভজহরি, তোমার স্ত্রীকে মাঝখানটা বলতে বল। একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।
ভজহরি	টগর
টগর	কি আর বলব। বাবার ছেলের নাকি খুব অসুখ, তাই কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছে।
ভজহরি	দেখলে মহাদেবদা, আমাদের বেলায় বাবার জল, বাবার বেলায় ডাক্তার। বুঝলে কিছু।
টগর	যাও, এটা বেচে ডাক্তার নিয়ে এস। ছেলেটাকে আমার বাঁচতে দাও।

চিঠি

[গ্রাম্য পথ। পথের একপ্রান্তে একটা বাড়ির সামনের দিক অর্থাৎ ডান দিকের উইংস চেপে বাড়িটা। বাঁ দিকের উইংস প্রবেশ প্রস্থানের একমাত্র পথ। সময় ভোরবেলা। ভোরের পাখির ডাক ভাসছে। বাড়ির ভেতর থেকে স্তবপাঠের আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ির সামনের জায়গাটায় একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা পায়চারি করছেন, এমন সময় পর্দা খুলবে। পর্দা খোলার পর দেখা যায় একজন বয়স্ক গ্রাম্য গরীব মানুষ ও একজন অল্পবয়স্ক ছেলে, ৮/১০ বছর বয়স হবে, ঢোকে। পরনে ছেঁড়া মলিন জামা কাপড়, পা ধুলো ধূসরিত। তারা ঢোকার পরে পরেই, আর একজন প্রৌঢ় গরীব মানুষ ঢোকে—পোশাক অনুরূপ, পায়ে অল্প ধুলো। শেষোক্ত জন প্রথমোক্ত বয়স্ক মানুষকে ডাকে। মহিলা বাড়ির ভেতরে চলে যান]

গণেশ — বলি, ও শ্যামদাদা, এই সাতসকালে হন হন করে চললে কোথায়! আমি বাড়ি থেকে তোমাদের দেখেই ছুটে চলে এলুম। বাচ্চাটাকেও খুব হাঁটিয়েছ দেখছি।

শ্যামা — না, এট্টা খুব বিপদে পড়েছি।

গণেশ — তা তো বুঝতেই পারছি, এই ভোরেই তো পায়ে সাত গাঁ'র ধুলো মাখিয়েছ। তা বিপদটা কি?

শ্যামা — সে আর বলো না ভায়া, কাল রাত থেকে দু চোখের পাতা এট্টু খানিও এক করতে পারিনি।

গণেশ — কেন?

শ্যামা — আর কেন? কাল রাতে গঞ্জ থেকে দিনের মজুরী নিয়ে ফিরতে ফিরতে তো প্রায় ধরো বেশ ভাল রকমের রাত হয়ে গেল। আসার পর ছেলেটা এইটা দিল। ! কে না কে এটা পাঠিয়েছে। [একটা খাম দেখায়]।

গণেশ এটা কি ? এতো বাবুদের হাতে দেখি ।

রাম পোস্টাপিসের পিয়ন বল্ল এটা চিঠি । আমায় দিয়ে বল্ল চিঠিটা বাবাকে দিস । সেই যে, কাঁধে থলে নে গাঁয়ে চিঠি বিলি করে লোকটা ।

গনেশ তাতো বুঝলুম । কিন্তু আমাদের লোকে চিঠি দ্যায় !

শ্যামা সেইটাই তো বলছি গণেশ, আমাদের কে এসব দেবে । কোনোকালে আমাদের বাপ দাদা, কেউ এরকম কিছু পায়নি, তাইতো বড় বিপদ ঠেকছে ।

গণেশ তা তো বিপদ বটেই ! একটা উটকো জিনিস বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এলে বিপদ তো লাগবেই ।

শ্যামা আরে বাবা, এদ্দিন যা কিছু বিপদ হয়েছে—তা করেছে জমিদারের পাইক, লেঠেল । বড়জোর নায়েব গোমস্তা বাবু আগে ভাগে ফরমান আউড়ে গেছে, তারপর বিপদ করেছে জমিদারের লেঠেল । কিন্তু এ কি ফ্যাসাদ বলতো !

গণেশ খুব ভাবনার কথা ।

শ্যামা আর শুধু কি তাই ! এটা কে পড়বে বল তো । আমাদের গাঁয়ে ঘরে তো আর গাণ্ডাগন্ডা নেকাপড়া জানা বাবু নেই । আর আমরা তো গণ্ড-মুখ্যু কে দিল, কেন দিল, কে ওসব বলবে বল তো ?

রাম আমি কবে থেকে বলছি, বাবা আমি পাঠশালা যাব, তা যেতে যেমন দিলে না, এখন ঠিক হয়েছে ।

শ্যামা পাকামো করনি না রামা ! পাঠশাল যাবে । সোমত্ত ছেলে নেকাপড়া শিখে খাওয়া জোটে না । খেটে খেতে হয় । কিরে গণশা ?

গণেশ তাতো ঠিকই ।

শ্যামা আর রোজ রোজ তো আর চিঠি আসে না । কিন্তু রোজই খেতে হয় । সে খাওয়া জোটাতে হয় । তার জন্য গায়ে গতরে খাটতে হয় । খাটার সময় নেকাপড় আমাদের পোষায় না ।

রাম	কিন্তু এখন তো বিপদে পড়তে না।

শ্যামা	থাম! কিন্তু গণশা, কে পড়ে দেবে বল তো। দু'তিন গণ্ডা লোককে ভোর থেকে ধরলাম, কিন্তু কারো সময় নেই। কে ছুটছে শহরে, সে ছুটছে যজমানী করতো, কার হাতে শালিগ্রাম, সে আবার আমার হাতের জিনিস এই সময় ছোঁবে না। কি করি বলত।

গণেশ	এটাও বিপদ।

রাম	আমাকে পাঠশালে দাওনা।

শ্যামা	এক থাপ্পর মারব এবার।

গণেশ	না গো। শ্যামা দাদা, আমাদের ঘরের এক আধটা ছেলেকে পাঠশালে পাঠাতেই হবে। নয়তো আমাদের কথাগুলো কে বলবে বলতো।

শ্যামা	আরে দিই না কি সাধে না কি! কিন্তু উপায় কী!

গণেশ	উপায় একটা বের করতেই হবে।

রাম	সেদিন ইস্কুলে কত বাবু এসেছিল, তারা বল্ল, তোমরা কিছু জানো না বলে তোমাদের কত ঠকায়,—তোমরা তাও জানতে পারো না।

শ্যামা	হ্যাঁ, যত জানে ঐ শহরের নেকাপড়া জানা বাবুরা।

গণেশ	না গো, শ্যামা দাদা কতাটা ঠিকই। আমিও সেই মিটিনটায় গেছলাম। ওরা অনেক কথা বল্ল। একটা ছবিও দেখাল। আমাদেরও ঐরকম ঠকায়। আমরা বুঝতেও পারিনা, পাঁচ বারি ধান ধার নিলে কেমন করে একবিঘে দু-বিঘে জমি চলে যায়।

শ্যামা	সে কতা পরে ভাবলেও চলবে, এখন বল না কে এই বিপদ থেকে বাঁচাবে (খামটা দেখায়)।

গণেশ	(একটু চুপ করে কিছু শোনে তারপর বাড়িটা দেখায়) আচ্ছা ঐ বাড়িটা থেকে মন্তরের আওয়াজ আসছে না! দ্যাখ, বাড়ির নীচে আবার আলপনা। ঐ বাড়িতে বললে হয় না।

শ্যামা	বাড়ি থেকে ডাকা কি ঠিক হবে?

গণেশ	ঠিক বেঠিকের কি আছে? হয় পড়ে দেবে, নয় পড়ে দেবে না, ডাকাতি তো আর করছি না। [দূর থেকে গরুর ডাক ভেসে

আসে] ঐ দ্যাখ শ্যামা দাদা, আমার গরুটা আবার ডাকছে। বেলা হয়ে গেল দুধ দুইতে হবে। আমি যাই। তুমি ঐ বাড়িটায় একবার দ্যাখ।

শ্যামা তুই একটু ডাকনা। [আবার গরুর ডাকের আওয়াজ]

গণেশ না গো, তুমি ডাক, আমি যাই। গরুটা বড্ড ডাকছে। [গণেশ চলে যায়]

রামা চলো না বাবা, আমরা তো দুজন আছি।

শ্যামা তাতো জানি। কিন্তু অচেনা লোক, অন্য গাঁ। কিছু বলবে কিনা ভাবছি।

রামা আমরা তো আর বাড়িতে যাচ্ছিনা, রাস্তা থেকেই ডাকব।

শ্যামা তাই চল। [ওরা দুজনে এগোয়, বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাপ ছেলে দুজনে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে তারপর শ্যামা ডাকে] কত্তাবাবু, কত্তাবাবু [ভেতর থেকে আওয়াজ আসে এক ভদ্রমহিলার কণ্ঠ] কে রে মুখপোড়া মিনসের দল। সকাল থেকে বাড়ির দোর গোড়ায় গুজগুজ ফুসফুস করে এখন ষাঁড় চেল্লানি শুরু করেছে।

[দরজার সামনে এক ভদ্রমহিলা আসে]

মহিলা কি চাই, কাকে চাই, সক্কালবেলায় এই হাঁকাহাঁকি কেন ?

শ্যামা মা ঠাকুরণ বড় বিপদে পড়ে,—

মহিলা বিপদে সবাই পড়ে। সব বিপদে পার করাতে আমরা নাকি ? এ্যাই এ্যাই ছোঁড়া, চোখের মাথা খেয়েছিস না কি ? সর সর, সব খেল হতভাগারা আমার সব খেল। [রাম থতমত খেয়ে পেছিয়ে যায়, শ্যামা রামার পাশে সরে আসে। তার ফলে রামা আগে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গায় শ্যামা দাঁড়িয়ে পড়ে]

হতভাগা লক্ষ্মীছাড়ার দল, দিল আমার আলপনাটার পিণ্ডি চটকে। ছোটটা সরাই তো ধাড়ীটা দাঁড়ায়।

[শ্যামা হতভম্ব হয়ে পায়ের নীচে দ্যাখে, সদ্য দেওয়া আলপনাটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে জিভ বার করে শ্যামা। তারপরে জিভ ঢোকায়। কিন্তু ঐ ভাবেই বসে বলে]

শ্যামা — অপরাধ হয়ে গেছে মা ঠান। ইচ্ছে করে করিনি। দেখতে পাইনি, বাপ বেটা দুজনেই। অপরাধ নেবেন না মা।

মহিলা — ইঃ, একেবারে যেন জল করে দিল। অপরাধ হয়ে গেছে মা ঠান। বাপ বেটা দুজনেরই চোক নেই! হতচ্ছাড়া উনুন মুখোর দল। যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। যাও যাও, বাড়িতে আজ আমার পুজো। এখন যাও। হ্যাঁ শোন, তোমরা কি জাত? দেখেতো ছোটজাত বলেই মনে হচ্ছে।

শ্যামা — আমরা কৈবত্ত মা।

মহিলা — আমি ভোর থেকে দাওয়াটা নিকোলাম। নাইলাম। আল্পনা দিলাম। এখন আমায় আবার নাইতে হবে।

শ্যামা — আপনি জল মাটি দিন, আমি নিকিয়ে দিচ্ছি।

মহিলা — সে তো দেবেই। কিন্তু তাতেই কি আমার নাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে? তুমি নিকোবার পর গঙ্গাজল দিতে হবে না! তারপর না নেয়ে আল্পনা দেওয়া যায়? নিকিয়ে দিচ্ছি! যতসব উন পাঁজুড়ে হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়ার দল। দাঁড়াও, জল মাটী এনে দিচ্ছি। নিকিয়ে দিয়ে বিদেয় হও! ওসব বিপদ-টিপদ দেখিয়ে লাভ হবে না। মাগীটা মরেছে বুঝি। তাই বাপবেটা ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে এই সাতসকালে বেরিয়েছ। খেটে খেতে পার না। যা-জোয়ান লোক সাতটা বাঘে ছিঁড়ে খেতে পারবে না। তা নয় বিপদ হয়েছে মা, কত্তাবাবু—হাঁক পাড়ছে। [বাড়ির ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক দরজার সামনে আসে, গলায় পৈতে, খালি গা, পায়ে খড়ম, পরনে গেরুয়া একটা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, কপালে চন্দনের তিলক কাটা]

কত্তাবাবু — কি হয়েছে?

মহিলা — দ্যাখনা, সাত সকালে এই মিন্সেটা এসে তোমাকে হাঁকাহাঁকি করছে। কে এসেছে দেখতে এসে দেখি বাপবেটা মিলে আমার আল্পনাটায় পদধূলি দিচ্ছেন। যত্ত সব। কি না কি বিপদ হয়েচে।

কত্তা — আচ্ছা তুমি যাও। আমি দেখছি।

মহিলা যাবার উপায় আছে নাকি ? এখন আবার এদের জল মাটি দিতে হবে। তারপর আমাকে আবার গঙ্গাজল দিয়ে ধুতে হবে। তারপর আবার চান করে আল্পনা দিতে হবে। কাজে একটু হাত লাগাবার কেউ নেই ; শতেক জাতের ছোঁয়ায় সেই কাজ দু-গুণ, তিন-গুণ হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াও, বাবুর সঙ্গে কথা বলেই যেন চলে যেওনা। নিকিয়ে দিয়ে তবে যেতে পারবে—হ্যাঁ। [মহিলা চলে যায়]

কর্ত্তা হ্যাঁ কি বলছিলে ?

শ্যামা বাবু, বড় বিপদে পড়ে আপনার ঠাঁয়ে এসেছি।

কর্ত্তা কি বিপদ !

শ্যামা আমাদের কুলে তো কেউ নেকাপড়া জানি না। কিন্তুক এদিকে বিপদ—কাল কি জানি কোত্থেকে কে না কে এটা পাঠিয়েছে। [খামটা দেখায়]

কর্ত্তা ও। এই বিপদ—এটা তো একটা চিঠি।

শ্যামা হ্যাঁ বাবু। এটা একটু দেখে দিননা, কে লিখল, কি লিখল, কেন লিখল, কোত্থেকে লিখল—এট্টু বলে দিন না বাবু। বড় বিপদে পড়েছি।

কর্ত্তা ওঃ এই কাজ। তা পড়ে দিতে হবে তো। দেব দেব একটা চিঠি পড়ে দেব না। আর তোরা যখন লেখাপড়া শিখিসই নি। নিশ্চয়ই পড়ে দেব। আর ব্রাহ্মণের কাজই তো তাই। যজন-যাজন। ধাঃ তোকে আবার এসব বলছি কেন—তুই তো আবার এসব বুঝবি না। হ্যাঁ, তোর ছেলেটা তো দেখছি বেশ ডাগর-ডোগর। একটা কাজ করে দিতে বলনা।

শ্যামা বলুন না, পারলে নিশ্চয়ই করে দেবে। আর ও না পারলেই বা কি ? এই তো আমি আছি।

কর্ত্তা না না এমন কিছু নয়, ঐ যে দূরে নিমগাছটা দেখছিস না, ওখান থেকে কিছু ডাল পাতা কেটে আন তো। বায়ুর প্রকোপ রুখতে নিমপাতা ধন্বন্তরি। আর সরু ডালের দাঁতন, দন্তমাড়ির ক্ষেত্রে মহৌষধ।

শ্যামা যা তো রামা, ছিঁড়ে নিয়ে আয় তো।

[মহিলার প্রবেশ]

মহিলা কে যাবে ? দাওয়া না নিকিয়ে কারো যাওয়া হবে না।

কর্ত্তা না না, আমি বলছিলুম—

মহিলা তুমি কি বলবে আমি জানি। সকলের উপকারের জন্যে বসে আছেন রাজা হরিশচন্দ্র। বাপ ব্যাটা কেউ এক পা নড়তে পারবে না বলে দিচ্ছি।

শ্যামা যাক না মা, বাবুর জন্যে ও নিম ডাল আর পাতা কেটে আনুক, আমি নিকিয়ে দিচ্ছি।

মহিলা হ্যাঁ, তা নয়! প্রথমে ব্যাটাকে সরিয়ে তারপর নিজে সরে পড়ার ধান্ধা।

রাম না না মা, আমাদের তো চিঠিটা পড়াতেই হবে। সরে পড়ব কেন? তবু রক্ষে কর্ত্তাবাবু পড়ে দেবেন বলেছেন। অবশ্য খাটতে কত হবে কে জানে!

মহিলা কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। আমরা তোদের খাটিয়ে নিচ্ছি?

রাম খাটাচ্ছেনই তো। দাওয়া নিকোও, নিম ডাল, নিম পাতা কেটে আন—এগুলো খাটান নয়।

শ্যামা রামা আবার পাকামো করছিস। মারব এক থাপ্পড়।

কর্ত্তা আহা! বাড়ির সামনে সকালে মারধর কেন? (মহিলাকে) তুমি যাও। [মহিলা চলে যায়]

শ্যামা না বাবু, ছেলেটা বড় বেয়াদপী করছে। দিন না আমার চিঠিটা পড়ে। ভেতরটা বড্ড আঁকু-পাঁকু করছে।

কর্ত্তা দেব দেব। নিশ্চয়ই দেব। যে কাজই করনা বাবা, তাড়াহুড়োয় সব নষ্ট হয় রে। বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ।

শ্যামা না বাবু, সেই দয়া যখন করলেন, আমার মনটা একটু থিতু করে দিন না।

রাম সে হবে না। আগে কত খাটাবে দ্যাখ। তারপর পড়বে। সেই কবে থেকে বলছিলুম আমায় পাঠশালে দাও, শোন নি আমার কথা। এখন দেখছ তো।

কত্তা	রামঃ রামঃ, শ্রীরামচন্দ্র শূদ্রককে বেদ পাঠের অপরাধে স্বয়ং হত্যা করেছিলেন। চপল মতি বালক! জানে না কি অপরাধ করছে।
শ্যামা	ওর অপরাদ নেবেন না বাবু। ক্ষমা করুন। [হাত জোড় করে]
কত্তা	আহা। অপরাধের কথা নয়। আর ক্ষমা! সে তো করবই। ব্রাহ্মণের ধর্ম!
শ্যামা	তা'লে বাবু দয়ার অবতার—আমার চিঠিটা—
অত্তা	হবে! হবে! তোমাদের হাতের কাজগুলো সার। আমি একবার প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে আসি! তোমরাও জিরোও। পরে থিতিয়ে জিরিয়ে আমি পড়ব, তোমরা শুনবে। আর চিঠিতে কি আছে, তোমরাও যখন জান না আর আমিও জানিনা, তখন মনটা বেঁধেই পড়া উচিত বাবা। ওগো শুনছ, এসে তোমার কাজটা দেখিয়ে দাও। আর বাবা, তোর ব্যাটাটাকে দুটো নিম পাতা আর নিম ডাল আনতে পাঠা বাবা।

[মহিলা আসেন, কত্তা চলে যান]

মহিলা	ওঃ তোমরা এখনও দাওয়া নিকোউনি। কিরে ছোঁড়া—
রাম	আমি পারব না।
মহিলা	তোর বাপ পারবে।
শ্যামা	হ্যাঁ হ্যাঁ মা, আমিই করে দিচ্ছি।
মহিলা	না, ওকেই করতে হবে।
রামা	আমি করব না।
মহিলা	দেখি ছোঁড়া—তোকে মেরে আমি না হয় আবার চান করব কিন্তু দাওয়া তোকে নিকোতেই হবে।
রামা	[বেশ জোরে] পারব না, পারব না, পারব না।
মহিলা	তবে রে লক্ষ্মীছাড়া—আজ তোর বাপকে মড়া ছেলে কাঁধে তোলাব।
শ্যামা	আমিই করে দিইনা মা, ও বরং বাবুর নিমপাতা আর নিমডাল ভেঙে আনুক।

মহিলা সে তুমি যাও। ও দাওয়া নিকোবে।

রাম না আমিও করব না, বাবাও করবে না। চলো বাবা চিঠি পড়াতে হবে না। চিঠি পড়ে দেবার অনেক লোক আছে। বেগার খেটে চিঠি পড়াতে হবে না।

শ্যামা তবে রে ছোঁড়া আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

[শ্যামা রামকে ধরতে যায়, রাম দৌড়ে পালায়]

মহিলা মরবি, মরবি, ওলাওঠা হয়ে মরবি। মা শীতলার কোপে মরবি।

শ্যামা মা, সব আমি করে দিচ্ছি। শাপ মন্যি করবেন না মা, মিনতি করছি।

মহিলা আমায় মিনতি করতে হবে না। ছেলেকে শাসন করতে পার না, বাপ হয়েছ।

[শ্যামা উত্তর না দিয়ে দাওয়া নিকোতে বসে, দাওয়া নিকোতে নিকোতে বলে]

শ্যামা পরের জমিতে গতর খাটিয়ে খাই মা। আমার বংশের বলতে ঐ ছেলেটা। ওর অপরাদ ক্ষমা করে দিন মা।

মহিলা চুপ করে কাজ কর। ব্যাটাছেলের ন্যাকি-কান্না আমার দু চোখের বিষ। অপরাদ করার সময় সামলাতে পার না ?

[শ্যামা দাওয়া নিকিয়ে উঠে দাঁড়ায়]

শ্যামা যাই মা, এবার বাবুর নিম ডাল আর নিমপাতা নিয়ে আসি। একটা দা আছে। কাটতে সুবিধে হবে।

মহিলা আহ্লাদ আর ধরে না। ব্যাটা সরে পড়েছে। এখন দা নিয়ে তুমিও সরে পড়।

শ্যামা না মা, বাবুর কাছে আমার চিঠিটা পড়াতেই হবে। সরে পড়লে কি চলে ?

মহিলা যাও ছিঁড়ে নিয়ে এস ! আর শোন, বামুনকে ফাঁকি দিও না। নিয়ে আসবে কিন্তু।

শ্যামা হ্যাঁ মা। [মহিলা ভেতরে চলে যায়। শ্যামা বিপরীত দিক দিয়ে বেরুতে যাবার সময় রাম আবার ঢোকে]

রামা নিমডাল কাটতে যাচ্ছো ?

শ্যামা তাতে তোর দরকার কি ?

রামা তোমাকে যেতে হবে না।

শ্যামা তার মানে ?

রামা তুমি কত খাটবে, আমি কেটে এনেছি।

শ্যামা তবে তখন বেয়াদপী করছিলিস্ কেন ?

রামা ঐ ডাইনী বুড়িটা বলছিল কেন ? বলে কিনা, আমার মা মরেছে বলে আমরা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি। ঠকিয়েও খাবে আবার চোখও রাঙাবে।

শ্যামা চুপ কর রামা। আমাদের বরাত।

রামা বরাত না ছাই। পাঠশালে যেতে দিলে এ খাটুনী আমাদের খাটতে হ'ত না।

শ্যামা তোর মুখে কি পাঠশাল ছাড়া কোন কথা নেই।

রামা ওরা জানে আমরা জানিনা, তাই তো ঠকায়। যদি আমরা সব জানতে পারি—পারবে ওরা ঠকাতে ? বাবুরা ঠিকই বলেছে।

শ্যামা যাক কোথায় ওগুলো, নিম ডাল নিম পাতা ?

রামা ঐ বড় বটগাছটার তলায় রেখে এসেছি। ডাইনীটার সামনে আনব না বলে আনিনি।

শ্যামা যা নিয়ে আয়।

[মহিলা ঢোকে]

মহিলা কি নিমপাতা ডাল কোথায় ?

শ্যামা আমার ছেলে আনছে।

মহিলা তবু ভাল।

[দুদিক দিয়ে কত্তা আর রাম ঢোকে। রামের হাতে নিমডাল, পাতা]

কত্তা এই তো ভাল ছেলের কাজ। সুখী হও।

শ্যামা বাবু, এবার চিঠিটা পড়ে দেবেন ?

কত্তা দেব।

মহিলা হ্যাঁ গো একবার দেখবে না, কেষ্টটা দুদিন আসছে না কেন ?

কর্ত্তা দু'দিন আসে নি ?

মহিলা তাহলে আর পোড়া কপালের কথা বলছি কি ?

কর্ত্তা কেন, আবার কী হ'ল ?

মহিলা হ'ল না টা কি ? দু'দিন ধরে কেষ্ট আসছে না, এদিকে জ্বালানির কাঠ একেবারে নেই। কি কষ্টে যে ভগবান আমাকে রেখেছে।

কর্ত্তা দেখছি, দেখছি।

শ্যামা বাবু আমার চিঠিটা—

মহিলা রাখ তোমার চিঠি—

কর্ত্তা আমার অসুবিধেটা একটু বোঝ !

মহিলা তা বুঝলে আর ছোটজাত হবে কেন ?

শ্যামা না বাবু ফিরে গিয়ে আমায় জন খাটতে যেতে হবে। আরো বেলা হলে আজ আর রোজ পাব না।

কর্ত্তা আমি আর কি করি বল। আমার তো একটা সময় আছে।

শ্যামা না বাবু বড় বিপদে পড়েছি।

কর্ত্তা তা কি আমি অস্বীকার করছি। সেই জন্যই তো অপেক্ষা করতে বলছি !

শ্যামা কিন্তু বাবু আরো বেলা হলে—

কর্ত্তা তা হলে আজ যাও, কাল এসো। পড়ে দেব যখন বলেছি, পড়ে দেব। ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলে না। আবার তোমাকেও তো খেতে হবে।

মহিলা পড়ে তো দেবে ছাইয়ের খাবে কি ? জ্বালানী কাঠ চেরাই না হলে আমরাও তো খেতে পারব না। নিজের খাবার ভাবনা করলে তোমার চলতে পারে, আমাদের চলবে না।

শ্যামা কিন্তু বাবু—

কর্ত্তা আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ?

মহিলা আগে কেষ্টকে খোঁজ তারপর অন্য কাজ।

কর্ত্তা আহা ! কথাটা এই বিষয়েই। বৃথা উত্তেজনায় কি লাভ।

মহিলা কি বলছ !

কর্ত্তা	[শ্যামাকে] তুমি একটা কাজ করতে পারবে। তাহলে আমাকে আর কোথাও যেতে হয় না। তোমারও চিঠিটা পড়ান হয়। অথচ সময় বেশী লাগবে না।
মহিলা	হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কথাটা আমার মনে হয় নি।
রামা	আবার বেগার খাটাবেন ?
শ্যামা	রামা চুপ কর।
কর্ত্তা	না, বলছিলাম কি—
রামা	বাবাকে কাঠ চিরতে বলবেন তো—বাবা চলো চিঠি পড়াতে হবে না।
শ্যামা	তুই থামবি ?
কর্ত্তা	ও ঠিকই বলেছে। শিশু মন—সরল। তাই ঠিক ধরতে পারে।
শ্যামা	চিঠিটা যখন পড়াতেই হবে—
কর্ত্তা	না-না কোন কিছুর বিনিময়ে চিঠি পড়াতে হবে না, তবে না কী তোমারতো তাড়া আছে। ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিক্রয় করে না।
রামা	সময় আপনি অনেক নিয়েছেন। তাড়ার ছুতোয় কাঠ চিরতে বলছেন।
মহিলা	আমি ওকে মারবই। মেরে ফেলব। তাতে যদি নাইতে হয় তাও নাইব।
	[তাড়া করে যায়। রাম সরে যায়। শ্যামা তাকে ধরে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে।]
শ্যামা	চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক একটাও কথা বলবি না।
রামা	বেগার খাটো পড়ে পড়ে।
শ্যামা	কাঠ কোথায় ?
কর্ত্তা	কেটে দেবে।
শ্যামা	না দিয়ে উপায় ?
মহিলা	বাবা কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। যাও না উকীল মুহুরীর কাছে। নগদ টাকা নিয়ে তবে কাজ করবে।

রাম সেটা বললেই তো পারতেন। বিদ্যা বিক্রয় করি না-এসব কথার দরকার কী?

কত্তা ও হোঃ ওতো কেটে দেবেই বলেছে। খামোখা কথা বাড়িয়ে কি লাভ?

শ্যামা কাঠ কোথায়?

কত্তা কাঠটা দেখিয়ে দাও না!

মহিলা এসো। সাবধানে আসবে কিন্তু! শোন, আল্পনায় পা দিলে রক্ষে রাখব না। [দুজনে ঢুকে যায়]

কত্তা তুই ও যা না, হাত লাগাবি। তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

রাম আমি পারব না। বাবা যেমন আমাকে পাঠশালে দেয় নি, নিজেই খাটুক। একটা চিঠি পড়ে দেবেন বলে গরুর দুধ দুইয়েও ছাড়বেন।

[মহিলার প্রবেশ]

মহিলা তুমি এই ছোটলোকটার সঙ্গে কি কথা বলছ। চলে এস।

রাম ছোটলোক তোমরা। ঠকিয়ে খাও।

মহিলা তবে রে ছোঁড়া—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

[তাড়া করে। শ্যামা দা হাতে ঢোকে]

কত্তা হয়ে গেছে?

শ্যামা না। একটা কুড়ুল দেবেন? দা-এ-অত মোটা গুঁড়ি চেরা যাচ্ছে না।

মহিলা এটা কি একটা কাঠুরের বাড়ি নাকি? কুড়ুল দোব! অত বড় গতরটা কি জন্যে আছে?

শ্যামা না, অত মোটা গুঁড়ি তো?

কত্তা আশপাশ থেকে কিছুটা কেটে দাও না। কেষ্ট কাঠুরে নিজের কুড়ুল নিয়ে আসে। আমরা কুড়ুল কোথায় পাব বলো।

রামা বাবা এখনও বলছি চলো। এরা ভেড়া দিয়ে সব করে। বলদের খোঁজ রাখে না।

কত্তা তুই বড় বাচাল।

শ্যামা ওর কথা থাকুক কত্তা। শহরের বাবুরা মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে যখন পাঠশাল চালায়, ও তাদের পেছনে পেছনে ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে আর কিছু শেখেনি, খালি বক্তিমে শিখেছে।

রাম পাঠশালে পাঠালে সব শিখতাম। তখন কি তোমার বেগার খেটে চিঠি পড়াতে হত ?

শ্যামা রামা এখন থাম। আমি পরে সব ভাবব। এখন এতদূর এগিয়ে আর ফিরে যাওয়া যায় না। [দা হাতে ভেতরে যায়, মহিলাও যায়]

কত্তা তুই লেখাপড়া শিখবি কি ? চাষার ছেলে, জমি না থাকে লোকের জমিতে জন-মজুর খাটবি। লেখাপড়া কি তোদের জন্য না কি ?

রামা না, শুধু তোমাদের।

কত্তা সব কাজ সকলের নাকি ? এক একজন এক একটা কাজ করবে। এটাই সমাজ।

রাম তোমার সমাজের কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন ? আমি তোমার কথা মানি না।

[শ্যামা আসে]

কত্তা হল বাবা।

শ্যামা দিন দুইয়েকের মত কেটে দিয়েছি।

[মহিলা আসে]

মহিলা কি ছিরিরই কাটা হয়েছে।

কত্তা আহা ! তবু তো দুদিন চলবে। নাও এখন হাত-মুখ ধুয়ে এস। আমি চিঠিটা পড়ব।

শ্যামা [কাপড়ের খুটে মুখটা মুছে নেয়] আমি ঠিক আছি। এবার পড়ে দিন। [থামটা মাটিতে কত্তার পায়ের কাছে রাখে]

কত্তা [মহিলাকে] একটু গঙ্গার জল এটাতে ছিটিয়ে দাও তো। কিছু মনে কর না। হাজার হোক, জাতের উঁচু-নীচু একটা ব্যাপার আছে তো। [মহিলা চলে যায়]

রামা   কাঠ আর নিমপাতা গঙ্গার জলে ধোবেন না।

শ্যামা   কেন কথা বাড়াচ্ছিস রামা?

[মহিলা এসে চিঠিটার ওপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। কর্ত্তা চিঠিটা তোলে, খাম ছেঁড়ে। মহিলাকে বলে।]

কর্ত্তা   চশমাটা আন তো।

মহিলা   আর কত খাটাবে। তাঁতের মাকুর মত একবার রাস্তা, একবার বাড়ি। এই শেষ, আর কোন ফরমাশ খাটতে আমি পারব না। কোথাকার কে নবাবপুত্তুর এলেন, তার জন্য হাজারবার ঘরবার।

[ভেতরে যায়, শ্যামা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে, রামা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, কর্ত্তা চিঠিটার গায়ে হাত বোলায়।]

কর্ত্তা   তোমার কি মনে হয়? কে দিতে পারে? কেন দিতে পারে?

শ্যামা   কেউতো কখনো চিঠি দ্যায় না। কিছু বুঝতে পারছি না।

কর্ত্তা   তা হলেও কেউনা কেউ তো দিয়েছে। তোমাকে চিঠি দেবার মত কে কে আছে?

শ্যামা   আমাদের ঝাড়েগুষ্ঠীতে কেউ নেকাপড়া জানে না, চিঠি কেমন করে দেবে?

কর্ত্তা   আরে বাবা একটা চিঠি এসেছে এটাতো ঠিক?

শ্যামা   আজ্ঞে হ্যাঁ। [মহিলা চশমা নিয়ে আসে]

মহিলা   এই নাও। [চশমা দিয়ে চলে যায়। কর্ত্তা চশমা পরে চিঠিটা পড়তে যাবেন। শ্যামা উদ্‌গ্রীব। কণ্ঠ ভাসে আর এক মহিলার।]

চিঠি   দাদা গাঁয়ের একজনকে বলে এটা লিখিয়েছি। তোমার ভগ্নীপোত যে জমিটা ভাগে চষত, সেই জমি সে আর ভাগে চষতে পারবে না। কিনা কি অপারেশন হবে, তাতে নাকি ভাগচাষীর জমি চষবার সুবিধে আরো বেশী হবে, তাকে আর জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। আর যার জমি তার নাকি এতে খুব অসুবিধেই হবে, তাই সেই লোকটা ভাগচাষ থেকে ওকে সরিয়ে দিয়েছে। সে

নাকি জন খাটিয়ে নিজে চাষ করবে। এটা অবিশ্যি আমরা শুনেছি। আসলে একটা কাগজ দেখাচ্ছে। ও নাকি সেই কাগজে টিপছাপ দিয়ে দিয়েছিল। তারপর এবার যখন চাষের সময় এলো, ওকে বলেছে তুমিই আর এই জমি চষবে না বলে লিখে দিয়েছ। ও জোর করে চষতে নামে। ওর সাথে আরো কয়েকজন ছিল। এই নিয়ে প্রচণ্ড হাঙ্গামা বাধে—তোমার ভগ্নিপতি গুরুতরভাবে জখম হয়ে এখন হাসপাতালে, বোধ হয় বাঁচবে না। তুমি চিঠি পেয়েই চলে এসো। গগন ডাক্তার কোন ভরসা দিতে পারছে না। [কত্তা এই অবধি পড়ে থেমে যায়]

শ্যামা চিঠিটা কবে লিখেছে?

কত্তা তারিখ তো দেখছি ৭ই পোষ।

শ্যামা আজ কত তারিখ হ'ল?

কত্তা ১২ই পোষ।

শ্যামা তাহলে এতদিন হয়ে গেল? কালকেও যদি গিয়ে পৌছই কি দেখব কত্তাবাবু?

কত্তা যা। যা বিধিলিপি তাই হবে।

[শ্যামা বসে পড়ে! তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে।]

শ্যামা ওর নাম ছিল লক্ষ্মীমণি। সেই লক্ষ্মীর হাতেও আজ আর চষবার মত এক চিলতে জমি রইল না। কত্তাবাবু—

রাজা বাবা—

শ্যামা ঠিক সময়ে চিঠিটা পড়াতে পারলেও দুদিন বেশী সময় পেতাম—কিন্তু—এখন এখন—

রাজা বাবা—[হঠাৎই যেন শ্যামা দাঁড়িয়ে ওঠে]

শ্যামা তুই পাঠশালে যাবি?

রাজা আমাকে পাঠশালে দেবে?

শ্যামা হ্যাঁ, তবু দুদিন আগে খবর পাব।

রাজা বাবা।

শ্যামা হ্যাঁ চল্।

কত্তা — তোর লক্ষ্মী বোনের জমি কি তোর ব্যাটার সরস্বতীর হাত ধরে ফিরে আসবে ?

শ্যামা — তা আসবে কিনা জানিনা। তবে টিপছাপে ঠকানোর হাতটা মুচড়ে ধরা তো যাবে। চল রামা আজই তোকে পাঠশালে দেব।